প্রথম আলো

Prothom Alo North America

13 July 2023, Thursday, 7th Year, Issue 330, 40 Pages

১৩ জুলাই ২০২৩, ২৯ আষাঢ় ১৪৩০, ২৫ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩০, পৃষ্ঠা: ৪০

জেড প্রজন্মকে ওবামা দিলেন গোপন সূত্র পৃষ্ঠা ১৪

স্পেনে সফল উদ্যোক্তা বাংলাদেশী ডেইজি পৃষ্ঠা ২৫

দুই দলের ‘এক দফা’ কর্মসূচীতে উত্তাপ

রাজনীতি

নির্বাচন সামনে রেখে দেশের রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। দুই প্রধান দলের ‘এক দফা’ ঘোষণা। অন্যদিকে বেড়েছে পশ্চিমা কূটনীতিকদের তৎপরতা।

- আ.লীগের এক দফায় শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন।
- নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি বিএনপির।
- নির্বাচন নিয়ে মার্কিন ও ইইউ প্রতিনিধি দল ঢাকায়।

বিশেষ প্রতিনিধি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গত বুধবার ‘এক দফা’ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। তবে দুই দলের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আওয়ামী লীগ চায় সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন। অন্যদিকে বিএনপির দাবি, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন।

এরই মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য পশ্চিমা কূটনীতিকদের তৎপরতা রাজনীতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এই মুহূর্তে ঢাকায় আছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ও মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক কর্মকর্তা অঞ্জলী কউর। আছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক নির্বাচনী অনুসন্ধানী দলের সদস্যরা।

এদিকে চীন, রাশিয়া ও ইরান নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সরব হয়েছে।

আমাদেরও এক দফা, সংবিধানসম্মত নির্বাচন: কাদের

বুধবার ঢাকায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বিএনপির এক দফা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর আমাদেরও এক দফা তা হচ্ছে- সংবিধান সম্মত নির্বাচন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। কোনো বাধা দেব না। কাউকে আক্রমণ করতে যাব না। ঢাকায় যেসব বিদেশি বন্ধুরা এসেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- আপনারা চান অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আমাদেরও লক্ষ্য একই। কিন্তু এ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনকে যারা বাধা দেবে তাদের প্রতিহত করব’।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে কাদের বলেন, ‘খেলা নির্বাচন পর্যন্ত চলবে। আর ছাড়বেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমরা কারও সাথে যুদ্ধে জড়াতে চাই না: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগ সরকার শুধু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের কারও সঙ্গে কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়ানোর ইচ্ছে নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রকৃতপক্ষে কারও সাথে যুদ্ধে জড়াতে চাই না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।’

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাংলাদেশ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ফোবানা এখন অনৈক্য আর বিভেদের মডেল

ক্ষুব্ধ প্রবাসী বাংলাদেশিরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নর্থ আমেরিকায় ফোবানা হবার কথা ছিল প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক কিন্তু এখন তা অনৈক্য ও বিভেদের মডেল। এতও দিন ছিল ৩ ভাগে বিভক্ত, এখন তা ৬টি শাখায় প্রসারিত হচ্ছে! ফোবানার সবচেয়ে বড় অংশ ছিল গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, আলী ইমাম, এজাজ তৌফিক,মোহাম্মদ হোসেন, ফিরোজ, কাজি আজম, ডা. মাসুদুর রহমান ও শরাফত হোসেন বাবুদের নেতৃত্বাধীন অংশটি। কিন্তু তা এখন ৩ ভাগে বিভক্ত হতে চলেছে। শরাফত হোসেন বাবু ইতোমধ্যে ওয়াশিংটনে আসন্ন সেপ্টেম্বরে ফোবানা সম্মেলনের ঘোষণা দিয়েছেন। শাহ নেওয়াজ, আলী ইমাম শিকদার ও কাজি আজমরা নতুন একটি স্টেয়ারিং কমিটি ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর গিয়াস আহমেদ ও ডা. মাসুদুর রহমানরা এক সংবাদ সম্মেলন করে পাল্টা কমিটি প্রকাশ করেছেন। তবে এ অংশের মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে তারা এখনও শাহ নেওয়াজকে উল্লেখ করেছেন। তা কোন কাজে দিবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শাহ নেওয়াজ ও গিয়াস আহমদের নেতৃত্বাধীন উভয় অংশই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

ষড়যন্ত্রের ফলে কানেকটিকাটের 'ফোবানা সম্মেলন' বাতিল

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোশিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা (একাংশ, ফোবানা) সম্মেলন ভেস্তে গেছে। প্রথমবারের মত ফোবানা সম্মেলন কানেকটিকাটে আয়োজনের খবরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বড় শক্তিগুলো এখন মাঠে

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরমধ্যেই প্রকাশ্যে নেমে পড়েছে বাইরের বড়বড় শক্তিগুলো। পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলার মাঠ বানানোর চেষ্টা চলছে। দেশের বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় এসব আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের পক্ষেও দেশের মধ্যে সমর্থক, পাল্টা সমর্থকরা প্রকাশ্যেই নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত প্রায় এক বছর থেকেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বলে আসছে। এ নিয়ে ভিসা নিষেধাজ্ঞা সহ বেশ কিছু প্রকাশ্য উদ্যোগও নিয়েছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচন নিয়ে ইউরোপ ও মার্কিন রাজনীতিবিদদের চিঠিকে ‘অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এক টুইটে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, ‘কিছু ইউরোপীয় ও মার্কিন রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে “অবাধ ও নিরপেক্ষ” নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রকাশ করেছেন বলে আমরা জেনেছি। এটা নব্য উপনিবেশবাদ এবং সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের আরও একটি অপচেষ্টা।’

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের টুইটের আগে একই দিনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তাবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভান স্টিফেনেককে একটি চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অর্থবহ সংলাপের তাগিদ দেন।

গত মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের ‘মানবাধিকার লঙ্ঘন’ বন্ধ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন মার্কিন কংগ্রেসের ছয় সদস্য। আর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভূমিকা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের জমকালো ও বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠান। ৯ জুলাই রোববার স্পেনের বার্সেলোনায়

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের অভিষেক

বার্সেলোনা

জিয়াউল হক জুমন

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাব এর জমকালো ও বর্ণাঢ্য অভিষেক স্পেনের পর্যটন নগরী বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্সেলোনার প্রাণকেন্দ্র গ্রান ভিয়ায় চার তারকা হোটেলের বলরুমে ৯ জুলাই রোববার সন্ধ্যায় অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাব এর জমকালো ও বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মশিউর রহমান ও সিনিয়র সহ সভাপতি লাবণ্য চৌধুরীর সভাপতিত্বে , মহিউদ্দিন হারুন ও মাহিদুল ইসলাম সবুজ এর পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বকুল খান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফেরদৌস করিম আখঞ্জী, এম সি রুমেল ও জিয়াউল হক জুমন।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আইওন টিভি সিইও আতাউল্লাহ ফারুক ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বকুল খান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ,বাংলাদেশ দূতাবাস মাদ্রিদ মিশন উপ প্রধান এ টি এম আব্দুর রউফ মন্ডল, তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন

বললেন আইনমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আনিসুল হক

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

আইনমন্ত্রী বলেন, ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে কথা হয়েছে। আমি জানিয়েছি, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশোধন করা হবে।’

মন্ত্রী আনিসুল হক আরও বলেন, ‘সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। এর জন্য যে আইনের অবকাঠামো আছে, তা তাদের অবহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন যেকোনো অপরাধ তদন্ত করে সবকিছুর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
•CDPAP • PCA • HHA
● ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
● সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই
● নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
150-47 Hillside Ave (2FL) Jamaica, NY 11432
718 658 3867
Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
• Individual Tax Return
• Corporate Tax Return
• Small Businesses Tax Return
• Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• Payroll
• W2s, 1099s
• Financial Statements
• Sales Tax Quarterly and year end filings
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল

আবারও ডুবছে সড়ক , লাখো মানুষের দুর্ভোগ

সিলেট অফিস

সুনামগঞ্জে তিন দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। উজান থেকে নেমে আসছে পাহাড়ি ঢল। এতে আবারও জেলার নদ-নদী ও হাওরে পানি বাড়ছে। গতকাল বুধবার বিভিন্ন উপজেলার সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্লাবিত হয়েছে তুলনামূলক নিচু এলাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে, নদ-নদীর পানি আরও বেড়ে বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে।

জেলা সদর থেকে তাহিরপুর উপজেলায় যাতায়াতের সড়ক একটি। গতকাল সকালের দিকে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় এ সড়কের দুটি স্থান পানিতে তলিয়ে যায়। এর মধ্যে দুর্গাপুরে ৫০ ও শক্তিয়ারখলায় ১০০ মিটার। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিকল্প সড়ক না থাকায় তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুরের লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াতের সমস্যা পড়েছে। পানিতে স্রোত থাকায় চলাচল করা যাচ্ছে না।

বিশ্বম্ভরপুরের উমরপুর গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই সড়ক ডুবে যায়। তখন খুব কষ্টে চলাচল করতে হয়। দুর্গাপুর গ্রামের বিকাশ দাস বলেন, 'বছরে সাত থাইকা আটবার আমরা ঢলের কবলে পড়ি। ঢল আসলে সড়ক দিয়া চলাচল করতে পারি না। সড়ক আরেকটু উঁচু করা দরকার।'

তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার উপজেলার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে গ্রামীণ সড়কও তলিয়ে যাওয়ার খবর জানা গেছে। এর মধ্যে দোয়ারাবাজারের বাংলাবাজার ও লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন সড়ক ঢলের পানিতে ডুবে আছে।

পাউবোর সুনামগঞ্জ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা ৩টা পর্যন্ত সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ষোলঘর পয়েন্টে বিপৎসীমার ৪ সেন্টিমিটার নিচে ও ছাতক পয়েন্টে ৮৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় সুনামগঞ্জের লাউড়েরগড় স্টেশনে ১৫৪ মিলিমিটার ও ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ১৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদীর পানি বাড়ছে।

ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসছে পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে আবারও নদ-নদী ও হাওরে পানি বাড়ছে। বিভিন্ন উপজেলার সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে। প্লাবিত হয়েছে নিচু এলাকা।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমর্থন করে যক্তরাষ্ট্র, বিশেষ কোন দলকে নয়: ম্যাথু মিলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

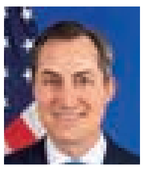

ম্যাথু মিলার

১০ জুলাই সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ম্যাথু মিলার বলেন, বাংলাদেশে কোনো একক রাজনৈতিক দলকে নয়, বরং প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিফিং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ব্রিফিংয়ে মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রশাসনের এমন অবস্থানকে অন্য দেশের প্রতি হস্তক্ষেপ বলে সমালোচনা করেছে রাশিয়া, চীন ও ইরান। এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাওয়ার জন্য কেউ সমালোচনা কেন করবে, এটা আসলেই আমি জানি না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাঁচ দশকের বেশি সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রেরও চাওয়া এটাই।'

ম্যাথু মিলার আরও বলেন, 'বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না, প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অন্য কোনো দেশ যখন কথা বলে তখন আমরা সেটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখি না। আমরা সেই আলোচনাকে স্বাগত জানাই। গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার পথে সুযোগ হিসেবে দেখি। আমরা আসলেই জানি না, অন্য কোনো দেশের এ বিষয়ে আপত্তি জানানোর কী আছে।'

ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু-এর বাংলাদেশ সফর নিয়েও মিলারের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে তাঁরা বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করবেন কিনা?

ডেঙ্গু ছড়িয়েছে ৬০ জেলায়, আক্রান্তের ৬০ ভাগই ঢাকার

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের এখন সবগুলো জেলার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান হচ্ছে দেশের ৬০ জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে গেছে। মোট আক্রান্তের ৬০ ভাগই ঢাকার। পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ৯ জুলাই রোববার দুপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক তার নির্বাচনী এলাকার মানিকগঞ্জের গড়পাড়ায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কাল বলেছেন, বাংলাদেশে ডেঙ্গু অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে দেশে ডেঙ্গুতে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ হাজার আক্রান্ত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং ৯ হাজারের বেশি লোক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছে। মন্ত্রী বলেন, মশা বেশি থাকার কারণে এবছর ডেঙ্গুটা তুলনামূলকভাবে বেশি । বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জায়গায় পানি আটকে থাকায় মশা বেশি জন্ম নিচ্ছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ হচ্ছে মশা কমানো। মশা কম হলে মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত কম হবে।

জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলছেন, এ বছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি আগের বছরগুলোর তুলনায় মারাত্মক হতে পারে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জোর প্রস্তুতি নিতে হবে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যাচ্ছে।

প্রতিরোধে কার্যকর গুরুত্ব না দেওয়ায় দেশের ৬০ জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলছেন, ডেঙ্গু পরিস্থিতি এবার জটিল হচ্ছে। মানুষ একই সঙ্গে ডেঙ্গুর একাধিক ধরনেও আক্রান্ত হচ্ছেন। আর কীটতত্ত্ববিদেরা বলছেন, পরিস্থিতির ধারাবাহিক অবনতি হওয়ায় এবার ডেঙ্গুতে বিপুলসংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৮ জুলাই শনিবার সকাল আটটা থেকে ৯ জুলাই সকাল আটটা পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে, যা চলতি বছরে এক দিনে মৃত্যুর সংখ্যার দিক থেকেও সর্বোচ্চ। এ নিয়ে এ বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হলো ৭৩। আর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এ বছর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ৯৫৪।

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না: মোমেন

ঢাকা ডেস্ক

আব্দুল মোমেন

আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিকে সরকার খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, তাঁরা যদি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে না-ও আসেন, সেটি দেশের ক্ষতির কারণ হবে না। বিদেশি পর্যবেক্ষক না এলে বাংলাদেশ পরোয়া করে না।

৮ জুলাই শনিবার সকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি এদিন ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিকাব) আয়োজিত ডিকাব টকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দুনিয়ার বড় বড় দেশে নির্বাচন দেখার জন্য কোনো পর্যবেক্ষক যান না। আমাদের দেশে পর্যবেক্ষক এলো কি এলো না, এতে কিছু যায় আসে?'

বিদেশি পর্যবেক্ষক যদি আসতে চান, তাহলে আপত্তি নেই জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনে পর্যবেক্ষক এলে ভালো, কিন্তু না এলে আমরা পরোয়া করি না।' আব্দুল মোমেন বলেন, দেশে একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে বিদেশিদের এনে এনে নির্বাচন দেখানোর। তাঁর মতে, এটা ভবিষ্যতে বন্ধ করা দরকার। কারও নাম উল্লেখ না করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল দেশের 'নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়' বাধা সৃষ্টি করছে। কেউ কেউ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলেও তাঁরা আভাস পেয়েছেন।

দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে টেকসই করার দায়িত্ব গণমাধ্যমের রয়েছে মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব বিষয়ে সাংবাদিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে টেকসই করতে হবে। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত হলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকদের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সমাধান চাওয়ার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আপনারা (মিডিয়া) এ ব্যাপারে তাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন না।'

এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বিদেশিদের দ্বারা নির্বাচনী আলোচনা নিয়ে কোনো চাপ অনুভব করছে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ ধরনের সংলাপ অতীতে কোনো ফল দিয়েছে কি না, তা তিনি জানেন না।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপকে 'অকার্যকর আলোচনা' আখ্যা দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ ধরনের সংলাপ হয় না বা সরকারপ্রধানদের পদত্যাগও করতে হয় না। আব্দুল মোমেন বলেন, সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে এবং আওয়ামী লীগ সরকার কোনো সন্ত্রাসীর সঙ্গে কথা বলবে না।

বাংলাদেশ কোনো দেশের লেজুড় নয় এবং চীনের দিকে কখনো ঝুঁকেও পড়েনি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ঢাকা একটি "ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাধীন" পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখে চলে। কিছু লোক মনে করেন, আমরা চীনের দিকে ঝুঁকছি, কিন্তু আমরা কারও দিকে ঝুঁকছি না। আমরা কারও লেজুড় নই। আমরা চীনেরও লেজুড় নই।'

বেইজিংকে উন্নয়ন অংশীদার বলে অভিহিত করে এবং 'চীনা ঋণের ফাঁদে' পড়ার কোনো ধরনের আশঙ্কা নাকচ করে আব্দুল মোমেন বলেন, 'এটি একটি ভুল ধারণা। কোনো কোনো পণ্ডিত এমন কথা বলেন। অনেকে এটা বিশ্বাস করেন, বিশেষ করে কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠান। কোনো অবস্থাতেই আমরা "চীনা ঋণের ফাঁদে" পড়ব না ।

বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুবই বিচক্ষণ ও সতর্ক। আমরা অপ্রয়োজনীয় ঋণ নিই না।'

ডিকাব সভাপতি রেজাউল করিম লোটাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

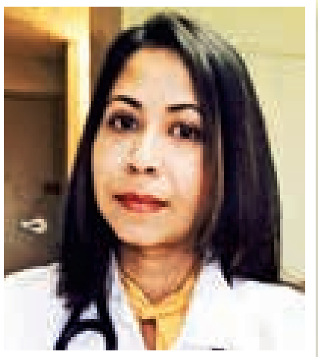

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

> Do you want apply for a green card?
> Are you being deported?
> Are you having credit card problems?
> Are you unable to pay your debts?
> Has your bank account been sealed?
> Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

সম্পূর্ণ ফ্রি

ম্যারেইজ মিডিয়া

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করিতেছি কোভিড-১৯ এর কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যারেজ মিডিয়া মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে পুনরায় কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবাহ যোগ্য বাংলাদেশী সহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের বহু পাত্র পাত্রী রয়েছে। তাহাদের অভিবাবক সহ তাহাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ম্যারেজ মিডিয়া বিনা টাকায় কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ যোগাযোগ করুন।

আমেরিকায় মদিনা'র আলো ও
লাইট অব দ্য আর্থ ইউএসএ

36-23 31st Street, Astoria, NY 11106
যোগাযোগ: ৭১৮-৯৩০-৬৫৫০
ইমেইল: marrigemedia62@gmail.com, lightoftheearth@gmail.com

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.বিডি পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. তেলিকারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রোইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)-----------(সাঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট -----------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট -----------------------মঙ্গলবার -----------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার --------------- ----------শনিবার------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্রাভেল এন্ড ট্রাভেলস --(ফিলাডেলফিয়া/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

GLORIOUS HOME CARE LLC

Your Helping Hand

MD Riaz Morshed (CEO)

PCA HHA CDPAP

ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই
নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি

Weekly Payment Direct Deposit
401K, INSURANCE

347-476-7522
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

EASY WAY TRAVELS & MULTI SERVICES CORP.

Focus on Global Connectivity

সবচেয়ে কম রেটে এয়ার টিকিট ।
যাবতীয় ইমিগ্রেশন সেবা সহায়তা।
স্বল্প খরচে ওমরাহ্ ভিসা ও প্যাকেজ
ইউএস ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন সহায়তা।
USA, Canada, UK, Schengen সহ সকল প্রকার ভ্রমন ভিসা সহায়তা করে থাকি।

Emirates ETIHAD Biman QATAR SAUDIA KUWAIT TURKISH AIRLINES

MD Riaz Morshed (CEO)
347-507-1209
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদকীয়

সঙ্কট সমাধানে উদ্যোগী হচ্ছে কারা?

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর বেশি হলে পাঁচ মাস বাকি। সংবিধান অনুযায়ী এই সরকারের মেয়াদ আর সর্বোচ্চ দুই মাস। এর পরই গঠিত হবে নির্বাচনকালীন সরকার। এদিকে আওয়ামী লীগ বলে আসছে, বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এতে কে অংশগ্রহণ করলো বা কে করলো না, এটা নিতান্তই তাদের দলীয় ব্যাপার। এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সংবিধান অনুযায়ী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা একাধিকবার বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, বর্তমান জাতীয় সংসদ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে দীর্ঘদিন থেকেই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে বিএনপি। তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে এবং সরকার গঠিত নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে নারাজ। বিএনপি বলছে, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বিএনপি। যদিও বিএনপির তৃণমূল থেকে বেশ কিছু নেতা-কর্মী সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, তথাপিও কেন্দ্র থেকে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক দিয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি বিএনপি। সেই ক্ষেত্রে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় একাধিক নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করেছে- যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ফলে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট ক্রমশ ঘণীভূত হচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক মহলে একটি প্রশ্ন ওঠেছে, এই ঘণীভূত হতে থাকা রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের উপায় কী? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পরস্পর বিরোধী এ অবস্থান কেবলমাত্র 'সংলাপ'র মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব হতে পারে এবং এর মাধ্যমেই উদ্ভূত রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান করা সম্ভব। যে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে 'সংলাপ' শব্দটি আবারও আলোচনায় এসেছে, এ নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনাও। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় নেতারাও ইতিমধ্যে 'সংলাপ' নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা করেছেন।

তবে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে যার যার অবস্থানে অনড় রয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি এই অবস্থান রাজনৈতিক সঙ্কটকে আরও ঘণীভূত করছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে আলোচনা বা 'সংলাপ'র বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। তবে সেই আলোচনার উদ্যোগ কে নেবে, এই প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে উঠেছে?

এদিকে সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করার কথা বলে আসছে বিএনপি। দলটি রাজপথেই ফয়সালার কথা বলছে। তবে গত শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কিছুটা নমনীয় ভূমিকায় দেখা গেছে। তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারকেই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা পথ বের করতে হবে।' বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের এই বক্তব্যে- দলটির আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল রোববার সচিবালয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'মির্জা ফখরুলকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা সংলাপ করতে রাজি আছেন কি না। এরপর আমরা বিবেচনা করব। কারণ, আমাদের রাষ্ট্রপতি একবার ডেকেছিলেন, নির্বাচন কমিশন দুইবার তাঁদের ডেকেছে, তাঁরা আসেননি। তাঁদের মনোভাবটা (অ্যাটিচিউড) কী, সেটা আগে জানান।'

দুই দলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের এই দুই নেতার এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের ব্যাপারে কিছুটা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তারা মনে করছেন, দুই দলই আলোচনার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। একে অপরের দিকে দায় চাপাতে চাইছে। মূলত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর, দেশের রাজনীতিতে ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি- দুই দলের জন্যই এক ধরনের চাপ তৈরি করেছে এই ভিসা নীতি। নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দলগুলোর চাপ আরও বাড়তে পারে, সেটা দুই দলই বিবেচনায় রেখেছে। ফলে দুই দলেরই মধ্যবর্তী একটা অবস্থানে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা বলছেন, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণেও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। সে জন্য রাজপথের আন্দোলন জোরদার করার পক্ষপাতী তারা।

তাঁরা মনে করছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এবার যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের পদক্ষেপের কারণে সরকার বড় চাপে পড়েছে। ফলে সংকটের সমাধান না হলে সরকারের জন্য বিপদ আরও বাড়াতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে চাপ বাড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা যায় কি না, সে আলোচনাও বিএনপিতে রয়েছে।

আওয়ামী লীগের নেতাদের কেউ কেউ মনে করেন, সংবিধানের ভেতরে থেকে নির্বাচনের বিষয়ে বিএনপি আলোচনা বা সংলাপ চাইলে সেটা হতে পারে। তবে সংবিধান অনুযায়ী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি নয় আওয়ামী লীগ। তবে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এমন আলোচনাও দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমমনা রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। সে সময়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। ৩ অক্টোবর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ঐক্যফ্রন্টের অনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমেই ড. কামাল হোসেন সে সময়ে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যস্থাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সে মময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে বিএনপির 'সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৮ এর নির্বাচনের আগে যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারও এ ধরনের একটি মধ্যস্থতাকারী ঐক্য আবির্ভাব হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে কে, কারা হচ্ছেন এই মধ্যস্থতাকারী সেটিই এখন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের বড় চমক।

ছাপা বইয়ের দিন কি ফুরিয়ে আসছে?

স্বপন বিশ্বাস

যত বই তত প্রাণ। কী অসামান্য শ্লোগান। এই শ্লোগান নিয়ে এবার শুরু হচ্ছে নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলা। বই আমাদের প্রাণের সাথে তুল্য। বই নিয়ে আমাদের কত মাতামাতি, কত আদিখ্যেতা, ভালোবাসা। বই লিখে কেউ বিখ্যাত, কেউ কুখ্যাত। কেউ করেছে বিশ্ব জয়, কেউ হয়েছে দেশছাড়া - দেশহারা। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের এই বইয়ের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। যুগযুগ ধরে মানুষের জ্ঞাণ ভান্ডার ছিল তার স্মৃতিতে আর শ্রুতিতে। তারপর বিবর্তনের ধারায় এসেছে অক্ষর। তারও পরে কাগজ। সেই কাগজে বসেছে হাতে লেখা অক্ষর। ছাপা বইয়ের যুগ মাত্র কয়েকশ' বছরের।

ছাপা বইয়ের ইতিকথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ছাপা মেশিনের কথা। ১৪৫৫ সালে জার্মানিতে জোহানেস গুটেনবার্গ আধুনিক ধরনের প্রিন্টিং মেশিন বা ছাপার মেশিন তৈরী করেন। পর্তুগিজরা প্রথম সেই যন্ত্র ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। সেটা ১৫৫৬ সাল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় বসানো হয়েছিল কাঠের তৈরি সেই ছাপার যন্ত্র। উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের বই ছাপানো। সেই বছরেই ছাপা হয়েছিল Compendio Spiritual Da Christa নামে একটি বই। বইটা এখন নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম যে বইটি ছাপা হয় "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"। সেটাও খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য। ভাষা বাঙলা হলেও রোমান হরফে লেখা। একজন অনুলেখক এর মাধ্যমে পর্তুগীজ লেখক ম্যানোয়েল দা আসসুমসাঁও এই বইটি লেখেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে।

এরপর ১৭৭৮ সালে কোন এক অ্যানড্রুজ সাহেব একটা ছাপাখানা খোলেন পশ্চিম বাংলার হুগলিতে। অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলের গোয়া থেকে পূর্ব ভারতের বাংলায় ছাপাখানা আসতে সময় লাগে পাক্কা দু'শো বাইশ বছর। সেই হুগলি প্রেস থেকে ছাপা হয় ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেদ-এর লেখা ইংরেজি বই, 'আ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। সে বই বাঙালীদের জন্য না। ইংরেজদের বাংলা শেখার জন্য। তবে সে বইয়ে কিছু বাংলা অক্ষর বসাতে হয়েছিল। একাজে উইলকিন্স সাহেবকে বাংলা অক্ষর তৈরীতে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার।

কোলকাতায় প্রেস বসেছে ১৭৮০ সালে। সে বছর আইরিশ জেমস অগস্টাস হিকি শুরু করেন 'হিকি'স বেঙ্গলি গেজেট'। ছাপাখানার জন্য বিখ্যাত শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন চালু হয় ১৮০০ সালে। যার সাথে জড়িয়ে আছে উইলিয়াম কেরীর নাম। যিনি ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচার করতে এসে বেশ নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। সেকথা প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে লেখা আছে। তবে বাংলা প্রকাশনার জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন কেরী। তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে হুগলি থেকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন বাংলা অক্ষর তৈরির জন্য। সেখান থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশ হয় বাংলার প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'।

শুরুতে 'সেন্ট অ্যান্ড্রুজ' নামে কোলকাতায় একটা বিলিতি বইয়ের দোকান ছিল। লন্ডন থেকে ছাপা কিছু বই পাওয়া যেত এই দোকানে। মূলত সাহেব-মেম'রা তার ক্রেতা ছিল। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে সাহেবদের বাঙলা ভাষা শেখানোর জন্য যেসব বই ছাপা হতো তা এই দোকানে পাওয়া যেতো। পরবর্তিতে বই প্রকাশনায় আসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তারা তুলনামূলক সস্তাদামে সাধারণ মানুষের জন্য বই ছাপা শুরু করে।

বাবুরাম নামে একজন বাঙালী কোলকাতায় প্রথম প্রেস স্থাপন করেন। তবে বাংলা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা রাখেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। তিনি শ্রীরামপুর প্রেসে কম্পোজিটর হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি লেখক, প্রকাশক, সাংবাদিক, বই বিক্রেতা, সব ভূমিকাতেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রথম বাংলা সচিত্র গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' তিনিই প্রকাশ করেন। সেটা ১৮১৬ সাল, কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেসে থেকে।

সেই সময় কোলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির বিশ্বনাথ দেব নামে একজন প্রকাশনা ব্যবসায় নামেন। তিনি সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পুঁথি, পাঁচালি, পঞ্জিকা, পুরাণ, লোককাহিনি ইত্যাদি সহ ঘরোয়া কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে সস্তা বই প্রকাশ শুরু করেন। তার পথ অনুসরণ করে আরও অনেকেই এগিয়ে আসেন। শোভাবাজার-চিৎপুর এলাকার একটি বিশাল বটগাছকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাংলা বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যবসা। এখান থেকে সাধারণত জনপ্রিয় ধারার নিম্নমানের সাহিত্যের বই প্রকাশ করা হতো। সেই থেকে এই ধরণের জনপ্রিয় ধারার সাহিত্য বটতলার সাহিত্য বলে পরিচিতি পায়। তবে বটতলা প্রেস থেকে অনেক গুণী লেখকের সৃজনশীল বইও প্রকাশ হয়েছে। যেমন, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এমন অনেকের লেখাই ছাপা হয়েছে বটতলা থেকে।

জেমস লং সাহেব, যিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটক অনুবাদ করিয়েছিলেন, তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন, "কলকাতায় কোনো বইয়ের দোকান নেই, আছে শুধু ফেরিওয়ালা। তাঁরা মাথায় ঝাঁকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বইফিরি করে বেড়ায়।" সেই সময় ফেরী করে বই বিক্রির রেওয়াজ শুধু বাংলায় চালু ছিল তা নয়। খোদ ইউরোপেও ফেরী করে বই বিক্রি হতো। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সস্তা কাগজ ও সস্তা বাঁধায়ের বই প্রকাশ করা হতো। যেগুলোকে বলা হতো চ্যাপবুক। এই বইগুলো যারা ফেরী করে বিক্রি করতো তাদেরকে বলা হতো চ্যাপবয় বা চ্যাপম্যান। কেউ কেউ বাংলায় নাম দিয়েছিল, বইমালী। কোলকাতায় মহিলারাও বই ফেরী করত। উচ্চ মধ্যবিত্ত মহিলারা ছিল এই বই মালিনীদের ক্রেতা।

কলেজ স্ট্রিটে প্রথম বইয়ের দোকান খোলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। নাম 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী'। এরপরে ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এলেন বই ব্যবসায়। তিনি ছয়শো টাকা দিয়ে আর্মহার্স্ট স্ট্রিটে একটা কাঠের প্রেস কিনে আরপুলি লেনে একটা বইয়ের দোকান খুলে ফেললেন। বর্তমান কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে যে সিরিয়াস বইয়ের ব্যবসা তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বিদ্যাসাগর। তিনি নিজের প্রেসে ছাপানো বইয়ের সাথে অন্য প্রেসে ছাপা বইও বিক্রি করতেন। বই বিক্রি হলে কমিশন কেটে রেখে লেখক, প্রকাশককে টাকা দেয়ার নিয়মও তিনি চালু করেন।

ধীরে ধীরে কলেজ স্ট্রিটে বাড়তে থাকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ভিড়। চালু হয় সেই বিখ্যাত কফি হাউজ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে বাংলা বইয়ের জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। বই ব্যবসার এমন এক রমরমা সময়ে 'সেন ব্রাদার্স' এর মালিক ভোলানাথ সেন হযরত মুহাম্মদকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করায় দুজন কর্মচারীসহ খুন হয়ে গেলেন। সেটা ১৯৩১ সালের ৭ই মে। বইয়ের নাম "প্রাচীন কাহিনী"। কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় এধরণের ঘটনা সেই প্রথম। প্রায় একই ধরণের ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকায় শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে। জাগৃতি প্রকাশনীর কার্যালয়ে খুন হন ফয়সাল আরেফিন দীপন। তিনি নিহত লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়ের কয়েকটি বইয়ের প্রকাশক ছিলেন। ওই বছরের ফেব্রুয়ারীতে বইমেলা থেকে ফেরার পথে আরেকটি হামলায় নিহত হয়েছিলেন লেখক অভিজিৎ রায়।

কোলকাতার মতো ঢাকাতেও বই ব্যবসা শুরু হয় বিদেশীদের হাত ধরে। আলেকজান্ডার ফারবেক নামে এক ব্যাপটিস্ট মিশনারি ১৮৪৮ সালে পুরানো ঢাকার ছোট কাটরায় একটা ছোট ছাপাখানা বসান। নাম 'ঢাকা প্রেস'। সে প্রেস থেকেই বেরোয় ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ'। তবে ঢাকায় বই ছাপার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ১৮৬০ সালে। ব্রজসুন্দর মিত্র ও ভগবানচন্দ্র বসু নামের দুজন বাঙালী একটি ছাপাখানা বসান এবং সেখান থেকে ছাপা হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। নীলদর্পণ নাটক হল বাংলার প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় । এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং প্রকাশিত হয় পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস লং এর নামে । সেই অপরাধে জেমস লং কে হাজতবাস করতে হয়। এরপরে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকায় আরও অনেকগুলি প্রেস বসে। সেই সব প্রেস থেকে পুঁথি-পুস্তক, কিচ্ছা-কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই সব পুঁথিকে কেন্দ্র করে চকবাজার ও কাছাকাছি এলাকায় গড়ে ওঠে পুঁথিপট্টি। ঢাকাতেও ছাপা হতে থাকে কোলকাতার 'বটতলার সাহিত্যে'র মতো নানা রকম বইপত্র। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর গোটা পূর্ব বাংলা নতুন করে জেগে ওঠে, সেই জাগরণের ঢেউ বাংলা বাজারেও লাগে। তবে ১৯৪৭-এর দেশভাগ বাংলা বাজারকে নতুন করে গড়ে তোলে। আগে ঢাকার ব্যবসায়ীরা কোলকাতা থেকে বই এনে বিক্রি করত। দেশভাগের পর কোলকাতা থেকে এপারে এসে দোকান খোলে মল্লিক ব্রাদার্স, ইসলামিয়া লাইব্রেরির মত অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান। পরে নওরোজ কিতাবিস্তান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরি, আল হামারা লাইব্রেরি, খোশরোজ কিতাব মহল, পুঁথিপত্রের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাবাজারে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি সময়ে ঢাকার প্রকাশনা শিল্প পেয়েছে নতুন প্রাণ। নিজস্ব সত্ত্বা। মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা সেই ১৯৭২ সালেই বীজ বপন করলেন বই মেলার। বাংলা একাডেমির বটতলায় চটের ওপর মাত্র ৩২টি বই নিয়ে সাজানো সে বইমেলার গল্প আমাদের সবার জানা। এখন সেই বইমেলা বাংলা একডেমী চত্বর ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দখল করে নিয়েছে। বইমেলাকে ঘিরে হাজার হাজার বই প্রকাশ হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার বেচাকেনা। মফস্বল শহরগুলোতেও বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। দেশের বাইরে লন্ডন, নিউইয়র্কের মতো বড় বড় শহরে আয়োজন হচ্ছে বাঙালীদের বইমেলা। ধীরে ধীরে পুরোন ঢাকার বাংলাবাজার ছড়িয়ে পড়েছে নতুন ঢাকায় নতুন আঙ্গিকে। সুপরিসর বুকক্যাফেতে এখন আড্ডা জমে পাঠক লেখকদের। পশ্চিম বাঙলাতেও এখন বাঙলা বইয়ের রমরমা অবস্থা। প্রতিবছর বইমেলা হয়। সেখানে বাংলাদেশী বই ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা প্যাভিলিওন বরাদ্দ করা হয়।

এককথায় বলা যায় ছাপা বইয়ের এখন স্বর্ণযুগ। ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রকাশনা শিল্পে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বই ছাপা, প্রচার, বিপনন, সবকিছুকেই অনেক সহজ করে তুলেছে। অনলাইনে বই বিক্রি হচ্ছে। মানুষ ঘরে বসে বই কেনার সুযোগ পাচ্ছে। তবে এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে একটা প্রশ্ন প্রায়ই সামনে এসে দাঁড়ায়। ছাপা বইয়ের দিন কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? ভবিষ্যতে ছাপা বই কি ই-বুকে লীন হয়ে যাবে? এ প্রশ্ন অবশ্যই শুধু বাঙলা বইয়ের জন্য না। বিশ্বের সকল বইয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

মানুষের পড়ন্ত যৌবনে এসে যেমন মৃত্যু চিন্তা ভর করে তেমনি বইয়ের জগতে একটি মৃত্যু ভয় ছায়া ফেলছে। মানুষের মৃত্যু পরবর্তি একটি পরলোক আছে। যে পরলোকে আমরা প্রায় সবাই বিশ্বাস করি। তা ভার্চুয়াল। আমরা দেখতে পারি না। তার সাথে আমাদের কোন সংযোগ থাকে না। বইয়ের যে ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে আমাদের সংযোগ থাকে। আমরা ইচ্ছা করলেই তা ব্যবহার করতে পারি। মানুষ তার প্রয়োজন আর সাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করেই এই পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ই-বুক বহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষকে এক বিশাল সুবিধা এনে দিয়েছে। হাতে একটা ফোন থাকলেই বইয়ের দুনিয়া হাতের মুঠোয়। তবু মানুষ ছাপা বই পড়তে চায়। নতুন বইয়ের গন্ধ, পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পড়ার মজা, বাঙালী মধ্যবিত্তের দুপুরে ভাতঘুমের আগে বই পড়া, পড়তে পড়তে বুকের ওপর বই রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সুখস্মৃতি, এই সবই ছাপা বইকে টিকিয়ে রাখবে আরও অনেক কাল। বাড়ীর ড্রয়িং রুমের বুক সেল্ফ সাজানোর জন্যও বই লাগে। লেখকরা এখনও তাদের নতুন লেখাটাকে কাগজে ছাপা বই হিসেবেই দেখতে চায়। তাছাড়া প্রকাশনা শিল্পের বিশাল জগতটাও রাতারাতি উবে যাবে না।

একথা সত্য যে, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক পুরনো জিনিস হারিয়ে যায়। যেমন ডিজিটাল ক্যামেরা আসায় কোডাক বা ফুজি কোম্পানির রোল করা ফিল্ম জিনিসটাই হারিয়ে গেছে। অথচ টেলিভিশন আসার পর রেডিও সেভাবে হারিয়ে যায়নি। অনেক কাল ধরে টিকে আছে। বইও সহজে হারিয়ে যাবে না। মানুষের আবেগ ও অভ্যাসের ওপর ভর করে বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে আরও বহুদিন। তবু যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর? ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যত বলে দেবে। আমরা বর্তমান সময়ের মানুষরা সৌভাগ্যবান যে, অ্যাকচুয়াল আর ভারচুয়াল দুটো সুবিধাই ভোগ করতে পারছি। কামনা করি বই দীর্ঘজীবি হোক। কামনা করি আগামী দিনের বইয়ের ভারচুয়াল পরকাল আরও সহজগম্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। মানুষ আরও বেশি বেশি বই পড়ুক।

অক্ষম বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের অধিকার ও সুযোগ দেয়-ADA

এইচ বি রিতা

অক্ষম বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের নিউ ইয়র্ক স্টেট ক্যারিয়ার সেন্টার এবং অন্যান্য NYSDOL(The New York State Department of Labor) অবস্থানে পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে 'রিজনেবল একোমোডেশন' এর জন্য অনুরোধ করতেপারেন।

ADE-আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট এর অধীনে রিজনেবল একোমোডেশন প্রদান করা হয়। রিজনেবল একোমোডেশন হলো একটি চাকরি, কাজের পরিবেশ, নীতি বা পদ্ধতিতে একটি পরিবর্তন যা একজন কোনো যোগ্য আবেদনকারীবা কর্মচারীকে প্রয়েজনীয় প্রোগ্রাম, কার্যকলাপ, পরিষেবা বা সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে। যদি কোনো কর্মচারি কাজকরতে গিয়ে শারীরিক সঙ্কটের সম্মূখীন হোন এবং তার পর্যাপ্ত মেডিক্যাল রেকর্ড থেকে থাকে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে কাজে নিয়োগ রাখতে রিজনেবল একোমোডেশন প্রদান করা হবে।

রিজনেবল একোমোডেশন থাকার ব্যবস্থা একজন প্রতিবন্ধী বা অক্ষম ব্যক্তিকে একটি আবেদন বা সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে এবং প্রয়োজনীয় কাজের কার্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে। ADA এটাও নিশ্চিত করে যে, একজন অক্ষম বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মতই একই অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

রিজনেবল একোমোডেশন কাজের মান পরিবর্তন করে না বা কাজ কমিয়ে দেয় না বরং একজন ক্ষম বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাজ সম্পাদন করতে বিভিন্ন অ্যাক্সেসের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতাগুলি হ্রাস বা দূর করার চেষ্টা করে।

অক্ষমতা শব্দটির অর্থ হল-শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা যা একজন ব্যক্তির জীবনের এক বা একাধিক প্রধান ক্রিয়াকলাপকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করে তোলে। যেমন: শ্বাস নেওয়া, দেখা, শ্রবণ করা, হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো, ঘুমানো, নিজের যত্ন নেওয়া। উত্তোলন, বা শেখা।

চাকরিপ্রার্থীরা 'নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারস ডিজাইনি ফর রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনস' (ডিআরএ) এবং'আমেরিকানস উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট' কোঅর্ডিনেটর (এডিএ কোঅর্ডিনেটর)-এর সাথে এখানে যোগাযোগ করে রিজনেবল একোমোডেশনের জন্য অনুরোধ জমা দিতে পারেন:

Division of Equal Opportunity Development (DEOD) , 518-457-1984 (VOICE) Or via email at deod@labor.ny.gov

আপনি যদি মনে করেন যে NYSDOL আপনাকে আপনার অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরিষেবা, প্রোগ্রাম, ক্রিয়াকলাপ বা NYSDOL সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস দিতে অস্বীকার করেছে, তাহলে আপনি 'আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিসঅ্যাক্ট(ADA)' বৈষমের অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

একটি ADA অভিযোগ দায়ের করার জন্য, আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্টের অধীনে নিম্নলিখিত সাইটটিপর্যালোচনা করুন- https://dol.ny.gov/system/files/documents/2022/07/ga-816.pdf এবং আমেরিকানস উইথডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট অভিযোগ ফর্মটি (https://dol.ny.gov/system/files/documents/2022/08/deod835.pdf) ডিওএল(DOL)-ডিজাইনি ফর রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনস' (DRA) এবং 'আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট' সমন্বয়কারীর কাছে জমা দিন। নিচে যোগাযোগের তথ্য দেয়া হলো-

DRA/ADA Coordinator Contact Information:
Email: deod@labor.ny.gov
Phone: 518-457-1984

হাতে লাগে ব্যথা রে, হাত ছাইড়া দাও সোনার দেওরা রে...

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

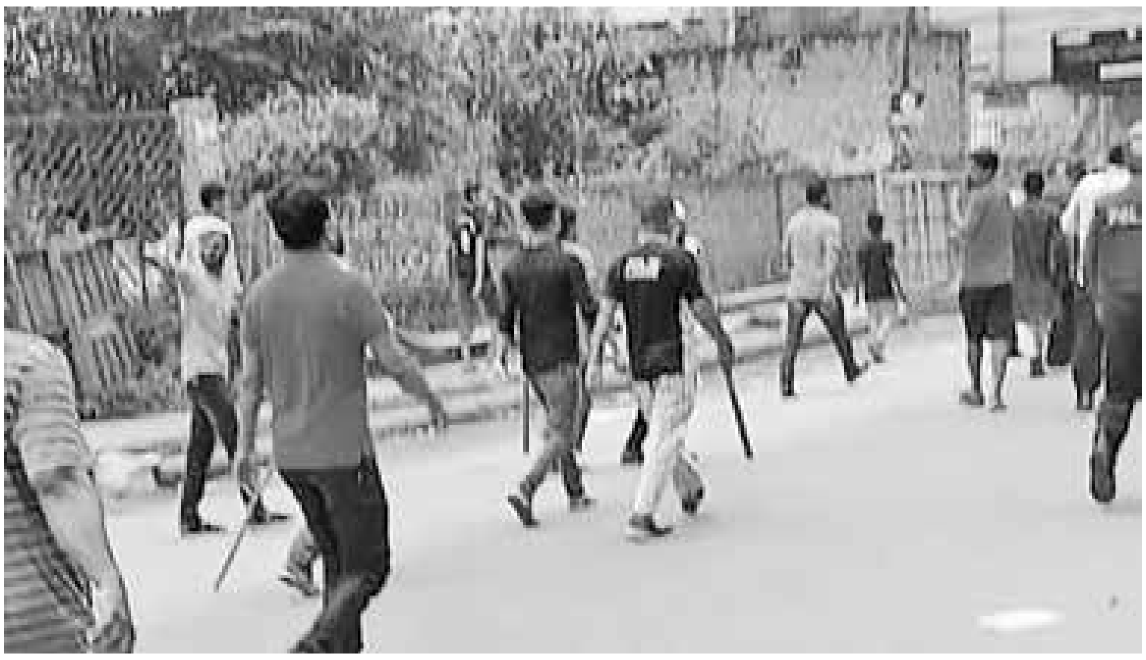

বাংলাদেশের আসছে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা সর্বত্র।

ধর্মপ্রাণ ছিলেন আমার মা। সুর করে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করতেন। ধামাইল গান, বিয়ের গানেও পটু ছিলেন আমাদের মা । তাঁর সেই সুরেলা কণ্ঠ আজও কানে বাজে। মা ও মাতৃভূমির জন্য মানুষের মন খারাপটা প্রবাসেই যেন বেশি টের পাওয়া যায়।

আমেরিকায় আসার পর নিউইয়র্কে জ্যামাইকা এভিন্যুর ১৫০ স্ট্রিটের ঘরে থাকি। প্রথম কয়েকদিনের বিভ্রান্তিকর সময়। মা সুর করে গ্রন্থ পাঠ করেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,

: দেশের কথা আস্তে আস্তে ভুলে যাও। শান্তি পাবে।

: হুম

আমার মা জীবনের শেষ দিনেও দেশের খবর নিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলা টিভি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। অন্য কারোরই এ নিয়ে কোন আগ্রহ না থাকলেও মায়ের জন্য আমরা বাংলা টিভি দেখার ব্যবস্থা করি। এনালগ যুগে দেশ ছাড়া আমার মা টিভিতে টক শো দেখেন। উৎফুল্ল হয়ে বলেন, তোমার এ বন্ধুকে আজ দেখলাম ! ঐ বন্ধুকে কাল দেখেছি।

আবুল কালাম আজাদ নামের একজন মাওলানা বাংলা টিভিতে কথা বলতেন। তাঁর অনুষ্ঠান একদম এবাদত মনে করে শুনতেন আমাদের মা। একদিন দেখি মায়ের মন খুব খারাপ।

: কী হয়েছে মা?

: মনটা খুব খারাপ ! এতদিন একটা যুদ্ধ অপরাধীর মুখে ধর্ম কথা শুনতে হয়েছে আমার !

তখন দেশে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ নামের ব্যক্তিটির নামেও মামলা হয়েছে। বিচার এড়াতে তাঁর বিদেশ পালিয়ে যাওয়ার সংবাদে তখন সয়লাব সংবাদমাধ্যম।

: এতে মন খাপার করার কী আছে মা। যুদ্ধ অপরাধীর মুখে শুনেছো বলে ধর্মের কথা তো আর মিথ্যে হয়ে যায়নি !

মা কিছু বলেন না। মহা বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত ছিলেন আমার মা। এক সন্তানহারা জননীর ঝাঁকুনি এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেশ থেকে প্রবাসেও এর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমেরিকায় তখন বেশি স্বদেশী র আগমন ঘটেনি। বয়স্ক নারীদের সংখ্যাও অল্প। বাংলাদেশি এক নারী চিকিৎসক মা'কে প্রতি সপ্তাহে বাসা থেকে এসে ড্রাইভ করে নিয়ে যান। জিজ্ঞেস করি, কোথাও যাও মা?

: মাহফিলে। ধর্মের কথা আলোচনা হয়। বিদেশের মাটিতে নিজেদের ধর্ম নিয়ে আলোচনাকে পুণ্যের কাজ মনে করে আমাদের মা কোন এক মাহফিলে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন।

কিছুদিন পর দেখি, মা আর ঐ মাহফিলে যাচ্ছেন না।

: তোমার মাহফিলের কি হলো?

: সব কয়টা বজ্জাত ! প্রথমে মাহফিলের কথা বলে আমাদের জড়ো করেছে। কয়েক সপ্তাহ পর আমার হাতে মওদুদীর বই ধরিয়ে দিয়েছে। এসব লোক আসলে জামায়াতের প্রচারণা চালাচ্ছে। বিদেশে সংগঠিত হচ্ছে। এসবে আমি নেই , না করে দিয়েছি।

একাত্তরের মহান মুক্তিযদ্ধের সময় আমার মা শরণার্থী শিবিরের মতো গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া লোকজনকে খাইয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি হিসেবে পরিচিত বাড়ির দাপুটে নারী আমার মা, দেশের প্রশ্নে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এমনই সতর্ক ছিলেন।

নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার যে শহরেই এখন যাই। খোঁজ নেই। এমন মাহফিল এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুনা, ইকনা - এসব সংগঠনের আড়ালে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামির লোকজন, মাওলানা মওদুদীর অনুয়ারীরা খুবই সংগঠিত। অনেকের ধারনাই নেই তাদের বিস্তৃতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে। গত এক দশকে দেশে জামায়াত শিবিরের রাজনীতি কঠিন হয়ে পড়ার পর প্রবাসে তাদের তৎপরতা বেড়েছে।

» বাংলাদেশের আসছে নির্বাচনে জামায়াতের ভূমিকা কেমন হবে। এরা কি বিএনপির সাথে থাকবে? না ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে আঁতাত করে কৌশলের অবস্থান নেবে? এসব নিয়ে নানা গুঞ্জন। নানা আলোচনা দেশে বিদেশে।

নিউইয়র্কে জামায়াত শিবিরের বহু লোকজন এখন 'প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট'। 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট' নামের এক উদারনৈতিক নাগরিক আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি সাবেক এক শিবির নেতা বক্তৃতা দিচ্ছে। এক আন্দোলনকারীকেও দেখলাম বাংলাদেশের সাবেক শিবির নেতাকে 'কমরেড' সম্বোধন করে জড়িয়ে ধরছে।

: কি অবস্থা ?

তিন দশক আগের ঘটনা কি মনে করতে পারলেন শিবিরের এ নেতা? মুখ ফিরিয়ে এড়িয়ে গেলেন ! গোলাম আজমের বিচার দাবীতে আন্দোলনের সময়ে হামলা। কলেজে দা কিরিচ নিয়ে মিছিল করার কথাটি হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল আমেরিকায় খোলস বদলে ফেলা এ 'কমরেডের'।

বিদেশে এসে এভাবেই অনেকের খোলস বদলায়। কেউ এমনিতেই বদলে যায়। কেউ কৌশলের জন্য নিজেকে আড়াল করে। আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশও করে। যদিও বদলায় না , দেশের প্রতি ভালোবাসা। মত ও পথের ভিন্নতা থাকলেও জন্মভূমির টান ধারণ করেই প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের জীবন যায়।

গত সপ্তাহে আটলান্টিকের সমুদ্র পাড়ে হয়ে গেলো বঙ্গ সম্মেলন। তিন দশক পর তসলিমা নাসরিনের সাথে দেখা। আমাদের প্রজন্মকে নাড়িয়ে দেয়া এক মানুষ। তাঁর কথায়, ভাবনায় সমর্থন জানানোর দরকার নেই। বিপন্ন সময়েও তাঁর পাশে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। দেশ থেকে বিতাড়িত তাসলিমার অপরাধ তাঁর লেখালেখি। লেখার জন্য একজনকে তাঁর জন্মের দেশ থেকে বঞ্চিত রাখা যায়?

তসলিমা যখন তাঁর বক্তৃতায় নিজের দেশের জন্য আকুতি জানাচ্ছিলেন, অনেকেই স্থির থাকতে পারেননি। অপরাধ করলে তাঁর শাস্তি হবে। দেশ থেকে তো তাঁকে বঞ্চিত করা যায় না। তসলিমা নাসরিন দেশে ফিরবেন কি না, দেশ তাঁর জন্য এখন হয়তো আরও বিপদজনক। হয়তো নিজেও দেশের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে যাবেন না। কিন্তু একজন তসলিমা নাসরিনকে দেশ থেকে দূরে রাখার পক্ষে রাষ্ট্র অবস্থান নিতে পারে না। দূর দেশে বসে এসব কথা আমাদের তন্ত্রীতে বাজে। তসলিমার নাসরিনের দেশে ফিরে যাওয়ার আকুতির প্রতি সংহতি জানাতে আহ্বান জানাই।

বঙ্গসম্মেলনের সাহিত্য আসরে হল ভর্তি প্রবাসী দর্শক সেদিন দাঁড়িয়ে এ আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানান। তখন

চোখে ভাসছিল, গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বাতিল ও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার ঘটনাগুলো।

সম্মেলন কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে উদাম গ্রীষ্ম বিকেলে বাড়ির পথে ফিরছি। দেখে নিচ্ছিলাম দেশের পত্রিকাগুলো। জামায়াতে ইসলামী আবার নড়েচড়ে উঠছে বা তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। নেতাদের ফাঁসি, চরম চাপের মুখেও তাঁরা যে বসে নেই ! অনেকেই বলছেন, আসছে নির্বাচন নয়, জামায়াত প্রস্তুত হচ্ছে এর পরের সময়ের জন্য। এসময়ে অন্যদের বিলীন করে দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

পত্রিকায়ই দেখলাম, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার ও আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের সম্পর্ক এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জন্ম থেকেই জামায়াতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে বিএনপি।

বাংলাদেশের আসছে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা সর্বত্র। এ নির্বাচনে জামায়াতের ভূমিকা কেমন হবে। এরা কি বিএনপির সাথে থাকবে? না ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে আঁতাত করে কৌশলের অবস্থান নেবে? এসব নিয়ে নানা গুঞ্জন। নানা আলোচনা দেশে বিদেশে। প্রবাসে জামায়াত নেতা কর্মীদের মধ্যেও এখন বেশ ফুরফুরে ভাব ! সবই সংশয়ের, সবই সন্দেহের। সবই অনুমানের।

দূর দেশ থেকে আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি। দেশেরও কেউ কি আদৌ কিছু জানেন। জিজ্ঞেস করলে শুধু, উপরের দিকে দুই হাত উঠিয়ে কাঁধ ঝাঁকি দেন। হাতের নিশানা দেখে অনুমান করার চেষ্টা করি। কারো হাত বরাবর উপরের দিকে, কারো হাত পশ্চিমে হেলানো। কারো হাত উত্তর, না হয় দক্ষিণে !

এসব ভাবনার মধ্যেই সমুদ্র পাড়ের উদাম বাতাসে বুকটায় মোচড় উঠে। জামায়াত আর দেশের প্রসঙ্গ ভুলতে গান শোনার চেষ্টা করি। স্মার্ট ফোনে টিপ দেই। বেজে উঠে,

......হাতে লাগে ব্যথা রে, হাত ছাইড়া দাও সোনার দেওরা রে.........।

নির্বাচন পূর্ব সমস্যা সমাধানে সংলাপ অতীব জরুরী

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনে সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সংলাপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্টেকহোল্ডারদের উন্মুক্ত এবং গঠনমূলক আলোচনায় জড়িত হওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ধারণা, উদ্বেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করার জন্য একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে, পক্ষগুলো একে অপরের অবস্থানগুলিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে এবং সাধারণ ভিত্তি খোঁজার দিকে কাজ করতে পারে। এটি মেরুকরণ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং রাজনৈতিক অভিনেতাদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার বোধ গড়ে তুলে ।

দ্বিতীয়ত, সংলাপ চাপের সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধান গুলি সনাক্তকরণ এবং অন্বেষণের অনুমতি দেয়। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রায়শই বিভিন্ন স্বার্থ এবং নীতি ও শাসন নিয়ে মতবিরোধ থেকে উদ্ভূত হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, দলগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে সংলাপ করতে পারে, সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে আলোচনা করতে পারে, এবং উদ্ভাবনী পন্থা অন্বেষণ করতে পারে যা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের উদ্বেগের সমাধান করতে পারে। এই সহযোগিতামূলক সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়া পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বাড়ায় "সংলাপ" যা সমগ্র জাতিকে উপকৃত করে।

সংলাপ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রচার করে। উন্মুক্ত আলোচনা জনসাধারণকে ধারণা এবং তর্কের বিনিময় প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেয়, তাদের রাজনীতিবিদদের অবস্থান এবং কর্মের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে সক্ষম করে। যখন রাজনৈতিক বিরোধ গুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, তখন এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি নাগরিকের আস্থাকে ও জোরদার করে।

সংলাপ শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। সংলাপকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক নীতি এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে পারে। গঠনমূলক কথোপকথনে নিযুক্ত হওয়া শুধুমাত্র বোঝাপড়া এবং সহনশীলতাকে উন্নীত করে না বরং ভোটারদের জন্য একটি ইতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করে, তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় জ্ঞাত নির্বাচন করতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনে সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বোঝাপড়া, সমস্যা-সমাধান, স্বচ্ছতা এবং শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণকে সহজতর করে, শেষ পর্যন্ত আরও সুরেলা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের জন্য পথ প্রশস্ত করে। সংলাপ আলিঙ্গন করে, রাজনৈতিক অভিনেতা দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গির দিকে কাজ করতে পারে এবং একটি মসৃণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পারে।

এখানে রাজনৈতিক সংলাপ অপরিহার্য হওয়ার কিছু মূল কারণ রয়েছে:

বোঝাপড়া বাড়ানো: রাজনৈতিক সংলাপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের একত্রিত হতে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে দেয়। এটি একে অপরের অবস্থান সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার জন্য সাহায্য করে, যা চুক্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ঐকমত্য গড়ে তোলা: উন্মুক্ত এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে ভাগ করা স্বার্থ এবং অভিন্ন লক্ষ্য চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলার মাধ্যমে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা সহজ হয় যা সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে শক্তিশালী করা: রাজনৈতিক সংলাপে যুক্ত হওয়া গণতান্ত্রিক নীতি গুলি প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে, সহনশীলতা, অন্তর্ভুক্তি এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা সহ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অনুশীলন প্রচার করে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এড়ানো: নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ অস্থিতিশীলতা, বিক্ষোভ এবং সম্ভাব্য সহিংসতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। একটি দৃঢ় এবং প্রকৃত রাজনৈতিক সংলাপ প্রক্রিয়া উদ্যোগগুলোকে মোকাবেলা করে এবং বিরোধের আরও শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

বৈধতা বৃদ্ধি করা: একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, একটি নির্বাচনের বৈধতা এবং পরবর্তী সরকার প্রধান রাজনৈতিক অভিনেতাদের দ্বারা প্রক্রিয়াটির গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক সংলাপে জড়িত হওয়া নিশ্চিত করে যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, যার ফলে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা বৃদ্ধি পায়।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা: কার্যকর রাজনৈতিক সংলাপ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কে উৎসাহিত করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করে। এটি, পরিবর্তে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থিতিস্থাপকতা এবং স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে।

জনসাধারণের অংশগ্রহণ কে উৎসাহিত করা: রাজনৈতিক দলগুলো যখন সংলাপে লিপ্ত হয়, তখন তারা তাদের ভোটারদের উদ্বেগ ও পছন্দের কথা শোনার আগ্রহ দেখায়। এই সম্পৃক্ততা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থায় বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে পারে।

ব্যবহারিক সমাধান খোঁজা: রাজনৈতিক সংলাপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রযুক্তিগত এবং যৌক্তিক দিক, যেমন নির্বাচনী আইন, ভোটার নিবন্ধন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়।

জাতীয় ঐক্যের প্রচার: রাজনৈতিক সংলাপে যুক্ত হওয়া জাতীয় ঐক্য এবং উদ্দেশ্যের বোধকে উন্নীত করে, কারণ এটি দলগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত এজেন্ডাগুলো উপর জাতির স্বার্থে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে।

দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত প্রতিরোধ: রাজনৈতিক সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তোলা ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব ও চ্যালেঞ্জের নজির তৈরি করে। রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলো যখন গঠনমূলক সংলাপে নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক হয়, তখন তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ইতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সংলাপ একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার সহজতর করে , ঐকমত্য গড়ে তুলতে এবং গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে উৎসাহিত করবে , যা শেষ পর্যন্ত আরও স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দিকে পরিচালিত করবে । সংলাপ প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল পক্ষের আন্তরিকতা, সমঝোতার ইচ্ছা এবং জাতির গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

লেখক: একজন মুক্তিযোদ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফ্যাকাল্টি সদস্য, সভাপতি, বাংলাদেশ উত্তর আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক, আহ্ববায়ক বাংলাদেশ নর্থ-আমেরিকান নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হাব ও কানাডার বাসিন্দা।

উৎসব
পরিবেশ মেলা
২২ জুলাই, ২০২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৩টা - রাত ১১টা
(170-45 84th Avenue, Jamaica, NY 11432, USA)
বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা
শামীম আল আমিন
এর সঞ্চালনায়
বিশেষ টকশো
২২ জুলাই, শনিবার, ২০২৩
মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে
Website: https://ben-global.net/; Facebook: https://www.facebook.com/groups/BangladeshEnvNetwork;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bangladesh-environment-network-ben/
Twitter: https://twitter.com/BDEnvNetwork
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
ben-global.net

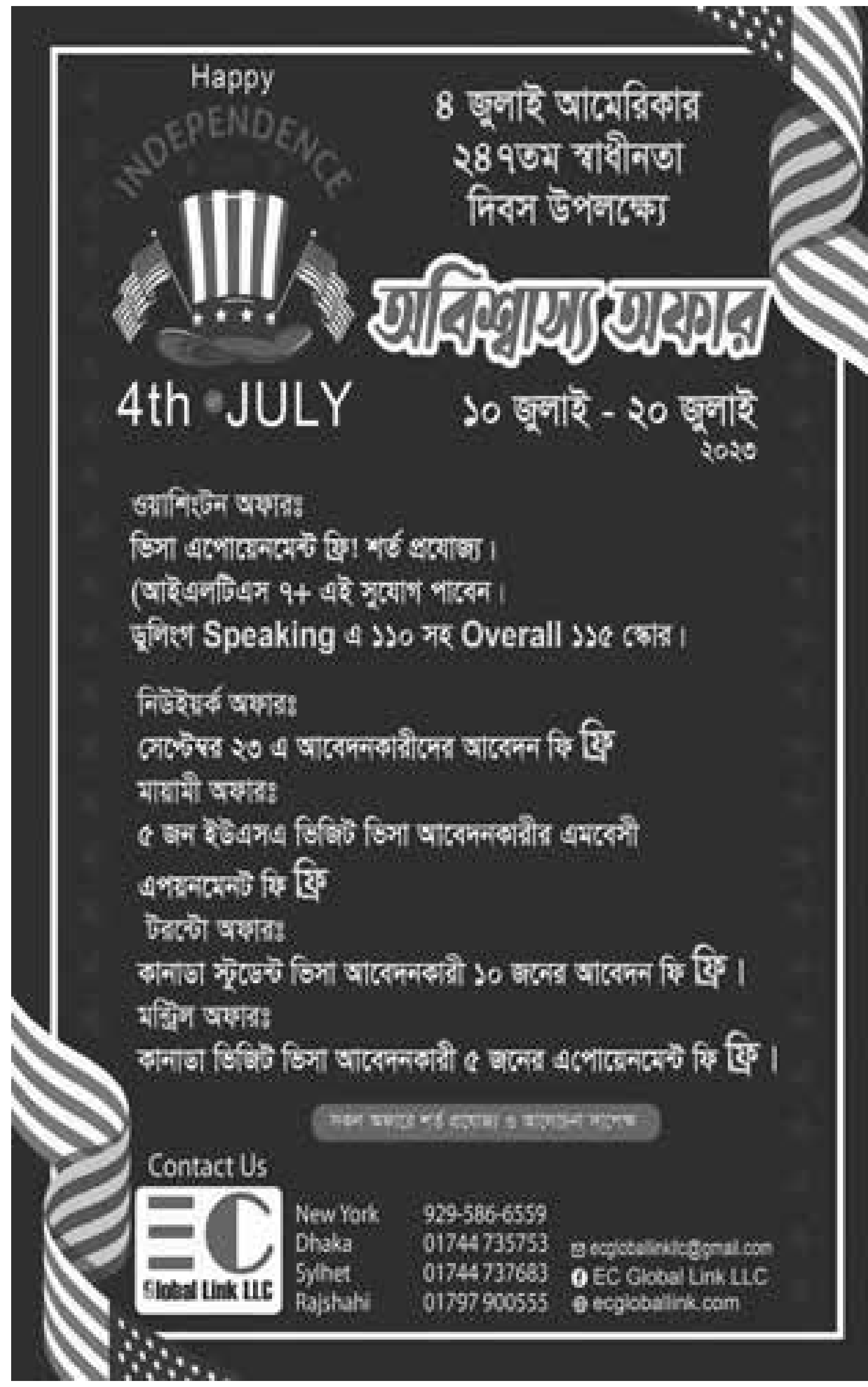
Happy
INDEPENDENCE
৪ জুলাই আমেরিকার
২৪৭তম স্বাধীনতা
দিবস উপলক্ষ্যে
অবিশ্বাস্য অফার
4th JULY
১০ জুলাই - ২০ জুলাই
২০২৩
ওয়াশিংটন অফারঃ
ভিসা এপোয়েনমেন্ট ফ্রি! শর্ত প্রযোজ্য।
(আইএলটিএস ৭+ এই সুযোগ পাবেন।
ডুলিংগ Speaking এ ১১০ সহ Overall ১১৫ স্কোর।
নিউইয়র্ক অফারঃ
সেপ্টেম্বর ২৩ এ আবেদনকারীদের আবেদন ফি ফ্রি
মায়ামী অফারঃ
৫ জন ইউএসএ ভিজিট ভিসা আবেদনকারীর এমবেসী
এপয়েনমেন্ট ফি ফ্রি
টরন্টো অফারঃ
কানাডা স্টুডেন্ট ভিসা আবেদনকারী ১০ জনের আবেদন ফি ফ্রি।
মন্ট্রিল অফারঃ
কানাডা ভিজিট ভিসা আবেদনকারী ৫ জনের এপোয়েনমেন্ট ফি ফ্রি।
Contact Us
EC Global Link LLC
New York 929-586-6559
Dhaka 01744 735753
Sylhet 01744 737683
Rajshahi 01797 900555
ecgloballinkllc@gmail.com
EC Global Link LLC
ecgloballink.com

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates
KUWAIT
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বাংলাদেশ সোসাইটি অব লং আইল্যান্ড নিউইয়র্ক’র অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা অফিস

৯ জুলাই রোববার জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে বাংলাদেশ সোসাইটি অব লং আইল্যান্ড নিউইয়র্ক’র অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান। নুতন কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলী, সহ সভাপতি মো. এম রহমান, রাজিবুল আলম, সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন সায়েম, সহ সাধারণ সম্পাদক ইমমাইল হোসেন, সৈয়দ আবুল কাসেম, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ ফখরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ কামরুজ্জামান জুবেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কিউ জয়, প্রচার সম্পাদক ইফজাল আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তামান্না কে লুদি, ক্রীড়া সম্পাদক বদরুল আলম সজিব, সমাজ সেবা সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সেলিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দা হ্যাপী, কার্যকরী সদস্য সৈয়দ তাহীদ, মানিক মিয়া, বশির হুসেন, মাহবুব খান, সাবরিনা রহমান, মহসনি মিয়া, সৈয়দ সাহান আহমেদ ও মো. ফারুক।

অনুষ্ঠানে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ সিদ্দিকুল হাসান, তোজাম্মেল হুসেন, জালাল উদ্দিন, মামুনুর রশীদ শিপু, শাহান খান প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন সায়েমের পরিচালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিষিক্তদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

নতুন কমিটির সদস্যরা দেশ ও প্রবাসে মানুষের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করেসংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলী এবং সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন সায়েম প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অতিথিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষঠানের শেষে ছিলো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, রোখশানা মির্জাসহ অন্যান্যরা।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব লং আইল্যান্ড নিউইয়র্ক’র অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী

বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৯ জুলাই রোববার বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি বার্ষিক বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রঙ্কসের গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে। স্বপরিবারে অংশ নিয়ে বনভোজনকে মিলনমেলায় পরিণত করেছেন বিশ্বনাথ প্রবাসীরা।

সকালের নাস্তা খাওয়া দিয়ে শুরু বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অতিথিদের সাথে নিয়ে। দিনব্যাপি বনভোজনে মজাদার খাবার, বিভিন্ন খেলা-ধূলা ছাড়াও বিশেষ আর্কষণ ছিল র‌্যাফেল ড্র।

সংগঠনের সভাপতি সেবুল খান মাহবুবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন আহমেদের পরিচালনায় বনভোজন অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনায় ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আজাদুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আদনান, খসরু আহমেদ, সদস্য সচিব মাসুম আহমেদ, যুগ্ম সদস্য সচিব হীরা মিয়া, সদস্য আব্দুল মনাফ ও কবির আহমেদ ফারুক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ, আলমাস আলী, মখন মিয়া, হাজি মনির আহমেদ, মোহাম্মদ এহিয়া মেন্দী, সালিক সিকদার, ওলিউর রহমান ও মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবদুস শহীদ, শাহীন কামালী, মইনুল ইলাম, সিপিএ জাকির চৌধুরী, কাওছারুজ্জামান কয়েস, আবদুল হাসিম হাসনু, মোহাম্মদ আলী, রিয়াজ উদ্দিন কামরান, আমিনুল ইসলাম, তোজামুল হোসেন, আবুল কাশেম, জালাল চৌধুরী, কাজী এনাম, জামাল আহমেদসহ সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা। প্রবাসী বিশ্বনাথবাসী ছাড়াও বাঙালী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহ-সভাপতি তৌফিকুর রহমান ফারুক ও মো. আবুল আলম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আযম আলী, সহ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ আলকাস মিয়া, কর্মকর্তা লিয়াকত আলী, মাসুক আহমেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সভাপতি উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ, আলমাছ আলী, মখন মিয়া, হাজি মনির আহমেদ, মোহাম্মদ এহিয়া মেন্দী, সালিক সিকদার, মুফতি লুৎফুর রহমান কাসেমী, ওলিউর রহমান, আব্দুল খালিক, তৈয়বুর রহমান, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, আমিরুল ইসলাম হিরন মিযা, আব্দুল বারী সিকদার, আব্দুল রাজ্জাক, এমএ কুদ্দুস, শমসীদ খান, আতাউল গনি আসাদ, লোকমান আহমেদ, লিটন শাহরিয়ার, ওয়াব আলী, গোলাম মোস্তফা, ইউনুস আলী, শেখ নজরুল ইসলাম, রফিক আলী, মাওলানা সাইদুর রহমান, বাবুল খান, বাবুল উদ্দিন ও নিজামুল ইসলাম।

শেষে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারি এবং র‌্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে বনভোজন উৎসব শেষ হয়।

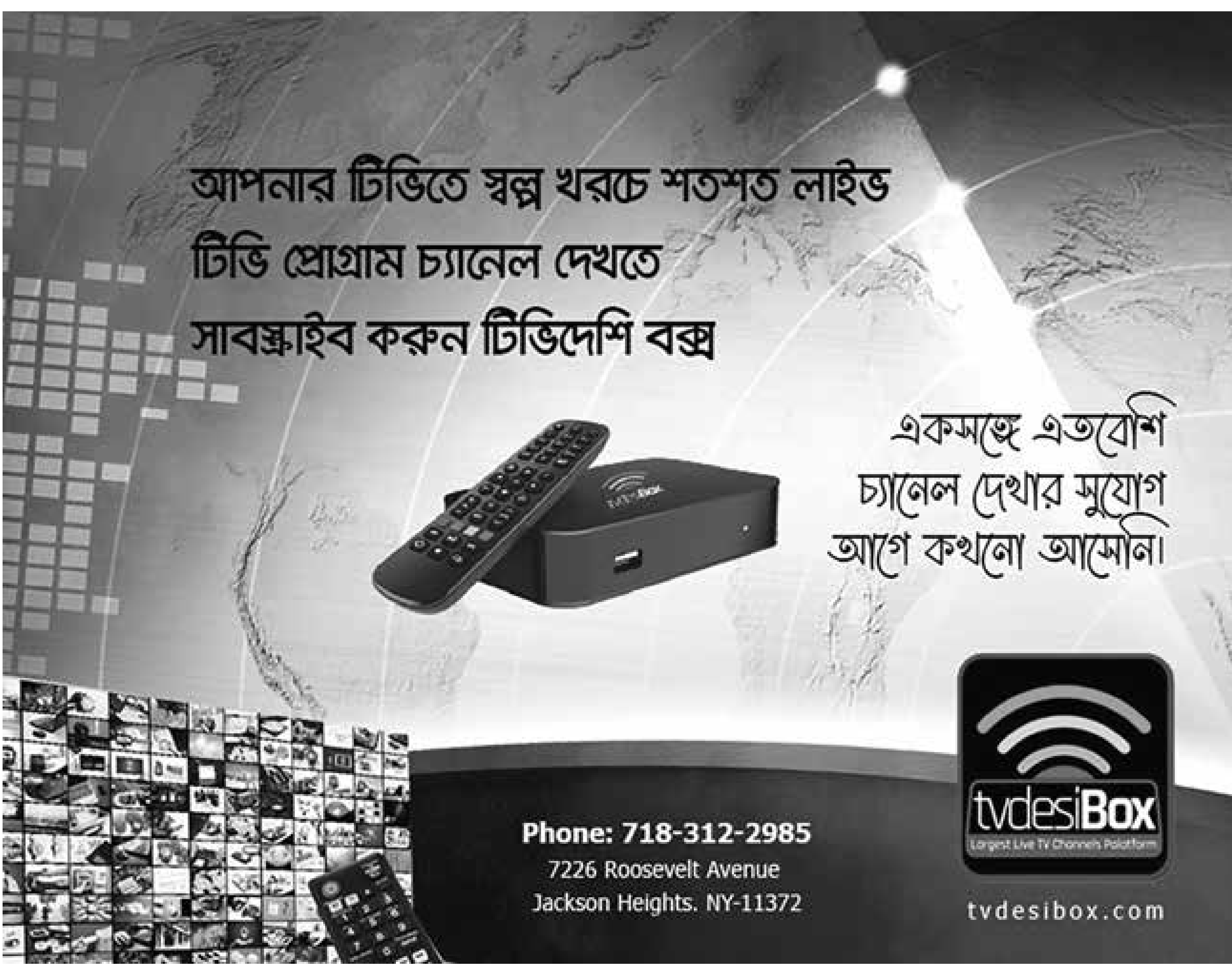

মার্কিন আইনপ্রণেতারা বিএএসজের মেলার সাফল্য কামনা করেছেন

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্র্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ‘বাংলাদেশ মেলা’ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ জুলাই, মঙ্গলবার। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে)র উদ্যোগে ওইদিন সেন্ডসক্যাসেল স্টেডিয়াম এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলবে ‘বাংলাদেশ মেলা’র কার্যক্রম।

বাংলাদেশ মেলার সাফল্য কামনা করেছেন নিউজার্সি রাজ্যের এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান , আটলান্টিক সিটির মেয়র মারটি স্মল সিনিয়র, আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ এরিক শেফলার, আটলান্টিক সিটির কাউন্সিল সভাপতি অ্যারন রেনডলফ, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

তাঁরা সবাইকে বাংলাদেশ মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তাঁদের সাথে মিলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি উপভোগ করা, খাবারদাবারের স্বাদ গ্রহন সহ বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ।

আটলান্টিক সিটির মাননীয় মেয়র মারটি স্মল তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেছেন, আগামী ১১ জুলাই, মংগলবার আটলান্টিক সিটির অধিবাসীদের জন্য খুশির দিন, কারন এদিন বিএএসজের উদ্যোগে “বাংলাদেশ মেলা” অনুষ্ঠিত হবে এবং তা সফল করতে তাঁর প্রশাসন সর্বাত্নক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশ মেলা উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় বাংলাদেশ মেলার সাফল্য কামনা করে বাণী দিয়েছেন মার্কিন সিনেটর করি বুকার, কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ, নিউ জার্সি রাজ্যের গভর্নর ফিল মারফি, লে. গভর্নর শীলা অলিভার, নিউজারসি রাজ্যের সিনেটর ভিন্স পলিসতিনা প্রমুখ ।

বাংলাদেশ মেলায় সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রবি চৌধুরী, রিজিয়া পারভীন সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। তাছাড়া মেলায় পরিবেশিত হবে আবৃত্তি, নৃত্য। এছাড়া থাকবে রকমারী স্টলসহ ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি পণ্যের সমাহার। মেলায় আরো থাকবে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। বাংলাদেশ মেলায় প্রবাসী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হবে এবং আইভি লীগে ভর্তির সুযোগ পাওয়া কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

বিএএসজের কর্মকর্তারা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে বাংলাদেশ মেলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

২৩ জুলাই জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতির বার্ষিক বনভোজন

আটলান্টা প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের মানুষের প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া বা জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতির বার্ষিক বনভোজন ২৩ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হবে।

সদ্য নির্বাচিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার জনসংযোগ সম্পাদক ইঞ্জি: মাহবুব আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানান, অ্যাসোসিয়েশন এবারের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে জর্জিয়ার গেইন্সভিলে ডন কার্টার ষ্ট্রেট পার্কে। ইতিমধ্যেই বনভোজন আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বনভোজন স্থলে যাতায়াতের জন্য আয়োজক কর্তৃপক্ষ পরিবহনের কোন ব্যবস্থা করবে না। নিজ নিজ পরিবহনে বনভোজনের স্থলে পৌঁছতে হবে । ম্যাপ এবং ডাইরেকসনের জন্য সামাজিক মাধ্যমে ফেসবুকে ইতিমধ্যে পোস্ট দেয়া হয়েছে । প্রয়োজনে জনসংযোগ সম্পাদক ইঞ্জি: মাহবুব আহমেদ মোবাইল ৬৭৮.৮৬৫.০৫৪৫, সভাপতি মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া মোবাইল ৪০৪.২০২.৬৪৮৫ , সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলি খান লোদী মোবাইল ৭৭০.৩০৯.৭৭৭৭ । এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বনভোজনে আমেরিকা ও বাংলাদেশি মুখরোচক খানাপিনার সাথে থাকবে খেলাধুলা, সাঁতার , স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান , শিশু মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগীতাসহ নানান আয়োজন । অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জর্জিয়া প্রবাসী সকল বাংলাদেশিকে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে বনভোজন উপভোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বনভোজনের সময় সুচী বেলা ১২ টা থেক সন্ধ্যে ৭।

তরুণ সংগীত শিল্পী স্বপ্নীল সজীবের একক সংগীত সন্ধ্যা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২৮ জুলাই শুক্রবার স্প্রিংফিল্ড, ভার্জিনিয়ার হলিডে ইন হোটেলে দুই বাংলার শ্রোতাপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী স্বপ্নীল সজীবের একক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা থেকে রাত ১১ অবধি চলবে সংগীতানুষ্ঠান। মেট্রো ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন দ্রুপদ, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ও বেস্ট এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যে কেউ আসতে পারে প্রবেশ ফির মাধ্যমে। তিন সংগঠনের কর্ণধার হিরণ চৌধুরী, আবু রুমি ফয়সাল কাদের যৌথভাবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।

স্বপ্নীল সজীব নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী দুই বাংলায় সমান জনপ্রিয়। কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেল শহর কতৃক বছরের সেরা রবীন্দ্র শিল্পী মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেট অব এক্সিলেন্স -এ ভূষিত হয়েছেন।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত দিতে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্য স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

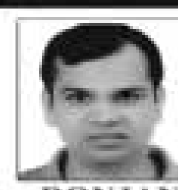
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোনো বয়সের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, সোল্ডারের ব্যাথা, মাজার ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোনো রোগীকে আপনি সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

জেড প্রজন্মকে ওবামা দিলেন গোপন সূত্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বারাক ওবামা

জেড প্রজন্ম' বা 'জেনারেশন জেড' তাদেরকে বলা হয় ১৯৯৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যাদের জন্ম। এই সময়ের মধ্যে জন্ম নেওয়া তরুণ-তরুণীরাই এখন কর্মক্ষেত্রে নতুন কর্মী হিসেবে প্রবেশ করছেন, কেউ কেউ শিগগির প্রবেশ করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চাকরিতে সফল হতে নতুন এই প্রজন্মকে কিছু গোপন সূত্র দিয়েছেন। তাঁর মতে, চাকরিতে সফল হতে কর্মীকে অবশ্যই কোনো সমস্যার ভালো সমাধানকারী হতে হবে।

এ বিষয়ে এবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ক্যারিয়ারবিষয়ক ওয়েবসাইট লিংডইনের 'দিস ইজ ওয়ার্কিং' পডকাস্টে নতুন প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন ওবামা। সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, 'মহামারি কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো অর্থনীতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও নতুন কর্মীদের তাতে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

এটা ঠিক যে জেড প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা নতুন কর্মী হিসেবে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন, তত দিনে করোনা মহামারি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে বিশ্বজুড়ে। এই প্রজন্মের অনেকেই তাই চাকরির শুরুতেই আধা হাইব্রিড এবং রিমোট অবস্থায় কাজ করার মুখোমুখি হয়েছেন।

ওবামা বলেন, 'নতুন তারুণ্যকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপদেশটি আমি দিতে চাই তা হলো—কীভাবে কাজটিকে সুসম্পন্ন করা যায় শুধু তা-ই শিখুন। আমি সব সেক্টরেই দেখেছি, এমন মানুষ আছেন যাঁরা সমস্যাগুলোকে ভালোভাবে বর্ণনা করতে পারেন, আবার অনেকেই আছেন যাঁরা সমস্যার কারণগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু সব সময় আমি এমন কাউকে খুঁজে বেড়াই—সমস্যা ছোট কিংবা বড় যা-ই হোক না কেন—সে বলবে, বিষয়টি আমাকে সামলাতে দিন।'

সমস্যা যা-ই হোক না কেন, আমি তা সমাধান করতে পারব'—এমন মানসিকতা কোনো কর্মীকে তাঁর সহকর্মীদের তুলনায় আরও বেশি গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। 'বিষয়টি কোনো প্রতিষ্ঠানের নজর এড়াবে না, কথা দিলাম', সবশেষে বলেন ওবামা।

সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নাসির উদ্দিন খানকে নাগরিক গন সংবর্ধনা

নিউইয়র্কে সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির খান সংবর্ধিত

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কে সফররত সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান বলেছেন বর্তমান সরকারের সময়েই সবচেয়ে বেশী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সিলেট বিভাগে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সিলেটের উন্নয়নে সবসময় আন্তরিক বলেই ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ছয় লেইনে উন্নীত করন,ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আধুনিক টার্মিনাল নির্মাণ সহ অসংখ্য উন্নয়ন মুলক কাজ চলমান রয়েছে। তিনি

গত ৯ই জুলাই রবিবার ওজনপার্কে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসী কতৃক তাকে দেওয়া নাগরিক গন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।দেশী সিনিয়র সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইনক আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান।মোস্তফা কামাল,আবদুল আলিম ও সরওয়ার হোসেনের পরিচালনায় অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক

সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা,জালালাবাদ এসোসিয়েশন ট্রাস্টী ছদরুল নুর, বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বদরুল হক,বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুল মান্নান,আজিজুর রহমান বুরহান,যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন,আব্দুর নুর হেলাল, ডাঃমাহফুজুর রহমান খালেদ,সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান খামরুজ্জামান চৌধুরী।

প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ আসন গ্রহণের পর পবিত্র কুরআন তেলাওাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়।কুরআন তেলাওাত করেন ফজলুর রহমান।এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশগত হয় এবং সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট

দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।প্রধান অতিথির উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন সারওয়ার হোসেন।প্রধান অতিথি এডভোকেট নাসির খানকে বিয়ানীবাজার উপজেলার বিভিন্ন সংগঠন ফুল দিয়ে বরন করে নেন।জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইনক আমেরিকার সহসভাপতি শফি উদ্দিন তালুকদার ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের নেতৃত্বে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা,নিউইয়র্ক স্ট্রেট আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শেখ আতিক,সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা শেখ মখলু,ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত,যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সভাপতি মেজবাহ আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহান আহমেদ টুটুল,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান সহ অনেকেই।

নিউইয়র্কে 'সুড়ঙ্গ'

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী শুক্রবার ২১ জুলাই জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমায় নিউ ইয়র্ক বাসিদের অনেক প্রতীক্ষার অবসান হচ্ছে । মুক্তি পাচ্ছে রায়হান রাফীর "সুড়ঙ্গ"। সুড়ঙ্গ ২০২৩ সালের বাংলা ভাষার বাংলাদেশী চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আফরান নিশোর বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে। নিশোর বিপরীতে অভিনয় করেছেন তমা মির্জা।

পরিচালক রায়হান রাফী জানান, 'পৃথিবী এখন গল্পনির্ভর কনটেন্ট এন্টারটেইনিংভাবে উপস্থাপন এবং শিল্পীদের উপযুক্ত অভিনয় দেখতে চায়। যার সব উপকরণ "সুড়ঙ্গ"-এর মধ্যে আছে। এই ছবি নিয়ে রুপালী পর্দায় উপস্থিত হবেন আপনাদের প্রিয় নায়ক - আফরান নিশো, তমা মীর্জা , শহিদুজ্জামান সেলিম সহ আরো অনেকে।

লোভ, বিশ্বাসভঙ্গ, বিচ্ছেদ, অপরাধ, হত্যা—সবকিছুর নেপথ্যে একটাই কারণ, টাকা। রায়হান রাফির 'সুড়ঙ্গ'র গল্পকে একটা বাক্যে তুলে ধরতে বললে হয়তো এভাবেই বলতে হবে। এটা প্রেম, রোমাঞ্চ, গান, কমেডি, অ্যাকশন—সব মিলিয়ে পুরোদস্তর বাণিজ্যিক সিনেমা। সিনেমায় আফরান নিশো ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, মোস্তফা মন্‌ওয়ার, মনির আহমেদ, অশোক ব্যাপারী প্রমুখ। একটি আইটেম গানে দেখা গেছে নুসরাত ফারিয়াকে। ছবিটির পেমেন্ট পার্টনার বিকাশ, এন্টারটেইনমেন্ট পার্টনার টিকটক ও মার্চেন্ডাইজ পার্টনার দারাজ। বায়োস্কোপ এর সিও রাজ হামিদ সবাইকে "সুড়ঙ্গ" দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুষ্টিয়া জেলা সমিতির বনভোজন ও মিলন মেলা ২ জুলাই রোববার লংআইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান ট্রাষ্টী বোর্ড সদস্য , উপদেষ্টামন্ডলী , কার্যকরী কমিটি , বনভোজন কমিটি সহ সকল অতিথিদের নিয়ে বেলুন উড়িয়ে বনভোজন উদ্বোধন করেন । এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাষ্টী বোর্ডের সদস্য মোঃ গিয়াস উদ্দীন , প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্, রাশেদুল আলম , মোঃ সাজেজুল ইসলাম সুজন , মাসুদুল ইসলাম লিপু , এছাড়া উপদেষ্টা মন্ডলীদের মধ্য নাজমুল আহসান দুলাল, ডাঃ মোঃ আমান উল্লাহ , মোঃ আবুতালেব , রফিক আহম্মেদ মিলু ,রোমিও রহমান , খন্দকার আমিরুল ইসলাম, ।অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্‌জিনিয়ার আব্দুল খালেক ডিরেক্টর মিলেনিয়াম AQটিভি, মোঃ মফিজুল ইসলাম ব্লু গ্রিন ইনসুরেন্স , কারিউম কাইছার (কাইছার টেক) মোঃ জাফর আহম্মেদ ।এছাড়া সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম , বনভোজন ও মিলন মেলার আহ্বায়ক মোঃ কামরুজ্জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুহেনা মোস্তফা কামাল রয়েল , মোঃ জনিরুল ইসলাম , সদস্য সচিব মোঃ আব্দুল্লাহ যুবায়ের , যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃসাজিদ হোসান প্রলয় , প্রধান সমন্বয়কারী তৌয়ুবুর রহমান , যুগ্ম সদস্য সচিব কারিবুল ইসলাম , মহিলা সম্পাদক আম্বিয়া অন্তরা , আসিফ ইকবাল সন্‌চয় , আবদুল মতিন,সহ সভাপতি শরিফুল করিম চৌধুরী, রওশন পারভীন,মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন মনজু,,মোঃ আরিফুজ্জামান,সাদেকুল আওয়াল, মফিজুল ইসলাম শুভ, শাহানারা খাতুন প্রমুখ।

নায়াগ্রা ভ্রমণ

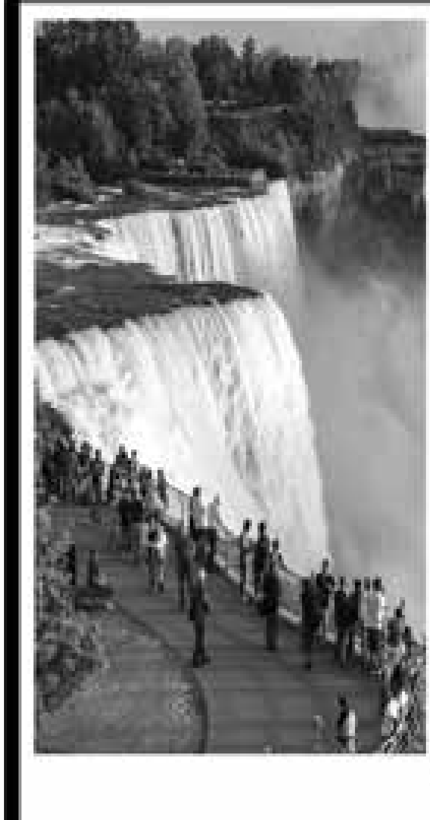

তারিখঃ
২৩ ও ২৪ জুলাই
(রবি ও সোমবার)

থাকার স্থান
কোয়ালিটি হোটেল এন্ড সুইটস্
240 Street, Niagara Falls, NY 14303

গাড়ী ছাড়ার স্থানঃ
সকাল-৭টা
(জ্যাকসন হাইটস ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে)
সকাল-৮টা
(পার্কচেস্টার খলিল বিরিয়ানী হাউসের সামনে)

মাথা পিছু - ২৮৫ ডলার (এডাল্ট)
ছোটদের - ২৬৫ ডলার
(লাক্সারি বাসে আসা যাওয়া এবং হোটেল অন্তর্ভুক্ত)

যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ইনক
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com
63 Metropolitan Oval, Suite # 6E, Bronx, NY 10462

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891

- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING

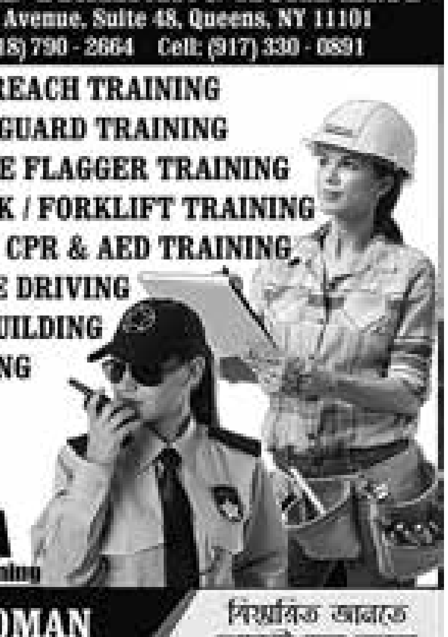

DCJS Approved
OSHA Authorized Training

MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL

সিমুয়িত আসনে আজই কল করুন

আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

জেমসে কাঁপলো স্যাক্রামেন্টো

সাঈদা লতা

বৃহত্তর স্যাক্রামেন্টোতে বাংলাদেশী অভিবাসীদের বাসস্থান ৩ দশকের বেশি হলেও, এই তিন দশকে বৃহত্তর স্যাক্রামেন্টোতে কোন বাংলাদেশী কনসার্টের আয়োজন করা হয়ে উঠেনি, কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতার সংখ্যা শুধু কম নয়, সেই সাথে আছে শিল্পীর ব্যয়ভার এবং অন্যান্য লজিস্টিকস। কিন্তু বে এরিয়াতে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় সম্প্রদায় অনেক পুরানো এবং বড় বলে বিভিন্ন সংগঠন বে এরিয়া, ওকল্যান্ড এবং সানফ্রান্সিসকোতে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে । আমার হাসব্যান্ড এবং আমি কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্যে ১০০ মাইলের বেশি ড্রাইভ করে যেতেও কোনো সময় দ্বিধা করি না - এবং আমার মনে হয় প্রবাসে থাকি বলে দেশের সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার আমাদের এই প্রয়াসটা হয়তোবা একটু বেশিই, তাছাড়া এসব সঙ্গীত, নাটক, কবিতা আবৃত্তি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গেলে দূর-দূরান্তের বন্ধুদের সাথেও দেখাসাক্ষাৎ হয়, সুভেচছা বিনিময় করার সুযোগ পাওয়া যায়।

কমিউনিটিতে কোনো বড় ধরণের কনসার্ট বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়জন হয়নি বলে, ছোট করে অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে কখনোই বিরত থাকিনি। আমি গত কয়েক বছরে সংস্কৃতিমনা কিছু বন্ধুদের সহায়তায় আমাদের বাড়ীতে কিছু ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে - বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী শিমুল মুস্তাফার একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান, ঋতুরাজ এবং প্রয়াত পৃথ্বীরাজ - এর সংগীত সন্ধ্যা, জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী লিলি ইসলাম এর একক সংগীত সন্ধ্যা এবংএকুশে পদকে ভূষিত বাংলাদেশী বংশীবাদক ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম এর একক বাঁশিসন্ধ্যা উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এবারে ৯ জুলাই রোববার সন্ধ্যায় বৃহত্তর স্যাক্রামেন্টোতে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হলো - প্রথম বারের মতো বাংলদেশী কনসার্ট এবং সেই কনসার্টের শিল্পী ছিলেন বাংলাদেশ এবং বলিউড খ্যাত কিংবদন্তি নগর বাউল জেমস। এই অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বে এরিয়াতে বসবাসকারী বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংস্কৃতিমনা হেলাল চৌধুরী, যিনি হিউম্যানিটি বিয়ন্ড বেরিয়ারস - এইচবিবি (Humanity Beyond Barriers - HBB) এর ব্যানারে এবং সহযোগিতায় এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনের পদক্ষেপ নেন। এখানে উল্লেক্ষ্য যে হেলাল এইচবিবির একটা প্রজেক্টের সাথে বাংলাদেশে কাজ করছেন এবং এই অনুষ্ঠানের উদৃত টাকা তিনি তাঁর প্রজেক্টে খরচ করবেন বলে আশ্বাস রাখছেন।

প্রখ্যাত সমাজসেবী মিসেস সিতারা খান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি জেমস-এর কনসার্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করেছেন বলে তার মতামত শেয়ার করেন। মিসেস খান আরও বলেন যে HBB যেভাবে ভাল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার এত দর্শক-শ্রোতাকে একই ছাদের নীচে নিয়ে এসেছে তা দেখে তিনি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছেন।

বাফা'র বাংলাদেশ নাইট কালারস অব রিদম

উত্তর আমেরিকা অফিস

পার্কচেস্টার কন্ডমোনিয়ামের সৌজন্যে ১১ জুলাই মঙ্গলবার কর্মমুখর দিনশেষে গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের স্থানীয় পার্কচেস্টার ওভালে একটি বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা)।

বহুমুখী জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল নিউইয়র্কে বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক স্রোতধারায় স্বজাতির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি তুলে ধরার প্রয়াসেই আয়োজিত হয় ”বাংলাদেশ নাইট কালারস অব রিদম” নামক এক চমৎকার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। যার মূল ভাবনা এবং নৃত্য পরিচালনার ভূমিকায় ছিলেন মার্জিয়া স্মৃতি এবং গীটার ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন এ এফ এম আফতাবুজ্জামান স্পন্দন।

শামীমআরা বেগম এর সপ্রতিভ সঞ্চালনায় আবহমান বাংলার প্রাণস্পর্শী এই মনোরম আয়জনের মধ্যে ছিল পুঁথিপাঠ, জনপ্রিয় বাংলা গান, গীটার ড্রাম কীবোর্ডের সাঙ্গীতিক সুর-মুর্ছনা, এবং চিত্তাকর্ষক ঐতিহ্যবাহী বাংলার লোকনৃত্য। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও পুঁথি পাঠ করে শোনান আবৃত্তি শিল্পী আনোয়ারুল হক লাভলু। অন্যান্য সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন বাফার নিয়মিত ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মন্ডলী।

মিশ্র ধারার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রচলিত চ্যালেঞ্জকে ছাপিয়ে ঐতিহ্যগত বিনোদনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির মৌলিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বাংলা সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্র ’বাফার’। অনুষ্ঠান উপভোগ করতে এসে উপস্থিত প্রবাসী দর্শকশ্রোতারা সকলেই মানসিক তৃপ্তি এবং সাংস্কৃতিক চেতনাবোধে উজ্জিবিত হয়ে বাড়ি ফিরে যান। এধরনের অনুষ্ঠান মাঝে মাঝেই আয়োজন হলে বর্তমান প্রজন্ম তাদের মূল শিকড় এবং নৈতিক শিক্ষানির্ভর সাংস্কৃতিক চেতনাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেন : তাহমিনা শহীদ, শারমিন আক্তার রেক্সোনা, সারাফ রহমান, মায়া এন্‌জেলিনা, নাসিমা চৌধুরী, নুসরাত শিকদার, অস্মিতা, অদিতিয়া, জান্নাতুল, আবৃত্তি, কেয়শি, রাইদা, অধরা, ইশারা, দিশিতা, জ্বারা, ভর্তিকা, রাজভিকা, লাইসা, আরিয়ান ১, আরিয়ান ২, আরোহি, আরশি, অর্জুন ১, অর্জুন ২, সামান্তা, সানভি, আলভিরা, পূর্ণ, রাইয়ান, রুহিত, জয়, সুচী, বর্ণ, আরাফ, জ্বারা ২, তাকওয়াজ, তামজিদ, ইনারা, মিষ্টু, শন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই মিশিগানের বনভোজন

পার্থ সারথী দেব

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে গত ৯ জুলাই রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, ঐদিন দুপুরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে দিনের কর্মসূচি। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল খেলাধুলা, গান ও রাফেল ড্রসহ বিনোদনের বিভিন্ন আয়োজন। শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার পাশাপাশি প্রিয় সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডা-গান-গল্পে দিনটি ছিলো অনবদ্য।

বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা, রাজশাহী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট-এর সাবেক শিক্ষার্থীরা। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, প্রেসক্লাব নেতবৃন্দ, হ্যামট্রামিক সিটির কাউন্সিলবৃন্দ, ওয়ারেন সিটির কমিশনারবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দসহ মিশিগানবাসী। বনভোজন পরিণত হয়েছিল মিলনমেলায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লুৎফুর রহমান জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের পক্ষ থেকে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করা। আমরা আমাদের এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সামাজিক কাজ কর্ম করে থাকি। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আমাদের সংগঠন সাহায্য ও সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।সংগঠনের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম ইতিমধ্যেই কমিউনিটিতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সবশেষে র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বার্ষিক এই মিলনমেলা।

ডাইভারসিটি প্লাজায় 'ফিরে চল মাটির টানে' শীর্ষক লোকসংগীত উৎসব অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

'ফিরে চল মাটির টানে' শীর্ষক লোকসংগীত উৎসব ৮ জুলাই শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুর ১২ থেকে মাঝরাত পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। এই লোকসংগীত উৎসব আয়োজন করেছে বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উৎসব কমিটির আহবায়ক দীপক দাস , দুই বাংলার জনপ্রিয়ক লোকসঙ্গীত শিল্পী পবন দাস ,স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কন্ঠযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথ রায়, লোক সংগীত উৎসব উপদেষ্টা শিতাংসু গুহ ও প্রধান সমন্বয়কারী দীনেশ চন্দ্র মজুমদার। লোকসংগীত উৎসবের প্রধান অতিথি ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ ফোবানার সভায় টরেন্টাতে থাকার কারনে অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন নি। লোকসংগীত উৎসব পরিচালনা করেন সদস্য সচিব শিবলী ছাদেক।

সংগীত পরিবেশন করেন পবন দাস বাবুল,একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ,সুশীল সিনহা, মিলন কুমার ও মোহর খান।

'ফিরে চল মাটির টানে' লোকসংগীত উৎসব

চট্রগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা এডভোকেট নিজাম উদ্দীন আহমেদ মারা গেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিজাম উদ্দীন

চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা এডভোকেট নিজাম উদ্দীন আহমেদ ৯ জুলাই রোববার নিউ ইয়র্ক সময় বিকেল সাড়ে ৪টায় ব্রংকসের একটি হাসপাতালে মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেওন। তিনি স্ত্রী, ৩ সন্তান ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বেশ কিছু দিন থেকে তিনি ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। এডভোকেট নিজাম উদ্দীন আহমেদ (৭০) পরিবার পরিজন নিয়ে ব্রংকসে বসবাস করতেন। তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায়।

চট্রগ্রাম সমিতির অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির পক্ষ থেকে মাকসুদুল এইচ চৌধুরী তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। উনার নামাজে জানাজা সোমবার বাদ জোহর ব্রংকসে অনুষ্ঠিত হবে। তার মরদেহ দাফনের উদ্দেশে সোমবার রাতেই বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

১-৩ সেপ্টেম্বর ফোবানা সম্মেলন গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন কমিটির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৮ জুলাই শনিবার জ্যাকসন হাইটের একটি রেস্তোরাঁয় এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কে ফোবানা একাংশের সংবাদ সম্মেলনে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ জানান ফোবানা সম্মেলন কানাডার টরেন্টোতে ১-৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ আলী ইমাম শিকদার ও কাজি আজমকে ইঙ্গিত করে বলেন সংগঠনের ভেতর যারা ক্ষতিকর

সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে।

সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ গায়ের জোরে কাজ করতে পারেন না। তিনি মোহাম্মদ হোসেন, কাজি আজম ও আলী ইমামদের হাতে বন্দী। এই ৩ জনের কারনেই ফোবানা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তিনি ফোবানা নিয়ে সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেন সংবাদ সম্মেলনে।

১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টো শহরের শেরাটন হোটেলে আরেকটি ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এটির সাথে শাহ নেওয়াজদের সম্মেলনের কোন সম্পর্ক নেই।

সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ বলেন, শাহ নেওয়াজদের সাথে মিলে যাওয়ার এখনও সম্ভাবনা রয়েছে। সবশেষে টরেন্টোতে একটি ফোবানা হলেও হতে পারে।

জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান, হাসানুজামান হাসান, কাজি তোফায়েল ইসলাম, সৈয়দ এনায়েত আলী, কাজী এলিন রহমান, মফিজ ভূইয়া রুমি, জাহাঙ্গীর আলম, শাহাদত হোসেন রাজু, নাজমুল আলম শ্যামল প্রমুখ।

BMANA

আপনি আপডেটেড কোভিড-১৯ টিকা নিয়েছেন কি?

কারা আপডেটেড কোভিড-১৯ টিকা নিতে পারবেন

৬ বছর এবং তার বেশি বয়সী: সাম্প্রতিক ফাইজার-বায়োএনটেক (PFIZER-BIONTECH) অথবা মডার্না (MODERNA) কোভিড-১৯ টিকার ১টা ডোজ নিবেন আপ-টু-ডেট থাকার জন্য.

৬৫ বছর এবং তার বেশি বয়সী: ফাইজার-বায়োএনটেক অথবা মডার্না কোভিড-১৯ টিকার ২য় ডোজ লাগতে পারে (যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের অতিরিক্ত ডোজ লাগতে পারে)

৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী: সাম্প্রতিক ফাইজার-বায়োএনটেক অথবা মডার্না কোভিড-১৯ টিকা এক বা একাধিক ডোজ লাগতে পারে আপ-টু-ডেট হবার জন্য

কোভিড-১৯ টিকার ডোজ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

আমার আগে একবার কোভিড হয়েছিল। আমার কি এখন কোভিড-১৯ টিকা নেওয়া উচিত?

আপনার বা আপনার সন্তানের যদি কোভিড -১৯ হয় তবুও আপডেটেড টিকা নেওয়া উচিত। কারো সম্প্রতি কোভিড -১৯ হলেও আপ-টু-ডেট টিকা নিতে হবে; তবে এক্ষেত্রে আপনি টিকা ৩ মাস বিলম্বিত করতে পারেন:

- যখন আপনার লক্ষণগুলি শুরু হয়েছিল।
- অথবা যদি কোন লক্ষণ না থাকে, যখন আপনি প্রথম পজিটিভ ফলাফল পেয়েছিলেন।

কোভিড-১৯ টিকা নেয়ার পর সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

- ইনজেকশন দেবার স্থানে ব্যথা, ক্লান্তিবোধ, পেশী ব্যথা, জ্বর বা শীত লাগা এবং জয়েন্টে ব্যথা দেখা দিতে পারে।
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক এবং সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যে চলে যায়।
- আপনি যদি উদ্বিগ্ন হন বা কয়েকদিন পরও যদি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সেরে না যায় তাহলে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।
- মনে রাখবেন আপনার যদি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না ও হয় তবে আপনার শরীর ঠিকই কোভিড -১৯ ভাইরাস এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে।

BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION OF NORTH AMERICA (BMANA)

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
Home Made Style
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

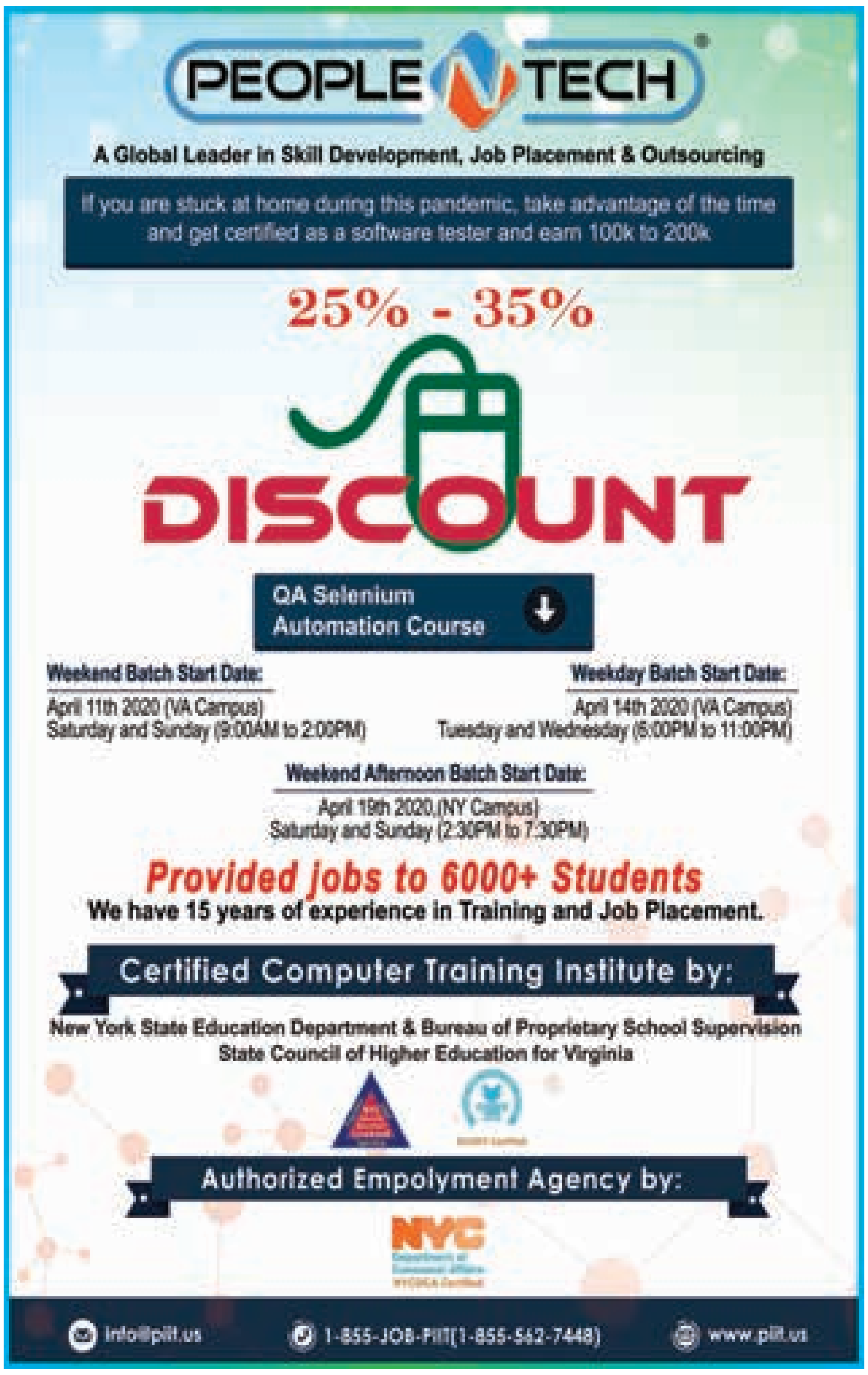
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

Alpha-i
CHORKI
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
২১শে জুলাই
নিউইয়র্ক
২৮শে জুলাই
সারাদেশে
রায়হান রাফীর সিনেমা
সুড়ঙ্গ
SURONGO
A JOINT PRODUCTION BY ALPHA I & CHORKI
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
জ্যামাইকা মাল্টিপেক্স সিনেমায়
In
JAMAICA Multiplex
২১শে জুলাই

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 14 - 20, 2023) | Promo Code : PSP28
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $5.49/LB SIZE 7/8 CK BRAND HILSHA
SALE $7.99/LB SIZE 10/12 CROWN BRAND HILSHA
SALE 99¢/LB SIZE 1.5 KG CK BRAND ROHU
SALE $1.99/LB SIZE 3 KG CK BRAND ROHU
SALE $3.89/LB SIZE 1 KG CK BRAND KORAL
SALE $9.99/LB 2 LB CK BRAND LOOSE KOI
SALE $3.99/LB CK BRAND MAGUR
SALE 2/$7.00 500 GM CROWN FARMS STAR BAIM
SALE 2/$7.00 500 GM CROWN FARMS BATA
SALE $2.49/LB SIZE 5/7 (PER LB) CK BRAND TILAPIA FILLET
SALE $3.29/LB GOLDEN POMPANO
SALE 3/$5.00 250 GM CROWN FARMS MIXED FISH
SALE 4/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI
SALE $9.99/EA 20 LB (WITH $50 PURCHASE) ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $10.99/EA 10 LB INDIA'S NATURE BASMATI RICE
SALE $3.99/EA 25 PCS PACK SHAHJALAL PLAIN PARATHA
SALE $6.99/EA AL-SAFA CHICKEN FRIES
SALE $3.99/EA FAMILY SIZE BASHUNDHRA NOODLES
SALE $10.99/EA 4 LB TANG ORANGE POWDER
SALE 4/$5.00 1 DOZEN MEDIUM BROWN EGG
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
HELP WANTED
FOR RESTAURANTS JOBS
•Restaurant Managers •Shift Managers
•Chefs •Assistant Chefs •Helpers
FOR SUPERMARKET JOBS
•Supermarket Assistant Managers
•Butchers •Helpers
Send the Resume to HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to 516-461-8414
আবশ্যক
রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
• রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার • শিফট ম্যানেজার
• শেফ • সহকারী শেফ • হেল্পার
সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
• সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
• কসাই • হেল্পার
জীবন বৃত্তান্ত পাঠান HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৫১৬-৪৬১-৮৪১৪

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
HALAL FOOD
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK
aibl
UCB
bKash

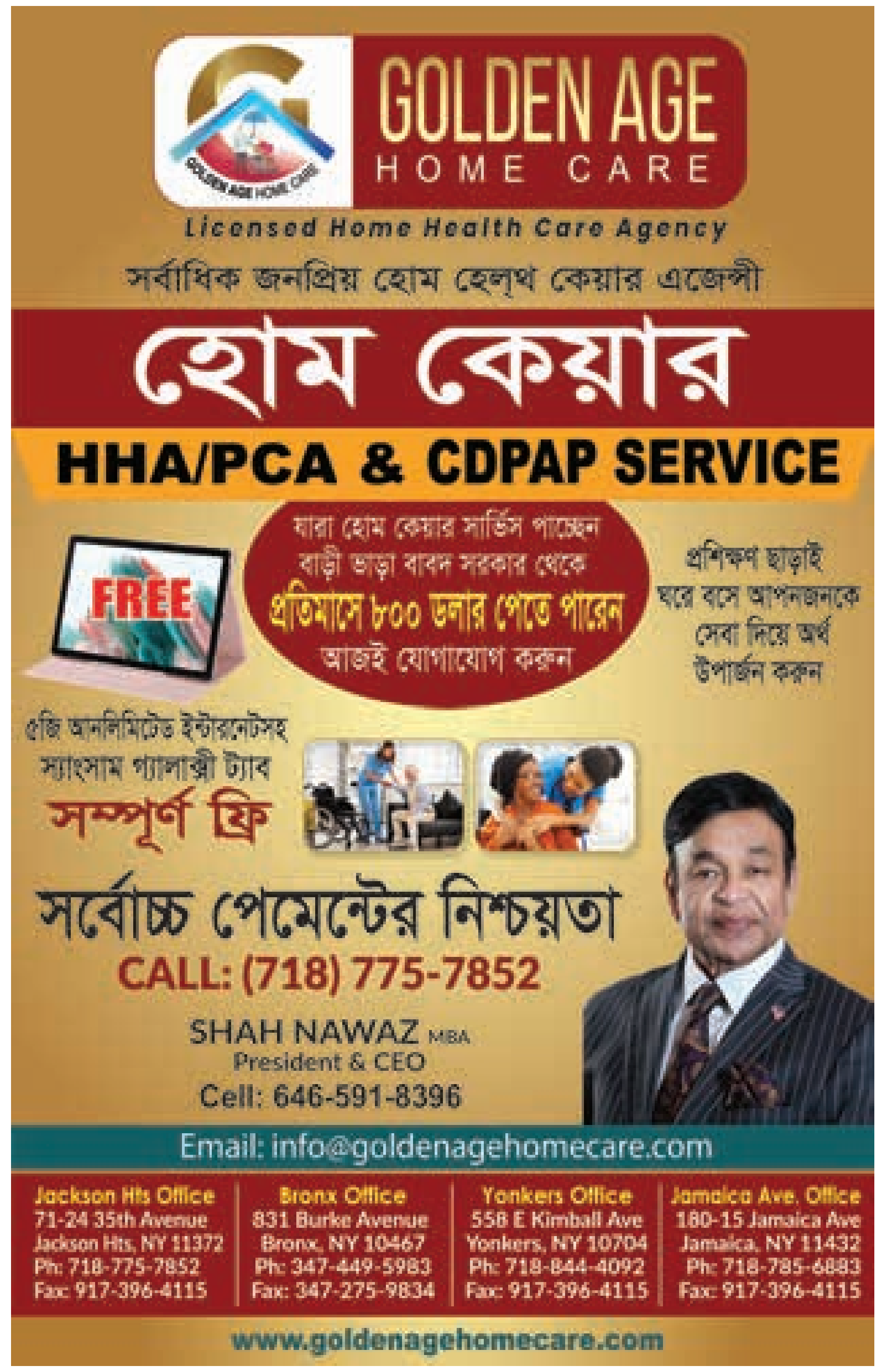
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

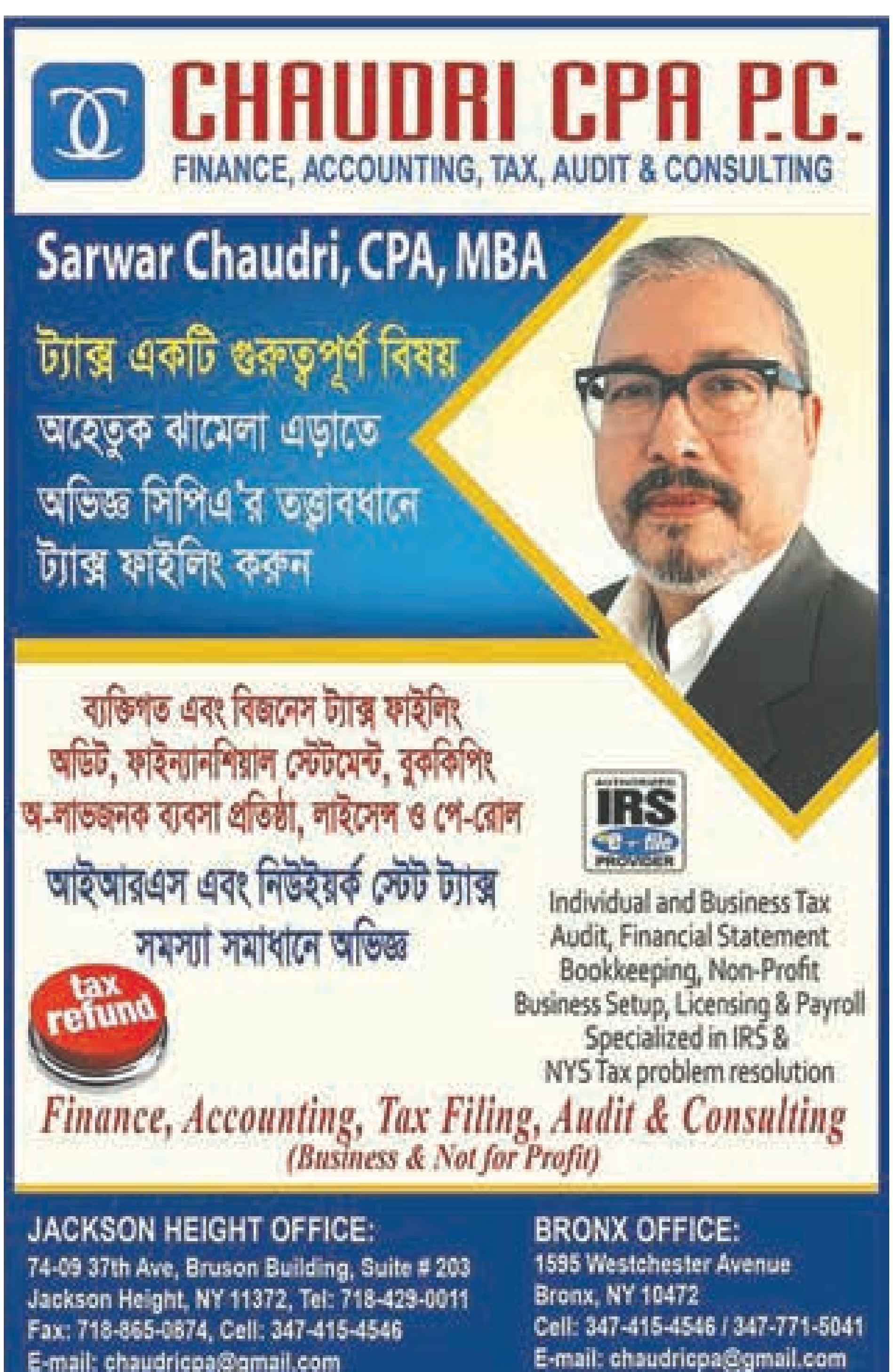
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax
Immigration
Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়ে প্রবাসীদের ব্যাপক উৎসাহ

নিউইয়র্ক

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দেশের অন্যতম সেরা সঙ্গীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের একক সঙ্গীতানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। নিউ ইয়র্কের পিজি গ্রুপের আমন্ত্রণে প্রথমবারের মত নিউ ইয়র্কের পিজি গ্রুপের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠানে

যোগ দিতে ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছেছেন। সাবিনা ইয়াসমিনে মঙ্গলবার সকালে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান পিজি গ্রুপের কর্ণধার পার্থ গুপ্তসহ আয়োজকবৃন্দ। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস এ খবর জানিয়েছে। আগামী ১৫ জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার ম্যারি লুইস একাডেমিতে (১৭৬-২১ ওয়েক্সফোর্ড টেরেস,জ্যামাইকা) পিজি গ্রুপের আয়োনে সাবিনা ইয়াসমিনের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগেই নব্বই শতাংশ টিকেট বিক্রি হয়েছে জানিয়েছেন পিজি গ্রুপের স্বত্তাধিকারী পার্থ গুপ্ত।

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সহায়তা ও নির্মাণ খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে গত ছে। ৭ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জুনে কর্মী নিয়োগের গতি ও বেকারত্বের হার কমে এসেছে, এতে বুঝা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলতি মাসের শেষের দিকে আরও স্বস্তিদায়ক হবে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় আবারও চলতি মাসে সুদের হার বাড়াতে যাচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশে গত মাসে ২ লাখ ৯ হাজার মানুষের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, তবে মে মাসের তুলনায় কম। মে মাসে এই সংখ্যা ছিল তিন লাখ ছয় হাজার। ইতিমধ্যে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

অর্থনৈতিক তথ্য, বাণিজ্য সংবাদ, বিশ্লেষণ ও স্টক মার্কেটের তথ্য সরবরাহকারী ওয়েবসাইট মার্কেটওয়াচ পরিচালিত অর্থনীতিবিদদের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, নতুন চাকরির গড় প্রত্যাশা ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার, কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা কম এসেছে। আর বেকারত্বের হার আগের পূর্বাভাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল।

অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ ওরেন ক্লাচকিন এএফপিকে বলেন, 'আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে শ্রমবাজার উল্লেখযোগ্যভাবে স্থির হচ্ছে। শ্রমবাজার এখনো খুব শক্তিশালী। মজুরিও খুব শক্তিশালী গতিতে বাড়ছে, বেকারত্ব এখন খুব কম। ফেডারেল যা চায় তার চেয়েও নন–ফার্মের বেতন বেশি গতিতে বেড়েছে।'

ম্যারেজ মিডিয়া দিচ্ছে ফ্রি সার্ভিস

উত্তর আমেরিকা অফিস

মদিনা'র আলো ও লাই অব দ্য আর্থ ইউএসএ'র অধীনে পরিচালিত 'ম্যারেজ মিডিয়া' প্রবাসীদের সেবায় একটি ম্যাচ মেকিং সংগঠন । কোভিড-১৯ এর কারনে ম্যারেজ মিডিয়ার কার্যক্রম বন্ধ ছিলো। সংগঠনটির পরিচালক আব্দুল ওয়াহিদ জানান, প্রবাসীদের সেবায় পুনরায় সংগঠনের কার্যক্রম চালু হয়েছে, ফ্রি সার্ভিসে বিবাহ সম্পর্কিত সেবা প্রদান করছে ম্যারেজ মিডিয়া। তিনি আরো জানান, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবাহযোগ্য বাংলাদেশিসহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের বহু পাত্র-পাত্রী রয়েছে। তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ম্যারেজ মিডিয়া বিনা ফি- তে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ সরাসরি এই ঠিকানায় ৩৬-২৩ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়ায় যোগাযোগ করতে পারেন। আবার ফোনও করতে পারেন এই নাম্বারে ৭১৮-৯৩০-৬৫৫০।

আটলান্টিক সিটিতে কৃতি শিক্ষার্থী সম্বর্ধনা

সুব্রত চৌধুরী

৩ জুলাই সোমবার নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে দুই প্রবাসী কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্বর্ধিত করা হয়েছে। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল।

সম্বর্ধিত দুই কৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন হলেন এনিশা দাশগুপ্ত, যিনি আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন।অন্যজন হলেন পুস্পিতা পাল, যিনি মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১ , পেনরোজ এভিনিউর ভেনুতে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল সুধী সমাবেশ, কথামালা,ক্রেস্ট বিতরন ইত্যাদি।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান এম আনজুম জিয়া।

লেখক-সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এম আনজুম জিয়া, পপি দাশগুপ্ত, ধীমান

পাল প্রমুখ।কৃতি শিক্ষার্থীদের আশীর্বচন করেন আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রবাস প্রজন্ম যেভাবে শিক্ষাদীক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে তারাই মার্কিন সমাজে নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে।

অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত দুই কৃতি শিক্ষার্থী উওরসূরীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সেরাটা দাও, সেরাটা পাবে।

সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখাতে পারলে সাফল্য ধরা দেবেই। নৈশভোজের মাধ্যমে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শমসেরনগর হাসপাতালের জন্য সফল তহবিল সংগ্রহ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিজ উদ্যোগে করি নামে সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মৌলভীবাজার জেলার শমসেরনগর হাসপাতাল নির্মান ও পরিচালনা ব্যয় সংগ্রহ অভিযান অনুষ্ঠান ৯ জুলাই রোববার বেলা ২ টায় এস্ট্রোরিয়ার এক রেস্তোরায় নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সমাজসেবীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি অপটিমিষ্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান চৌধুরী(রানা ভাই) এর সভাপতিত্বে এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক জুয়েল চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রানা চৌধুরী, অধ্যক্ষ সাইফুর রহমান, শিল্পী সেলিম চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সমাজ সেবক শওকত আলী এবং ব্রাকের প্রাক্তন পরিচালক ফারুক আহমদ ও লেখক ইশতিয়াক রুপু সহ অন্যান্যরা। প্রধান অতিথি ফারুক আহমদ তার বক্তব্যে বিশ্বের বিভিন্ন জনবহুল দেশে স্থাপিত হাসপাতাল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ননা করে হাসপাতাল নির্মান ও পরিচালনায় মূল্যবান দিক নির্দেশনা মুলক পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সমাজসেবীগন আজীবন সদস্য পদ গ্রহনের মাধ্যমে হাসপাতাল তহবিল বড় অংকের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জোর অঙ্গীকার করেন এবং তহবিল সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখেন।

সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সমাজসেবীগন আজীবন সদস্য পদ গ্রহনের মাধ্যমে হাসপাতাল তহবিল বড় অংকের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জোর অঙ্গীকার করেন এবং তহবিল সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখেন।

উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম, আলম উদ্দিন,মোহাম্মদ ইকবাল, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, আলী মোহাম্মদ আসিক, সৈয়দ এম রহমান, ফকু চৌধুরী, ইকবাল হেলাল, মোহাম্মদ শাহ চৌধুরী, ময়নু জামান চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহজামান, এফ মেসবাউজ্জামান, শাহ মাহবুব, আহমেদুর রহমান(তিফিল), মোহাম্মদ ওয়াদুদ, তুহিন চৌধুরী, জুলকার হায়দর , মামুনুর রশীদ শিপু,। এ কে এম আশরাফ উদ্দিন, ময়নুর চৌধুরী জগলু এবং শাহাব চৌধুরী প্রমুখ। তহবিল সংগ্রহ অনুষ্টানের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস সেবা বঞ্চিত জনতার প্রকৃত সেবা দানের ব্রত নিয়ে যারা এই মহৎ উদ্যোগে অংশ নিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং উপস্থিত অতিথিদের নৈশ্য ভোজে আমন্ত্রন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের গুণীজন সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৪ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসে দুই গুণীজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)। নীরব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে বাকা'র প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনুকে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য পুনরায় নির্বাচিত এবং মায়ামী আন্তর্জাতিক ওপেন কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী নাসিমা আকতার জুঁই কে।

সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদী মিন্টু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান, আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার, বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, যুক্তরাজ্য থেকে আগত, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ও রাজনীতিবিদ মতিউর রহমান চৌধুরী, কবি জুলি রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধক্ষ্য নওশাদ হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, জালাল চৌধুরী, মুমিনুল ইসলাম মুমিন, রেজা আব্দুল্লাহ, মাঈন উদ্দিন নটু, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট কবি মাসুম আহমেদ, মোতাহের হোসেন রুবেল প্রমুখ।

সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব আব্দুল হাসিম হাসনু ও নাসিমা আকতার জুঁই তাদের

বক্তব্যে সংবর্ধনায় উপস্থিত সকলকে এবং আয়োজক সংগঠন বাকা ' র প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- রাজনীতিবিদ ফয়েজ চৌধুরী, শরীফুল খালিশদার, সাংবাদিক শামীম আহমেদ, এবিএম সালাউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা মখন মিয়া, বালাগন্‌জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সহ সভাপতি ফয়জুন্নুর চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মামুন রহমান, এজিএম জাহাঙ্গীর, রোকন আহমেদ, খন্দকার আব্দুল বাকী, জেবুল আহমেদ, জুয়েল খান, মমতাজ উদ্দিন প্রমুখ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাহিত্য সম্পাদক ও সংগঠনের সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ, সহ সভাপতি কবি মাকসুদা আহমেদ, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিন, সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া, স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল রহমান।

উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ রনি, রায়হান জামান রানা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক লিয়াকত আলী, কার্যকরী সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুই গুণীজনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাকার সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ ও স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী। অনুষ্ঠানের প্রধান অথিতি দুই সংবর্ধিত ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেন বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত এবং সফল করার জন্যে সংবর্ধনায় আগত সকল অথিতিবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

নবগঠিত ক্রিকেট দলের উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি

মৌলভীবাজার ইউনাইটেড ক্লাব নামে একটি ক্রীড়া এবং সামাজিক সংস্থার শুভ উদ্ধোধন হলো ৮ জুলাই শনিবার সন্ধা সাড়ে সাতটায় এস্টোরিয়ার একটি রেঁস্তোরায়। আগামীতে নিউইয়র্কের সামাজিক অঙ্গন ও ক্রীড়াঙ্গনে অনন্য ভুমিকা রাখার প্রত্যয়ে মৌলভীবাজার জেলার উদ্যোমী এক দল তরুনের দুঃসাহসিক প্রয়াস বলে উপস্থিত জেলার বিশিষ্ট জনেরা মত প্রকাশ করেন। নবগঠিত মৌলভীবাজারের ইউনাইটেড ক্লাবের উত্তরোত্তর শুভ কামনা ও সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ সিদ্দিকুল হাসান, ক্রীড়া সংগঠক রজব আলী, শাহ জাবের আহমদ, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, লেখক ইশতিয়াক রুপু, সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম, রিয়েলটর ময়নু জামান চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশ ও বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পী মৌলভীবাজারের কৃতি সন্তান গায়ক সেলিম চৌধুরী। শিল্পী সেলিম চৌধুরী নিউইয়র্কে বসবাসকারী জেলার তরুন ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে বলেন, মৌলভীবাজার জেলাবাসীর মুখ উজ্জল করতে খেলোয়াড়গন বিশেষ ভুমিকা রাখবেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফাহমি এবং টুকু চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ক্লাবকে আর্থিক সহায়তাকারী সপন্সর ও সংগঠকদের ক্রেষ্ট প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিদের নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

দুই-বারের জীবন্ত অঙ্গদাতা লরি যাইটস্

এইচ বি রিতা

আমাদের জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। তবে সেটা যদি হয় অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে একাধিকবার জীবিত অবস্থায় নিজের শরীরের অর্গান দান করা-তবে অবাক হতেই হয়। কেননা এমন ঘটনা বিরল। লরি যাইটস্(৪৭) একজন দ্বৈত অর্গান ডোনর যিনি তার ভাই, রাস বাচম্যানের জীবন বাঁচাতে ২০২০ সালে একটি কিডনি ডোনেট করেন এবং তার ২ বছর পর ২০২২ সালে লিভারের একটি অংশ বেনামে ৮ মাস বয়েসি এক শিশুকে দান করেন।

প্রথম অর্গান ডোনেটের দুইবছর পর ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের লরির ডাক্তাররা তাকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য লিভিং ডোনার হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। লিভার বায়োপসি এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও মনোসামাজিক মূল্যায়ন সহ পরীক্ষাগুলো অনুসরণকরার পর, লরি একজন লিভিং ডোনার হিসাবে অনুমোদিত হোন। ২১ নভেম্বর, ২০২২-এ লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য লরি একটি সফল ল্যাপারোস্কোপিক লিভিং ডোনার সার্জারি করেন।

ইউনাইটেড নেটওয়ার্ক ফর অর্গান শেয়ারিং (UNOS)) অনুসারে, লরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক ১৪৫ জনের মধ্যে একজন যিনি গত ৩০ বছরে দুটি ভিন্ন ব্যক্তিকে একাধিক অঙ্গ দান করেছেন।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ডাইজেস্টিভ ডিজিজে ল্যাপারোস্কোপিক লিভার সার্জারির ডিরেক্টর চুন হিউক ডেভিড কোয়ান(এমডি, পিএইচডি) বলেছেন, "লরির মতো ডোনাররা, যারা একটি কিডনি দান করেছেন তারা এখন লিভিং

ডোনার হিসাবে লিভার দান করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ অর্গান ডোনেট নিয়ে তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা একজন রোগীকে বাঁচাতে লরির লিভারের ২০ শতাংশ অপসারণের জন্য ডাঃ কোয়ান অস্ত্রোপচার করেছিলেন। সাধারণত ডোনারের অবশিষ্ট লিভার ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে অপসারিত অংশটি প্রতিস্থাপন করার জন্য পুনরুত্থিত হয়।

ডাঃ কোয়ান বলেন, "লরি তার ভাইকে কিডনি দান করার পর তাকে ভালো হতে দেখেছিল। আমি মনে করি সেই অভিজ্ঞতাটি এতই তৃপ্তিদায়ক ছিল যে, লরি অন্য আরেকটি জীবন বাঁচানোর চেষ্টায় পরার্থপরতার সাথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।"

লরি বেনামে তার লিভারের অংশ দান করেছিল। তার লিভারের অংশটি তৎকালীন ৮ মাস বয়েসি মেয়ে শিশু এমা মারফির শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এমার পরিবার ওহিওতে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের প্রধান ক্যাম্পাসে জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচারের জন্য জাপান থেকে সপরিবারে ভ্রমণ করেছিল। এমার লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন ছিল কারণ সে বিলিয়ারিঅ্যাট্রেসিয়া নামক একটি সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, যা লিভার থেকে ছোট অন্ত্রে পিত্ত প্রবাহকে বাধা দেয়।লিভারের অস্ত্রোপচারের পর, লরি এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ট্রান্সপ্লান্টের পরে, উভয় পরিবার তাদের ট্রান্সপ্লান্ট সমন্বয়কারীকে জানায় যে, তারা দেখা করতে চায়।

তিন মাস পরে, লরি, এমার পরিবারের সাথে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো দেখা করেছিল।

লরির ট্রান্সপ্লান্ট যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে।তার বাবা-মা পাশাপাশি এক মাসের মধ্যে মারা যাওয়ার পর, লরি তার ভাই, রাসের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। কয়েক বছর পরে, তিনি রাসের কোনো খবর পাচ্ছিলেন না এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি দ্রুততার সাথে ভাইয়ের বাড়িতে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দরজায় ধাক্কাধাক্কি করার পর, রাস অবশেষে দরজা খুলেন। এবং রাসের চেহারা দেখে লরি ভয় পেয়ে যান। লরির মতে, "মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে। তার মুখ ফুলে গিয়েছিল, এবং দেখতে ভয়ঙ্কর ছিল।"

সাথে সাথে লরি রাসকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে ডাক্তাররা দ্রুত সমস্যাটি শনাক্ত করেন। রাসের কিডনি ফেইলিউর ছিল। যদিও লরি আগে কখনও লিভিং অর্গান ডোনার হিসাবে বিবেচনায় ছিলেন না, কিন্তু ভাইয়ের এমন অবস্থা দেখে তিনি অবিলম্বে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার কিডনি রাসের সাথে নিখুঁতভাবে ম্যাচ বলে প্রমাণিত হয়।

এর কয়েক মাস পরে, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামের ডিরেক্টর অ্যালভিন উই, তার কিডনিল্যাপারোস্কোপিকভাবে অপসারণ করেন এবং রাসের শরীরে প্রতিস্থাপন করেন। লরি এর তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেন।

মূলত সেই ঘটনার পরই একজন লিভিং অর্গান ডোনার হিসাবে কারো জীবন বাঁচাতে পেরে যে সন্তুষ্টি লরি পেয়েছিলেন, সেটাই তাকে আবারো কারো প্রয়োজনে জীবন বাঁচাতে অর্গান দান করতে উৎসাহিত করেছিল।

লরি বলেন, "প্রয়োজনে কাউকে জীবন দেওয়ার চেয়ে ভাল উপহার আর কি হতে পারে?"

তিনি বলেন, "একটি অঙ্গ প্রদান করা একটি আশ্চর্যজনক অনুভূতি। আমি আবারও এটা করতে চাই।"

স্পেনে সফল উদ্যোক্তা বাংলাদেশী ডেইজি

বকুল খান

ডেইজি আফরোজা স্পেনে একজন দক্ষ সফল বাংলাদশী নারী উদ্যোক্তা। সময়ের প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। ধৈর্য, অনুশীলন সর্বোপরি উদ্যোক্তা হিসেবে কঠোর পরিশ্রম তাকে এনে দিয়েছে সাফল্যের সোপান। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী ডেইজি ২০০৬ সালে মোহাম্মদ আতিকুর রহমান রাসেলের সাথে বৈবাহিক সূত্রে ইতালি প্রবাসী হন।

গতবাঁধা নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়ে প্রবাসী অনেক গৃহিনীর মতো চারদেয়ালে নিজেকে বন্দী করে রাখেননি। মনের গহীনের লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন তাকে তাড়া করেছে। ২০১১ সালে ইতালীয় ভাষার উপর ডিপ্লোমা কোর্স করেন। পরবর্তী সময় তার পছন্দের কাজ বিউটি পার্লার বিষয়ে বিশেষ কোর্সে ভর্তি হন। একই বছরই লন্ডন থেকে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। এভাবেই দক্ষ হতে শানিত করেন নিজেকে। ২০১৭ সালে শুরু করেন প্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ব্যবসার শুরুতেই ব্যাপক সাড়া পান। তারপর ২০১৯ এবং ২০২১ সালে দুটি বিউটি পার্লার গড়ে তোলেন। এসব পার্লারে বর্তমানে ১৭ জন প্রশিক্ষিত স্টাফ কাজ করেন। যার পুরোটার নেতৃত্বে রয়েছেন আফরোজা ডেইজি। ডেইজির সাফল্যের পেছনে মূল মন্ত্র হলো ভাষা এবং যে কোন কাজে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

ডেইজি আফরোজা

তিনি মনে করেন, নিজেকে প্রস্তত করে তবেই আসবে সফলতা।

আফরোজা ডেইজির স্বামী রোমের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী আতিকুর রহমান রাসেল বলেন, উদ্যোক্তা হিসাবে আফরোজা ডেইজি সময় , ধৈর্য , পরিশ্রম এবং নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে , যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামী, ৮ বছরে বয়সী এক মেয়ে নিয়ে প্রাচীন সভ্যতার দেশে রোমে বসবাস করেন তিনি।

ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন মানবিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংবাদিক সংগঠন তাঁর এ সাফল্য স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করেছে।

যুবকদের নিরাপত্তায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

১০ জুলাই সোমবার তাঁর সাপ্তাহিক অপ এড কলামে মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টসিস্টেমে আমাদের প্রশাসনের $৮৯মিলিয়ন বিনিয়োগের পাশাপাশি আমাদের সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম এবং সামাররাইজিং-এক যুগান্তকারী বিনিয়োগ, যা আমাদের তরুণদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে এবং তাদের নিরাপদ রাখতে পারে। আমাদের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মারাত্মক সংঘর্ষ মোকাবেলা করার জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত একটি জনস্বাস্থ্য পদ্ধতির উপর ভিত্তিকরে তৈরি করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সহিংসতার প্রতি নিউ ইয়র্কবাসীদের মনোভাব পরিবর্তন করা। সেই সাথে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং প্রোগ্রামগুলি আমাদের তরুণদের একটি উন্নত ভবিষ্যত তৈরি করতে এবং অস্ত্রের বর্বরতা আবির্ভূত হওয়ার আগে প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও দক্ষতা প্রদান করবে।

মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, অপরাধ প্রতিরোধে আমাদের সাফল্য এই প্রচেষ্টাগুলি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। ২০২৩ সালের প্রথমছয় মাসে গুলির সহিংসতা ২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালে একই সময়কালে বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় সাতটি প্রধান বিভাগের মধ্যে পাঁচটিতে অপরাধ কমেছে। আমরা অপরাধ কমিয়ে আনতে এবং নিউইয়র্ককে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ বৃহৎ শহর হিসেবে রাখতে অব্যাহত থাকব।

মেয়র বলেন, বন্দুক সহিংসতা এমনিতেই ঘটে না। যখন আমাদের যুবকরা জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজে না পায়, তখনই সহিংসতা বা অন্যান্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থানীয় বাসিন্দাদের, সহিংসতায় জড়িতদের এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের মোতায়েন করে বিবাদের মধ্যস্থতা করতে এবং ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী বন্দুকের সহিংসতার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা যুবকদের মেন্টরশিপের সাথে সংযুক্ত করবে বলে জানান, অ্যাডামস্। তিনি বলেন, সহিংসতায় জড়িতদের প্রায়শই হিংসাত্মক আচরণের পূর্ব ইতিহাস থাকে। তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠার আগে উত্তেজনা প্রশমিত করতে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, চাকরির প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযুক্ত করতে পারে, যা তরুণদের সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। আমাদের CMS টিমগুলি ৩১টি এলাকায় কাজ করবে, যেগুলি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি গুলাগুলির রেকর্ডে ছিল।

অ্যাডামস বলেন, এছাড়াও আমরা সামারের প্রোগ্রামগুলি এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের সঠিক পথে নিয়ে আসছি যা তাদেরকে কাজগুলোতে নিযুক্ত রাখবে। আমাদের সামার রাইজিং প্রোগ্রাম কিন্টারগার্ডেন থেকে ৮ম শ্রেনি পর্যন্ত ১১ হাজার শিশু কিশোরদের সার্ভিস পরিবেশন করে। ৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামটি ৬/৭ সপ্তাহের জন্য চলবে। এটি শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ সময়কালীন শেখার গ্যাপগুলো দূর করবে এবং তাদের নিরাপদ পরিবেশে একটি মজার সামার উপভোগ করতেদেবে। কর্মজীবি বাবা মায়েদের জন্য এই প্রোগাম তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া ও সন্তানদের ব্যস্ত রাখার সুযোগ দেয়। সামার ইয়থ এম্পোয়েমেন্ট প্রোগ্রাম প্রায় ১ লাখ যুবকদের ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দিবে।

মেয়র বলেন, বন্দুক সহিংসতা এমনিতেই ঘটে না। যখন আমাদের যুবকরা জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজে না পায়, তখনই সহিংসতা বা অন্যান্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সঠিক সামাজিক-সংবেদনশীল দক্ষতা, কাজের অর্থপ্রদান এবং আকর্ষক ইন্টার্নশিপের সুযোগগুলো আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ যুবকদের জীবনকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

তিনি বলেন, যখন আমি একজন যুবক ছিলাম, আমিও আইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র। আমি দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি চাই আমাদের সকল যুবক-তরুণদের কাছে একই দ্বিতীয় সুযোগ থাকুক যা আমি পেয়েছি। নিউইয়র্ক সবার জন্য একটি নিরাপদ এবং একটি সমৃদ্ধ দীপক হিসেবে থাকবে।

বনভোজনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

গান-নাচে ও আনন্দ উৎসবে ভরপুর। ইয়াং স্টার ইশালের গান যেন আনন্দের মাত্রার আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। মিজানুর রহমান, রূপম, হাসি, সরুজ বড়ুয়া'র দৌড়ঝাঁপ বলে দেয় ক্ষনিকের নিঃশ্বাসে আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকাই জীবনের সার্থকতা।

মেরিল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন,ইনক আয়োজন করেছে বার্ষিক বনভোজনের। আগামী ২৩ জুলাই রোববার স্যান্ডি পয়েন্ট ষ্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশ এই আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জানায়, এবারের বনভোজনে থাকবে দেশীয় খাবারের পাশাপাশি খেলাধুলা, আনন্দ আয়োজন ও লটারি।

বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন ইনক আগামী ৬ আগষ্ট বনভোজনের আয়োজন করেছেন। স্যান্ডি পয়েন্ট ষ্টেট পার্কের সবুজ চত্বরে আয়োজনের ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি শ্যামল ডি'কস্তা। সাধারণ সম্পাদক বিভাষ ফ্রান্সিস রোজারিও জানায়, নাম মাত্র রেজিষ্ট্রেশনের বিনিময়ে যে কেউ বনভোজনে অংশ নিতে পারবেন। এবারের আয়োজনে দুটি গ্র্যান্ড পুরস্কারের আয়োজন করা হয়েছে। গোল্ডেন লটারি পুরস্কার ওয়াশিংটন-কানকুন-ওয়াশিংটন। সিলভার পুরস্কার ওয়াশিংটন-লাস বিগাস-ওয়াশিংটন। এবারের স্পন্সরের তালিকায় আছেন, টমাস ডেনিম রোজারিও, লোন অফিসার শরীফ, লোন অফিসার মতিন ও মৌরিয়া কাবাব।

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা শুরু হচ্ছে ১৪ জুলাই

মেলা উদ্বোধন করবেন কথাশিল্পী শাহাদুজ্জামান প্রধান অতিথি ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম

নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার ৩২তম আসর জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে শুরু হবে ১৪ জুলাই শুক্রবার। উদ্বোধন করবেন কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম। অধিকাংশ আমন্ত্রিত অতিথি এবং বাংলাদেশের ২৫টি প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী ও কর্মকর্তা নিউইয়র্ক এসেছেন। শহরের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় চলছে পোস্টারিং; বসেছে কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের আড্ডা। পুরো শহরে বইমেলার আমেজ । বইয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এ আয়োজন করে আসছে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

এবারের বইমেলার আহ্বায়ক সাবেক বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা ও লেখক ড. আবদুন নূর বলেন, সহস্রাধিক নতুন বই এসেছে, অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলাকে সামনে রেখে। এবারের বইমেলায় স্টলের সংখ্যা বাড়ছে, নতুন করে যুক্ত হচ্ছে শিশু চত্বর। থাকবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেমিনার, গান ও কবিতা পাঠ। মেলায় নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের ব্যবস্থা থাকছে, মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে বিশেষ সংকলন।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক নূরুন নবী বলেন, এবার বইমেলায় অনেক নতুন বিষয় যোগ করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক লেখক নিউ ইয়র্ক এসেছেন। কলকাতার কবি সুবোধ সরকার, লেখক ও কলকাতা বইমেলার সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, নারীবাদী লেখক কনা বসু মিশ্রসহ অনেক গুণী সাহিত্যিকের মূল্যবান কথায় সমৃদ্ধ হবে নিউইয়র্কের পাঠকরা।

দুই দুইটি সম্মাননা

শেষ পৃষ্ঠার পর

গুনি সেলিব্রেটির সামনে সম্মানিত হতে পেরে আমি মুগ্ধ । আর আমাকে তাহসান পুরস্কার তুলে দিয়েছে, অনেক ভালো লাগছে। ইনশাল্লাহ সামনে আরো ভালো ভালো কাজ করব। সবার দোয়া চাই।"

মাত্র ১ বছরের মধ্যেই সবার নজর কেড়েছেন আমেরিকা প্রবাসী মেহজাবীন মেহা। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আমেরিকা আসেন। এরপর ২০২২ সালে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৭০ জন নারীর মাঝে তিনি বিজয়ী হয়ে মিস পিংক কুইন ২০২২ চ্যাম্পিয়ন হন। বর্তমানে তিনি নিয়মিত টাইম টেলিভিশনে গ্ল্যামার ফ্যাশন প্রোগ্রাম উপস্থাপনা ও বৈশাখি চ্যানেলে "প্রবাসী জীবন"অনুষ্ঠানে কাজ করছেন। এছাড়াও তিনি তিনটি বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন।

এই এক বছরে তিনি অসংখ্য স্টেজ অনুষ্ঠানে গান করে সবার মন জয় করেন। মেহা বলেন ,"আমার আম্মু গানের শিল্পী ছিলেন। তাই ছোটবেলা থেকেই মূলত আম্মুর কাছে গান শিখেছি, বাংলাদেশে মডেলিং আর অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় গানের জগতে আর সময় দেওয়া হয়নি তবে আমেরিকা এসে মনপ্রাণ দিয়ে গান করছি।"

এই মুহূতে মেহজাবীন মেহা খুবই ব্যস্ত সময় পার করছেন।

কিছুদিন আগে তিনি প্রথম বারের মত লস এঞ্জেলসে গান করতে গিয়েছিলেন, গত ১৭ ও ১৮ জুন আনন্দ মেলায় গান করেছেন তিনি ।সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত মোশাররফ করিম, সাজু খাদেম ও প্রতিক হাসান সহ এক ঝাঁক শিল্পী পারফরম করেছেন । লস এঞ্জেলসে গান করে তিনি সবাই কে মুগ্ধ করেন ।

মেহজাবীন মেহার ইচ্ছে , যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের দুই দুইটি সম্মাননা একসাথে পেয়েছেন তাই যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা তার আরো বেড়ে গেলো, তিনি কমিউনিটির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান।

মেহা নিয়মিত সংগীত চর্চ্চার মাধ্যমে গান শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করবেন এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় অংশগ্রহন করতে চান সব সময়।

ঢাকা থিয়েটারের একজন কর্মী

শেষ পৃষ্ঠার পর

তার পুরোটাই তাদের অবদান। সেজন্যেই পেন্ডুলামের মতো নাটক পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি আমি"- কথাগুলো বলেছিলেন অভিনেতা খাইরুল ইসলাম পাখি।

খাইরুল ইসলাম পাখি, অভিনয়ের পাশাপাশি একজন উপস্থাপক, আবৃত্তিকার ও নির্মাতা। গত বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খাইরুল ইসলাম পাখি। কথা বলেছেন শিল্প সাংস্কৃতিক জগতের পথ চলা ও পেন্ডুলাম নিয়ে।

একজন পরিচিত মুখ খাইরুল ইসলাম পাখি। শিল্প সংস্কৃতিমূলক কাজগুলোর সাথে ছোটবেলা থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। পড়াশোনায় খুব একটা মন ছিল না, তবে কবিতা খেলাধুলার প্রতি ভালোলাগা ছিল। ক্লাশ থ্রি'তে পড়াকালীন সময়ে তিনি স্কুলে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। পরিবারে তার বাবা মঞ্চে অভিনয় করতেন, মামারা খুব সংস্কৃতিমনা ছিলেন। সেইকারণেই খাইরুল ইসলাম পাখি পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে বিটিভি'র ছোটপর্দায় কাজ শুরু করেন। এরপরই বিভিন্ন টিভি শো, টেলিফিল্ম এবং ধারাবাহিক নাটকে যুক্ত হোন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় "মুক্তকণ্ঠ" নামক আবৃত্তি সংগঠনের সাথে যুক্ত হই। পাশাপাশি নাটকের জন্য "ঢাকা পদাতিকে" যোগদান করি। ১৯৮৭ তে যুক্ত হই ঢাকা থিয়েটারের সাথে, তখন থেকেই

দলভুক্ত হয়ে নাট্যচর্চার শুরু। ১৯৮৯ তে প্রথম বিটিভি তে কাজ শুরু করি। ৯০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল যেখানে আমি বেস্টএ্যাক্টর হিসাবে মনোনীত হই এবং আবৃত্তিতে আমার দল চ্যাম্পিয়ন হয়। অভিনয়ের পাশাপাশি টিভি'তে বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপস্থাপনা শুরু করি। উইম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়েও কাজ করেছি। গ্যাস সিলিন্ডার ব্যাবহারে পাবলিক এওয়ারনেস বাড়ানোর জন্যে আমি কাজ করেছিলাম। তাছাড়া গণসচেতনমূলক অনেক কাজ যেমন-এইডস্ থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রকল্পে আমি কাজ করেছি।"

সম্প্রতি খাইরুল ইসলাম পাখি'র পেন্ডুলাম-নাটকটি বেশ সাড়া ফেলেছে নিউইয়র্কে। এটির নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি। নাটকের "রতন" চরিত্রে জীবনবৃত্তান্তে উঠে এসেছে সমাজের দেখা-অদেখা ঘটনাপ্রবাহ, মানুষের একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতা, যা দর্শকদের আবিষ্ট করেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, "প্রবাস জীবন সবসময়ই সংগ্রামের। একসময় দেশে থাকতে টিভি, সিনেমা ও মঞ্চে একাধারে কাজ করেছি। মঞ্চের কাজ আমি খুব মিস করতাম, মন খারাপ হতো। প্যান্ডামিকের আগে মাসুম রেজা আমার জন্যেই একটা নতুন নাটক "পেন্ডুলাম" লিখেছিলেন। নাটকটি আমি পরিচালনা করেছি, সাথে "রতন" চরিত্রটিও আমি করেছি। যে চরিত্রে গ্রামের একটি ছেলে অনেক কষ্ট করে, সংগ্রাম করে পড়াশোনা করেছিল। পড়াশোনার জন্য ধান চুরি করেছে, টিউশনি করেছে। অভাবকে দূরে ঠ্যালার জন্য সে অসৎ পথে গিয়েছিল। বিয়েটাও করেছিল কিছু পাবার আশায়। পরে একসময় সে সংসার ভুলে যায়, টাকার পিছনে ছুটে। পরিবার, বন্ধুদের সময় দেয় না। একদিন সবাই তাকে ছেড়ে যায়, তখন সে অনুতপ্ত হয় সবকিছুর জন্য, সব হারিয়ে আবারো সব ফিরে পেতে চায়।"

খাইরুল ইসলাম পাখি তাঁর "রতন" চরিত্র থেকে কিছু আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করে শোনান। এছাড়া তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট কবিতা "অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে, নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর কর হে।" পাঠ করেন।

তার পরিচালিত "পেন্ডুলাম" নাটকের সফলতা সম্পর্কে খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, "নাটক তো আর এমনি এমনি তৈরি হয়না। এতে অভিনেতা/অভিনেত্রীর পাশাপাশি মঞ্চের দরকার হয়, আলো, মিউজিকের দরকার হয়, পোস্টার ডিজাইনের দরকার হয়। নাটক একটি কম্পোজিট আর্ট, সবকিছুর সম্মিলিত রূপ হচ্ছে নাটক। মিউজিক এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঢাকায় কাজ করলে যত বড়ো দল থাকে, এখানে সেটা নেই। তবে অনেকেই সাহায্য করেছেন।"

একজন অভিনয় শিল্পী হিসাবে থিয়েটারে কাজ করা এবং টেলিভিশনে কাজ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা জানতে চাইলে খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, "দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক, দুটো দুই মেরুর ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। মঞ্চটা বেশি চ্যালেঞ্জের, এখানে যা কিছু করবেন একবারই করবেন। মঞ্চে যে ডায়লগ বলবেন সেটা বুলেটের মতো, একবার ছুঁড়ে দিলে আর ফিরবে না, ভুল হলেও তাই। কিন্তু ফিল্মে কাট করার সুযোগ আছে। মনঃপূত না হলে আবারো শোধরে নেবার সুযোগ থাকে।"

ভবিষ্যতে পেন্ডুলামের মতো নতুন কোনো শিল্পসমৃদ্ধ কাজ আসছে কীনা, সে সম্পর্কে খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, "আমি শিল্পের কর্মী, শিল্পের মাঝে বসবাস করতে চাই। শিল্প বিবর্জিত কোন কাজ শুধুমাত্র বিনোদনের নামে করতে পারবো না। ভবিষ্যতে কিছু করলেও শিল্পসম্মত কিছু করার চেষ্টা করবো।"

বর্তমানে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বেশ কয়েক বছর যাবত নিউইয়র্কে বসবাস করছেন এই শিল্পী। পেশাগতভাবে শিক্ষকতায় জড়িত আছেন নিউইয়র্ক সিটির বোর্ড অফ এডুকেশনে। তিনি নিউইয়র্ক সিটির একজন লাইসেন্স রিয়্যাল্টর। তার স্ত্রী সিটি এমপ্লয়ী এবং ছেলে-মেয়ে দুজনেই পড়াশোনা করছে।

এভাবেই খাইরুল ইসলাম পাখি সেদিনের আলোচনা শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন।কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার আমেরিকার সময় রাত নয়টায় প্রথম আলো ইউএসএ-পেইজে লাইভ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে
ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

বাসা ভাড়া

169th স্ট্রিট /মেরিক বুলেভার্ড, জ্যামাইকা (১১৪৩৩) এলাকায়, ২ রুম, কিচেন ও ১ বাথের রিনোভেটেড বাসা ভাড়া হবে। (Q4, Q5, Q84, Q85 বাস ও গ্রোসারি হাতের কাছে) (Q4, Q5, Q84, Q85 বাস ও গ্রোসারি হাতের কাছে), যোগাযোগ : 929-278-7238.

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

বাসা ভাড়া

উডসাইডে BQE এর কাছাকাছি নিরিবিলি পরিবেশে তিন (৩) বেডরুমের একটি বাসা ১লা জুলাই থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 917-650-0991.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

রুম ভাড়া

ফ্লাশিং পারসন্স Blvd এ মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্ট বিল্ডংয়ে একটি বড় রুম ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, লন্ড্রি, বাস নিকটে। লিফট সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ 917-341-3026

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে এ ট্রেন এর ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন কর্মজীবী মহিলা এর কাছে দেয়া হবে। ফোন: 347-260-7770, 347-891-7145.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T··Mobile· | Univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

পরানে আগ্রাবাদ মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আশরাফুল হাবিব মিহির

ইউএসএ পরানে আগ্রাবাদ আয়োজিত আগ্রাবাদ নাইট অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো নিউ ইর্য়কের কুইন্সের তাজমহলের হলরুমে। ২৪ জুন শনিবার পরানে আগ্রাবাদ মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, খোরশেদ আলম বাবু, মাকসুদুর রহমান জুয়েল ও আগ্রাবাদের প্রানপুরুষ ও সংগঠক হারুনর রশীদ পিন্টু।

শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মাকসুদুর রহমান জুয়েল, আরোও বক্তব্য রাখেন তিন উপদেষ্টা একেএম রহমান উত্তোজান, শরীফুল হক মিটু, সাজেদুল করিম নাসিম এবং আগ্রাবাদ স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক হেদায়েত উল্লা।

আগ্রাবাদের প্রানপুরুষ ও সংগঠক হারুনর রশীদ পিন্টু তার বক্তব্যে বলেন- অনেকদিন পর সবাইকে একসাথে দেখতে পেয়ে ভালো লাগলো। মনে হচ্ছে আমরা সেই পুরোনো দিনে আছি, সবার সাথে কতো স্মৃতি, কতো সুখময় ঘটনা আছে বলে শেষ করা যাবে না। পরানের আগ্রাবাদের মিলনমেলা বার বার হোক, আর আমিও আমার চেষ্ঠা করব।

ইউএসএ পরানে আগ্রাবাদের তিন প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, খোরশেদ আলম বাবু ও মাকসুদুর রহমান জুয়েল বলেন, পরানে আগ্রাবাদ মিলন মেলা আয়োজন করতে পেরে অনেক ভালো লেগেছে, দীর্ঘদিন পর সবার সাথে সবার দেখা হলো। অনেকে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সবাইকে একত্রিত করা যায়। ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে আয়োজন করার ইচ্ছে আছে, সেই অনুষ্ঠানে শুধু যুক্তরাষ্ট্র না, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগ্রাবাদিয়ানরা যোগদান করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমানা রশিদ চুনির রোশনা শামস ললির প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় গান পরিবেশন করেন ক্লোজ আপ তারকা রাজীব, পরানে আগ্রাবাদের হারুনর রশীদ পিন্টু ও ফিরোজ আহমেদ। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদেরকে ১০টি আকর্ষনীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত হারুনর রশীদকে সম্মাননা পুরস্কার ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন শিখা ও ইতি।

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১২০ এভিনিউ এবং গাই আর বোলবার্ডএ ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম বাসা ভাড়া যাবে জুন মাস থেকে। ফোন: 718 415 8871, 718 902 9461.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/ জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

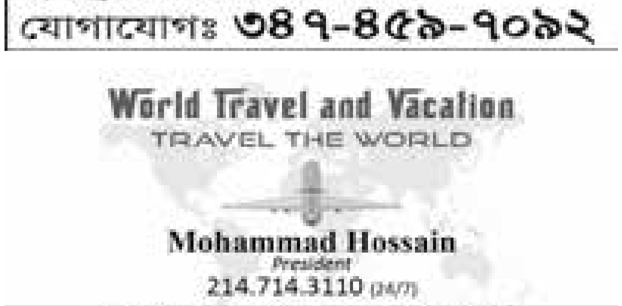

1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ: 347-740-2701,718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: za-manmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া দেয়া হবে

বাসা ভাড়া দেয়া হবে তিন বেড / এক বাথরুম / লিভিং এবং ডাইনিং ।ইউক্লিড এভিনিউর A/C সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে চার / পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। Q8 বাস এক মিনিটের দূরত্বে। দেশি গ্রসেরি চার থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। বাইতুল মামুর মসজিদ ছয় থেকে সাত মিনিটের দূরত্বে। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপার্টমেন্ট মাইক্রোওয়েভ, রেফ্রিজারেটর, ডিশ ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও ডোর বেল। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ। লোকেশন (ফাউন্টেন এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউ) ভাড়াটিয়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করবেন (পানি/ হিট/ রান্নার গ্যাস সবকিছুর খরচ ভাড়ার সাথে সংযুক্ত) ভাড়াঃ $2950 call or text please :347-513-0415

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৩২-৫৬৮৬ স্ট্রীট সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ 347-484-6385, 347-686- 5591.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এটিক ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে এলমহার্স্ট হসপিটালের নিকটস্থ ১ রুম বিশিষ্ট এটিক ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-641-7531, 646-715-4701

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট স্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 646-464-4245.

আবশ্যক

ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য তান্দুরী শেফ কিচেন হেলপার আবশ্যক। থাকা-খা-ওয়ার ব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 845-248-0321.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিষ্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারির বৈঠক

ইমা এলিস

আগামী ১১-১৪ জুলাই ঢাকা সফর সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ৭ জুলাই শুক্রবার এক টুইট বার্তায় এ বৈঠকের কথা জানান উজরা জেয়া।

টুইটে তিনি বৈঠকের বিষয়ে বলেন- গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ন্যায্য শ্রম চর্চা এবং মানবিক সহযোগিতা বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানকে ধন্যবাদ। আমি আমাদের শক্তিশালী অংশীদারত্বকে আরও গভীর করতে আগ্রহী।

এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উজরা জেয়ার সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে আসছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এবং ইউএসএইডের এশিয়া ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিটেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঞ্জলী কৌর।

চারদিনের ওই সফরে তিনি উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন। তার এ সফর মূলত দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে এবং যোগাযোগ আরও জোরদার করার একটি প্রচেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ব্যস্ততা ছাড়াও কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করবেন।

উল্লেখ্য, উজরা জেয়া গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, সর্বজনীন মানবাধিকারকে এগিয়ে নিতে, শরণার্থী ও মানবিক ত্রাণকে সমর্থন করতে, আইনের শাসন ও মাদকবিরোধী সহযোগিতা, দুর্নীতি ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সশস্ত্র সংঘাত রোধ করতে এবং মানবপাচার নির্মূলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেন।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন ১৬ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের বনভোজন আগামী ১৬ জুলাই রোববার কুইন্সের এস্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে কার্যকরি পরিষদ,উপদেষ্টা ও ট্রাস্টি পরিষদের যৌথ সভা ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার জ্যামাইকার মতিন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা সংগঠনের আগামি ১৬ই জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বনভোজন ২০২৩ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভা থেকে বনভোজন সফল করতে সদরবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়। রাতের আহার পর্বের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিহতের তালিকায় বাংলাদেশ ৩য়

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘ বিশ্বের ত্রিশটিরও অধিক দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতির উত্তরণে আন্তর্দেশীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘের এই বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। এই বছরে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত ৭০টির বেশি শান্তি মিশনে ৪ হাজার ৩১২ জন শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু নথির বরাত দিয়ে ডেটা নিয়ে কাজ করা পোর্টাল ফ্যাক্টলি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে এখন পর্যন্ত এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে ভারতের, ১৭৮ জন সেনা ও কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ১৬৯ জন সেনা ও কর্মকর্তা নিহতের মধ্য দিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় পাকিস্তান। আর বাংলাদেশের ১৬৬ জন সেনা ও কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন, সেনা নিহতের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের ইরান-ইরাক শান্তি মিশনে প্রথমবারের মতো সেনা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শান্তি মিশনে নিহতদের মধ্যে অন্তত ২ হাজার ৯৮৭ জন সেনা রয়েছেন। এ ছাড়া সামরিক পর্যবেক্ষক নিহত হয়েছেন ৫১২ জন। নিহত অন্যান্যের মধ্যে পুলিশ ৩০৬ জন, মিশনের অন্তর্ভুক্ত বেসামরিক ৪২৬ জন এবং বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা আরও ৬৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৩০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে 'ইউএন ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন' (ইউএনআইএফআইএল) মিশনে। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই মিশনটি এখনো চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে লেবানন থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহারের উদ্দেশে এই মিশন চালু হলেও পরে গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য কিছু দুর্ঘটনার সূত্র ধরে আরও অন্তত দুইবার মিশনের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

৪ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে স্টার্লিং এভিনিউ এর ট্রাইএ্যাঙ্গেলে ব্রঙ্কস বাংলাদেশী আমেরিকান কমুউনিটি আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমুউনিটি বোর্ড ৯ এর প্লানিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার। কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রেজা আবদুল্লাহ স্বপনের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুবনেতা শেখ জামাল হুসেইন। বক্তব্য রাখেন খলিল ফুড'স এর সিইও মোঃ খলিলুর রহমান, বিবিএর সাধারন সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, কমুউনিটি বোর্ড ৭ এর সদস্য মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, সিপিএ জাকির হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারন সম্পাদক নূরে আলম জিকু, ইমরান শাহ রন, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, হাসান আলী, এনওয়াইপিডির সিনিয়র ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, কাজী রবিউজ্জামান, বাকার সভাপতি সারোয়ার চৌধুরী, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির নেতা হোসেন আহমেদ মজুমদার, মুন্তাকিন, কবি জুলি রহমান প্রমুখ।

মিশিগানের ওয়ারেনে ২২-২৩ জুলাই মেলা

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে আগামী ২২ জুলাই থেকে দু'দিনব্যাপী 'বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্যাস্টিভ্যাল' শুরু হচ্ছে। আয়োজকদের সুত্রে জানা গেছে, ওয়ারেন সিটির 'সিটি স্কোয়ার' এ মেলা অনুষ্টিত হবে। মেলার আয়োজক হচ্ছে মিশিগানস্থ বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অফ মিশিগান (বিএএম)।

মেলায় থাকছে লাইভ মিউজিক, নজরুল ডকু ফিল্ম, কিডস অ্যাক্টিভিটি, ফ্যাশন শো, নৃত্য, ওয়াটার ফাউন্টেন, রকমারি স্টোর, র‍্যাফেল ড্র, খাবারসহ বিভিন্ন আয়োজন। থাকছে লাইভ ওপেন কনসার্ট, গান গাইবেন বাংলাদেশী সংগীতশিল্পী, ড্রামবাদক, শাস্ত্রীয় তবলাবাদক ও সংগীতশিক্ষক পান্থ কানাইসহ আরো অনেকে।

সিটি স্কোয়ারে আয়োজিত এই উৎসব ২২ জুলাই শনিবার বিকাল থেকে শুরু হয়ে চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত।

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide construction,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work washer sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত

সভাপতি রাব্বিকে বহিস্কার

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২০ এর ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশ থেকে গঠিত "যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ শাখা" নামের সংগঠনটির সকল কার্যক্রম স্থগিত এবং এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে পরিচয়দানকারী জনৈক রাব্বি আলমের বহিস্কার আদেশ দিয়ে ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্ত জানান বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক।

সম্প্রতি রাব্বি আলম নামে এই ব্যাক্তি বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু কমিশনের নাম দিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন, সেক্রেটারী অফ স্টেট ব্লিঙ্কেন এবং ছয়জন কংগ্রেসম্যানদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বলে দাবি করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএনপি জামাত চক্র দ্বারা এই খবর ছড়িয়ে যাবার পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চলছে, এবং এধরণের মামলা আমাদের বাংলাদেশের সরকারের উস্কানিতে হয়েছে বলেও মিথ্যাচার ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন পরিষদের দুই নেতা ডঃ নুরুন নবি, ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ।

ঠিক কী অভিযোগে এই মামলা, তা ফেসবুক পোস্টে স্পষ্ট করেননি রাব্বী। এ ছাড়া মামলায় বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি প্রত্যাহারের দাবি ছিল বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি পরিচয়দানকারী মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা মো. রাব্বী আলমের বিরুদ্ধে সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তিবিরোধী বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়ায় গত বছর কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত তিনি এর কোনো উত্তর না পাঠানোয় নোটিসে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী স্বতঃসিদ্ধভাবে সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সব ধরনের সম্পর্ক অবলুপ্ত এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখার কার্যক্রমও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো।'

ফাতিহা আয়াত'কে হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড প্রদান

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসঙ্ঘ সদর দপ্তরের ইকোসক চেম্বারে ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত ১৭ তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার যুবক সম্মেলনে ফাতিহা আয়াত'কে Human Rights Hero Award 2023 প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার যুবক এর প্রেসিডেন্ট ড. মেরি শটলওয়ার্থ এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের সময় রাখা বক্তব্যে ফাতিহা বলেছ সে তার এই পুরস্কার উৎসর্গ করেছে বাংলাদেশের সেই সব মানুষদের যাদের মৌলিক মানবাধিকার স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছে কাশ্মীর, প্যালেস্টাইন, উইঘুর, সিরিয়ার মত দেশগুলোতে মুসলিম নির্যাতনের কথা।

পুরস্কার নেয়ার কিছুক্ষণ পরে ফাতিহা আয়াত এই অনুষ্ঠানে "Youth Making Human Rights A Reality" শীর্ষক প্যানেলে একজন বাংলাদেশি ডেলিগেট হিসেবে বক্তব্য রাখে। সেই বক্তব্যে সে তুলে ধরেছে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গন কিভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের ফোর্সড লেবার, আর্লি ম্যারেজ, ইলিগ্যাল ট্রাফিকিং ও জেন্ডার বেইসড ভায়োলেন্সের মত নানাবিধ হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের ঝুঁকিতে ফেলছে।

এ বছর ১১৩টি দেশ থেকে অর্ধ শতাধিক ডিপ্লোম্যাট ও তিন শতাধিক ডেলিগেট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ফাতিহার আগে বক্তব্য রাখেন ১৯৯৬ সালে শান্তিতে নোবেল জয়ী বর্তমানে পুর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি হোসে রামোস হোর্তা। বিগত বছরগুলোতে এই পুরস্কার পেয়েছেন ইরাকের সুফিয়ান হোসেইন, গাম্বিয়ার এনফামারা জওয়ানেহ, ইটালির এলিনা মার্টিন, যুক্তরাষ্ট্রের জেন্নাহ এলফমান, ইরানের নাজানিন আফশিন, ভারতের শিনা চৌহান, পাপুয়া নিউ গিনি'র অগাস্টিন ব্রায়ান এবং তাইওয়ানের চেন হান্ঙ।

সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা

প্রথম পাতার পর

সুষ্ঠু বিচার হয়। বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি নেই। গাজীপুরের শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলামের মৃত্যু নিয়ে তাদের কনসার্ন জানিয়েছে। বিষয়টি দেখা হবে।'

গত মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকায় আসেন উজরা জেয়া। তাঁর সঙ্গে এই সফরে আরও এসেছেন দেশটির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উজরা জেয়ার বাংলাদেশ সফরে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় আসবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকার, শ্রম সম্পর্কিত বিষয়, মানব পাচার ও রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন দিক। মত প্রকাশ ও সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, প্রান্তিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কেও মার্কিন প্রতিনিধিদলটির অংশীজনদের সঙ্গে কথা বলার কথা ছিল।

আরডেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাংলাদেশের আনোয়ার শাহজাহান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আনোয়ার শাহজাহান

যুক্তরাজ্য ও বার্লিনের (জার্মান) খ্যাতনামা আরডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন আরডেন স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশের আনোয়ার শাহজাহান। আগামী ১০ থেকে ১২ জুলাই ৩দিন ব্যাপিচূড়ান্ত পর্বের ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে।

আরডেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে আনোয়ার শাহজাহান গতকাল একটি টুইট করেছেন। তিনিলিখেছেন "স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার পথ দেখায়। এ রকম স্বপ্ন নিয়েই আরডেন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়েছি। ৬৭জন প্রার্থীর মধ্য থেকে আমিসহ ১৩জন ফাইনাল রাউন্ড নির্বাচনেরসুযোগ পেয়েছি"।

আরডেন ইউনিভার্সিটির লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লিডস এবং জার্মানির বার্লিন ক্যাম্পাসের ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীএ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। যিনি নির্বাচিত হবেন, তাঁকে এই ৫টি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে হবে।

আনোয়ার শাহজাহান বাংলাদেশ এবং প্রবাসে একজন লেখক, সাংবাদিক এবং সংগঠক হিসেবে পরিচিত। তার প্রকাশিত ৩টিইংরেজি অনুবাদসহ গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে ৯টি। এছাড়াও তিনি একটি অনলাইন পোর্টালের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকরছেন। তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত।

আনোয়ার শাহজাহানের জন্ম সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায়। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি স্বপরিবার নিয়ে লন্ডনে বসবাসকরছেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্ক সিটির অদূরে আপস্টেট হাডসনে এক মনোমুগ্ধকর ছায়া ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রটন পয়েন্ট পার্কে ৯ জুলাই রোববার শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন হয়েছে । শেরপুর জেলা সমিতির সাধারন সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় সকাল ১১.১৫ মিনিটে লাল- নীল বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন লেখক- সাংবাদিক ও শেরপুর জেলা সমিতির প্রধান উপদেষ্টা, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল কাশেম ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট রিয়েলেটর ইনভেস্টর নুরুল আজিম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন । বৈরী আবহাওয়ার কারনে বনভোজনে স্বশরীরে উপস্হিত হতে না পেরে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রবাসী শেরপুর বাসীদের পার্শে সহযোগিতার হাত নিয়ে ভবিষ্যতেও থাকবেন বলে দৃঢ আশাবাদ ব্যক্ত করেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক সিটির সম্মানিত মেয়রের দক্ষিন এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, সাংবাদিক মোহাম্মদ সাঈদ,বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাবের সভাপতি কে. এম কিবরিয়া , মার্কস হোম কেয়ারের প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ -আল-কাফি ,নাটোর জেলা সমিতি সাধারণ সম্পাদক এম. মোজাম্মেল হক, ইঞ্জিনিয়ার প্রদোষ চক্রবর্তী প্রমুখ । এ সময় প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রায় আড়াই শতাধিক প্রবাসী শেরপুর বাসীসহ আমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

সৈয়দ খসরু নিউইয়র্ক মহানগর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান ৮ জুলাই শনিবার জানিয়েছেন, সম্প্রতি সাধারন সম্পাদক মোঃ ইমদাদুর রহমান চৌধুরীর মমতাময়ী মাতা আলহাজ্ব মমতাজ বেগম চৌধুরী বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহী ওয়াইন্না হীলাহীর রাজিয়ুন। সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী মায়ের লাশ নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়াতে তার এই অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ব্যাপারে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ রফিকুর রহমান।

ষড়যন্ত্রের ফলে কানেকটিকাটের 'ফোবানা সম্মেলন'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রবাসীদের সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক স্টিয়ারিং কমিটির কতিপয় পদালোভী কুচক্রী ব্যক্তি। স্টিয়ারিং কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যানের পদ পরিবর্তনের চেষ্টা করে চাপ প্রয়োগ করায় তা মানতে রাজি হননি আয়োজক কমিটি। ফলে কানেকটিকাটে ফোবানা সম্মেলন বাতিল করা হয়।

আগামী সেপ্টেম্বর ১-৩ লেবার ডে'র সপ্তাহান্তে কানেকটিকাটের নিউ হ্যাভেনে শহরে উক্ত ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এ সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)। বাক-কে দায়িত্ব প্রদানের কয়েকমাস পরেই নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান পদ নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে নেতৃবৃন্দরা। চলে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। নিউ ইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডাও হয় নেতৃবৃন্দের মাঝে।

গত ৬ জুন নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে মূলত সংগঠনটির কর্তৃত্বের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বাক-বিতন্ডাসহ চরম হট্টগোলের সুচনা হয়। পরে সবাইকে শান্ত করে সংবাদ সম্মেলন শেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তিক্তরা বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই আলী ইমাম স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর লিখিত বক্তব্য দেন শাহ নেওয়াজ। আলী ইমাম তার বক্তব্যে নিজেকে ফোবানার চেয়ারম্যান দাবী করায় গিয়াস আহমেদসহ কয়েকজন এর প্রতিবাদ করেন এবং সংবাদ সম্মেলন হৈচৈ আর হট্টগোলে পরিণত হয়। চলতে থাকে বাক-বিতন্ডা। এ সময় গত বছর কানাডা সম্মেলনের ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির একটি সভার ডকুমেন্ট প্রদর্শন করে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমাদের কাছে সভার ডকুমেন্ট আছে, সেখানে সভার স্বাক্ষরও রয়েছে। এতে আমি ফোবানার চেয়ারম্যান আর শাহ নেওয়াজ মেম্বার সেক্রেটারী। উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি গিয়াস আহমেদ আহুত এক সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা'র উপদেষ্টা ও স্টিয়ারিং কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরছিলেন আয়োজকরা। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। এ সময় এক সাংবাদিক বর্তমানে ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান কে? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সেখানে উপস্থিত মোহাম্মদ হোসেন খান বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আলী ইমাম শিকদার ফোবানার বর্তমান চেয়ারম্যান। আর এমন উত্তরে মুহূর্তেই চড়াও হয়ে ওঠেন গিয়াস আহমেদ। যিনি স্টিয়ারিং কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন। এ সময় গিয়াস আহমেদ বলেন, এটা বলার জন্য আপনাকে এই অথরিটি কে দিয়েছে? হু আর ইউ? সংবাদ সম্মেলনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলে সবাই দাড়িয়ে যান। এ সময় বেশ কয়েকজন পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে কয়েক মিনিট উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কয়েক মিনিট পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকার পর ঠিক আগের বিষয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়। তখন সংবাদ সম্মেলনে আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে স্টেয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ এবং মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ তাদের কমিটির বিভিন্ন আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ সবার সামনে তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন স্বাভাবিকভাবে চলে। কিন্তু ফের শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। বেশ কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকার পর সংবাদ সম্মেলনে দাড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ সবাইকে শান্ত করে বলেন, গিয়াস ভাই, আমি এবং আমাদের আগের স্টেয়ারিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে নতুন করে নতুন সদস্য যুক্ত করে আমরা সবার সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো। তিনি বলেন, গিয়াস ভাই যে কমিটি ঘোষণা করেছেন আমরা সেটা রেখেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো। স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা যে কমিটি ঘোষণা করেছি তা রেখে নতুন করে সমন্বয় করে দ্রুত সবার সামনে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো।

এ ঘটনার এক মাসের মধ্যেই চিত্র পাল্টে যায়। ভেতরে ভেতরে বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)এর নেতৃবৃন্দদেরকে চাপ প্রয়োগ করেন এই বলে যে, ফোবানার চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদারের নেতৃত্বে কানেকটিকাটের ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু অন্যায় তারা মেনে নেয়নি বাক নেতারা। তারা সাফ জবাব দিয়েছেন পুর্ব ঘোষিত স্টেয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বে ফোবানা সম্মেলন হলে তারা করবেন তা নাহলে বাক ফোবানা সম্মেলন করবেন না। বাকের এ সিদ্ধান্তের পর গিয়াস আহমেদ ও শাহনেওয়াজের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। উভয়েই আগামী সেপ্টেম্বর ১-৩ লেবার ডে'র সপ্তাহান্তে কানাডার টরোন্টোতে পৃথক পৃথক ফোবানা সম্মেলন করার ঘোষনা দেন।

এ বিষয়ে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কানেকটিকাটে ফোবানা সম্মেলন বাতিলের অন্যতম কারণ হচ্ছে কিছু দুষ্ট লোকের কুচক্রান্ত। তারা আমাকে মাইনাস করে সংগঠনের চেয়ারম্যান দাবিদার আলী ইমাম শিকদারের নেতৃত্বে কানেকটিকাটে ফোবানা সম্মেলন করা ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু বাক তা করতে দেয়নি। আমিও এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলাম বলেই ব্যাড এলিমেন্টদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয়নি। তবে ফোবানা নিয়ে চক্রান্তকারীদের চিরদিনের মত প্রতিহত করা হবে। আমরা শিগিগির সে ব্যবস্থা করবো।

ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। পরে ক্ষুদেবার্তায় জানতে চাওয়া হয় পুর্বঘোষিত কানেকটিকাটের ফোবানা বাতিল করা হয়েছে, এর কারণ কি? দোয়া করে জানাবেন। কিন্তু তিনি সঠিক উত্তর না দিয়ে বলেন তিনি কানাডায় রয়েছেন সোমবার ফিরে এসে ফোন করবেন। তিনি ফোন করে আর কোন জবাব দেননি। ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম মুঠো ফোনে জানান, কানেকটিকাটে সুবিধামত হল খুঁজে পাইনি ফলে ফোবানা সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। যদিও তার এ কথার মিথ্যাচারিতার প্রমান পাওয়া গেছে। তার দেওয়া এ তথ্য সঠিক নয় বলে ফোবানার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)-এর সভাপতি, সাধারন সম্পাদক, সহসভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদককে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়ে সঠিক কারন জানতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা এ বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমরা কারও সাথে যুদ্ধে জড়াতে চাই না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নৌবাহিনী বিএনএস শের-ই-বাংলার নবনির্মিত ঘাঁটি, ৪১টি পিসিএসের ৪টি জাহাজ ও ৪টি এলসিইউর কমিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নৌবাহিনীর প্রধান বিএনএস শের-ই-বাংলার বেস কমান্ডার, ৪টি জাহাজের কমান্ডার এবং ৪১ পিসিএসের ৪টি এলসিইউর কাছে কমিশনিং ফরমান হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বিএনএস শের-ই-বাংলা ঘাঁটি এবং ৪১ পিসিএসের ৪টি জাহাজ ও ৪টি এলসিইউর নেমপ্লেটও উন্মোচন করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, সরকার নৌবাহিনীসহ সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে, ফলে তারা আন্তর্জাতিক স্তরের যোগ্যতা ও মান অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হেলিকপ্টার কেনার পাশাপাশি সাগরে নজরদারি ও নিরাপত্তা জোরদার করতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কাজ চলছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা চাই আমাদের দেশ এগিয়ে যাক। আমাদের নৌবাহিনী ইতিমধ্যে অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী “বায়ার নেভি” থেকে “বিল্ডার নেভি”-তে পরিণত হয়েছে।’

বিএনএস শের-ই-বাংলা ঘাঁটি এবং নৌবাহিনীর ৮টি জাহাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই ঘাঁটি ও জাহাজগুলো তাদের নিজ নিজ অপারেশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা ছাড়াও সমুদ্রে দেশি-বিদেশি জাহাজ এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে।

দেশ-বিদেশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাজের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নৌবাহিনী শুধু দেশেই নয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও বিশাল অবদান রেখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বহুজাতিক মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে ভূমধ্যসাগরে সফলভাবে মোতায়েন করায় বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বদলে গেছে। বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ফোবানা এখন অনৈক্য আর বিভেদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পৃথকভাবে ফোবানা সম্মেলন করবেন কানাডার টরেন্টো শহরে একই দিনে।

টরেন্টো ফোবানা অনুষ্ঠানের (শাহ নেওয়াজ) জন্য আবুল আজাদ আহবায়ক , বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া চেয়াম্যান ও নজরুল ইসলাম মিন্টু প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত হলেন। গত ৮ জুলাই রোববার কানাডার টরেন্টো শহরের ড্যানফোর্থস্থ আলমানী রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি কানাডিয়ান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক আবুল আজাদের পরিচালনায় এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সম্পাদক শাহ নেওয়াজ,সহসভাপতি কাজি আজম, সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন খান ও সদস্য নিশান রহিম । সভায় স্টিয়ারিং কমিটি টরেন্টো শহরে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আহবায়ক আবুল আজাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি হস্তান্তর করেন এক্সিকিউটিভ সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

মত বিনিময় সভায় আরও অংশ নেন ১৪তম ফোবানার আহবায়ক মাহবুব রব চৌধুরী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড.জসিম উদ্দীন আহমেদ, বাবুল চৌধুরী, এডভোকেট অদিয়া বেগম, মার্জিয়া হক ও শহিদুল হক। উল্লেখ্য আগামী ১-৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ টরোন্টো শহরে ৩৭ ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ফোবানা অপর অংশের সংবাদ সম্মেলনে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ সংগঠনের জন্য ক্ষতিকারকদের ফোবানা থেকে বের করে দেবার ইঙ্গিত দিলেন। এদের মধ্যে আলী ইমাম শিকদার ও কাজি আজম রয়েছেন। সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি ফোবানা নিয়ে সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেন। তিনি মোহাম্মদ হোসেন, কাজি আজম ও আলী ইমামদের হাতে বন্দী। এই ৩ জনের কারনেই ফোবানা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। শাহ ওেয়াজ গাডর্স নিয়ে কাজ করতে পারেন না। ১-৩ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টো শহরের শেরাটন হোটেলে আরেকটি ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এটির সাথে শাহ নেওয়াজদের সম্মেলনের কোন সম্পর্ক নেই।

৮ জুলাই শনিবার জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. মাসুদুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, সৈয়দ এনায়েত আলী, এলিন রহমান, মফিজ ভূইয়া ও শাহাদত হোসেন রাজু। সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস আহমেদ বলেন, শাহ নেওয়াজদের সাথে মিলে যাওয়ার এখনও সম্ভাবনা রয়েছে। সবশেষে টরেন্টোতে একটি ফোবানা হলেও হতে পারে।

এদিকে জাকারিয়া চৌধুরী , বেদারুল ইসলাম বাবলা, আতিকুর রহমান ও শাহেদা শিকদার হাই এর নেতৃত্বাধীন অংশের ফোবানা হচ্ছে কানাডার মনিট্রয়লে। টেক্সাসের ডালাসে অনুষ্ঠিত হবে রেহান রেজা, আহসান চৌধুরী,মাসুদ রব চৌধুরী, নাহিদ খান ও আবীর আলমগীরদের নেতৃত্বাধীন অংশের। সবগুলো ফোবানা সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১-৩ সেপ্টেম্বর লেবার ডে উইকেন্ডে।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের ঐক্য আর সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিন দশক আগে ফেডারেশন অব বালাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা বা ফোবানা নামের সংগঠনটি সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। হাওর-নদী-সাগর পাড়ি দেওয়া স্বদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ফোবানা তার যাত্রা শুরু করে। ফোবানা সম্মেলন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের আনন্দ অভিযাত্রার তিলক হয়ে উঠে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনে অংশ নিতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। আমেরিকা ও কানাডার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিরা যেমন ছুটে আসতেন, তেমনি ইউরোপ থেকে অতিথিরা এসে যোগ দিতেন এই সম্মেলনে। নেতৃত্ব আর দখলদারির কবলে পড়ে আজ জৌলুষ হারিয়েছে ফোবানা। একই নামে আমেরিকার একাধিক শহরে ফোবানা সম্মেলন হচ্ছে। টানাপোড়েনের কারণে প্রবাসীদের ফোবানার

প্রতি আগের সেই আবেদন আর নেই। তারপরও ফোবানার নাম শুনলে প্রবাসের লোকজন শিহরিত হোন। স্বপ্ন দেখেন, দূর দেশে নিজেদের ঐক্য আর সংহতির।

ফোবানার এই বিভক্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সংগঠনের আজকের এই অবস্থার জন্য নেতৃবৃন্দের সেচ্ছাচারীতা, পদ পদবীর জন্য লোভের বহিঃপ্রকাশ বলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মনে করছেন।

অল ইউরোপিয়ান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন সাংবাদিকদের অনেক দায়িত্ব সমাজে তাদের সেই দায়িত্ব গুলো সঠিক পালন করতে দূতাবাসের যদি কোন সহযোগিতা লাগে অব্যাহত থাকবে । তিনি আরোও বলেন ইতিমধ্যে স্পেন দূতাবাসের ই- পাসপোর্ট সেবা চালু করা হয়েছে। সবারই প্রবাসের মাটি থেকে প্রবাসীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য এক সাথে কাজ করা উচিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডয়চে ভেলে□ বাংলা বিভাগ প্রধান খালেদ মুহিউদ্দীন , তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেন সাংবাদিকতা করতে হলে নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শকে মেনে করতে হবে । তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন অভিষেক অনুষ্ঠান কী তিনি সেটা বোঝেন না কিন্তু যখন প্রবাসীরা একত্রিত হয়ে আনন্দ উদযাপন করে সেটা তিনি অনুভব করতে পারেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাবের এই অনুষ্ঠানে এসে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন বার্সেলোনায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তরিকতা এবং ভালোবাসায়। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব, বি এফ ইউ জি ও বার্তা প্রধান নাগরিক টিভির দীপ আজাদ বলেন সাংবাদিক একটি মহান পেশা , মানুষের কাছ থেকে এ পেশার উপর আপনি চাইলে সমাজকে আলোকিত করতে পারেন , আবার চাইলে সমাজকে বিভ্রান্তি এবং অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারেন । তাই কমিউনিটিরও উচিত সৎ ,পরিচ্ছন্ন মানুষকে এগিয়ে যাওয়া ।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন বলেন ,প্রবাসে সাংবাদিকতা একটি কঠিন কাজ , যে কাজটি করে যাচ্ছেন সাধারণ প্রবাসীরা । প্রবাসীর সংবাদ, সাংবাদিকতা ভূমিকা রেখেছেন অতুলনীয় ।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন ই পি বি এ সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে র আহবায়ক শাহনুর খান ।

উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ ফারুক খান , সি আই পি নজরুল ইসলাম ও মনোয়ার ক্লার্ক সংগঠনের সদস্যদের ফুল দিয়ে অভিষিক্ত করেন।

সংগঠনের সভাপতি জাহিদ মমিন চৌধুরী অনিবার্য করানবশত উপস্থিত হতে পারেন নি। সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , লাবন্য চৌধুরী সিনিয়র সহসভাপতি বকুল খান, সাধারণ সম্পাদক , ফেরদৌস করিম আখন্‌জী সহ সভাপতি , সেলিম আলম সহ সভাপতি মাহিদুল ইসলাম সবুজ সহ সভাপতি, মহিউদ্দিন হারুন সহ সভাপতি, এম সি রুমেল আন্তর্জাতিক এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক , জিয়াউল হক ঝুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক , মনিরুজ্জামান টিটু সাংগঠনিক সম্পাদক , জেবুন্নেছা জেবু, মহিলা সম্পাদিক, সৈয়দা ইসরাত জাহান মানবাধিকার ও অভিবাসন সম্পাদক , নির্বাহী সদস্য শাওন আহমেদ ও আরশাদ সুমন ।

মাদ্রিদ থেকে আগত অতিথি দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আন্দালুস ও জুসেরার ডিরেক্টর মনোয়ার হুসেন মনু ,বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সাবেক সভাপতি কাজী এনায়েতুল করিম তারেক , সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি□ আল আমিন মিয়া , সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল আমিন , বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদের উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম , বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুদ্দিন রাজি , বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক□ পিয়াস পাটোয়ারী ।

ফ্রান্স থেকে আগত ফ্রান্সের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফারুক খান, লিগ্যাল এইড, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এ এম আজাদ, আইপিটিপি ওয়েব নিউজ এর চেয়ারম্যান বদরুল বিন আফরোজ ।

ইতালি থেকে আগত নারী উদ্যোক্তা ডেইজি আফরোজা , বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিকুর রহমান প্রমুখ। অভিষেক অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে বার্সেলোনার স্থানীয় শিল্পীদের এক মনো মুগ্ধকর পরিবেশে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পরিবেশনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাখতে ইভান স্টিফেনেকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্য জুনে জোসেপ বোরেলকে চিঠি লেখেন।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানানোর বিষয়টি এবারই প্রথম নয়। রাশিয়ার শেষ মন্তব্যের মাসখানেক আগে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে চীন। গত মাসে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাংলাদেশের বিশেষায়িত নিরাপত্তা বাহিনী র‍্যাব ও এর কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানকে সমর্থন করে চীন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় চীন সব সময় সমর্থন দেবে।

উল্লেখ্য যে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব এবং সংস্থাটির সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়।

ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা অবগত। আসলে একটি নির্দিষ্ট দেশ (যুক্তরাষ্ট্র) নিজের জাতিগত বৈষম্য, আগ্নেয়াস্ত্রের সহিংসতা ও মাদক বিস্তারের মতো সমস্যাগুলোর দিকে না তাকিয়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অজুহাত দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে নাক গলাচ্ছে এবং আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইস্যুতে শক্তভাবে বাংলাদেশি জনগণের অবস্থান ব্যক্ত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিশ্বের একটি বড় অংশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মনের কথা ব্যক্ত করেছেন।’

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এর আগেও রাশিয়ার মার্কিনবিরোধী অবস্থান প্রকাশ্যে এসেছে। গত বছর রাজধানীর শাহীনবাগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রাজধানীর শাহীনবাগে এক বিএনপি নেতার বাসায় যান। এই বিএনপি নেতা ৯ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন। ওই দিন হঠাৎ করেই সেখানে হাজির হন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে সশস্ত্র বাহিনীতে হত্যা ও নিখোঁজের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ‘মায়ের কান্না’র সদস্যরা। নিরাপত্তার আশঙ্কায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে সেখান থেকে সরাসরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিরাপত্তার শঙ্কার কথা জানান।

পরদিন ১৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানকে তলব করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্র তখন ঢাকায় পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল।

এ নিয়ে বাংলাদেশে নানামুখী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঢাকার রুশ দূতাবাস তাদের ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে বলে, ‘রাশিয়া অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ বিদেশি শক্তির নেতৃত্ব অনুসরণ না করে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে, সেসব দেশের প্রতি রাশিয়া পুরোপুরি সমর্থন জানায়।’

বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে নিকট প্রতিবেশী ভারতের ভূমিকা নিয়েও সব সময় আলোচনা হয়ে থাকে। যদিও সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর গণমাধ্যমে বলেছেন, প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় না ভারত। তবে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে বাংলাদেশের নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। আগামী নির্বাচন নিয়ে ভারতের যুক্ততার কথাও কূটনৈতিক মহলগুলোয় শোনা যায়।

দুই দলের ‘এক দফা’ কর্মসূচীতে উত্তাপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না। যখন ডাক দেব তখন মাঠে চলে আসবেন। কোনো অপশক্তির সঙ্গে আপস করবেন না। যারা মায়ের বুক খালি করেছে, রক্তের হলি খেলা করেছে তাদের সঙ্গে আপস নয়’। তিনি বলেন, ‘বিএনপির এক দফা হচ্ছে শেখ হাসিনার পদত্যাগ। আমাদের কথা একটা শেখ হাসিনা ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না। নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের মানুষ যে নেত্রীকে পছন্দ করেন, যার উন্নয়নকে পছন্দ করেন, যার পরিশ্রম ও সততাকে পছন্দ করেন তার অধীনে নির্বাচন হবে’।

বিএনপির একদফা নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা স্বপ্ন দেখছেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সে স্বপ্ন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নয়াপল্টনে কাদা পানিতে আটকে গেছে। আওয়ামী লীগ খেলতে নামলে কোনো অপশক্তি সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

বিএনপির নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের এক দফা

বুধবার রাজধানীর নয়া পল্টনে আয়োজিত সমাবেশ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী বর্তমান ফ্যাসিবাদী, কর্তৃত্ববাদী সরকারের পদত্যাগ ও বিদ্যমান অবৈধ সংসদের বিলুপ্তি, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠন ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে তার অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দীর মুক্তি, মিথ্যা-গায়েবী মামলা প্রত্যাহার, ফরমায়েশি সাজা বাতিল এবং সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে রাজপথে সক্রিয় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ যুগপৎ ধারায় ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও সফল করার ঘোষণা করছি’।

এক দফা দাবির পক্ষে কর্মসূচীর কথা জানিয়ে মির্জা ফখরুল আগামী ১৮ জুলাই ঢাকাসহ সারা দেশের জেলা ও মহানগরে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা এবং পরদিন ১৯ জুলাই শুধু ঢাকায় শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ‘এটি হলো প্রাথমিক কর্মসূচি। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরে কর্মসূচি দেওয়া হবে’।

সমাবেশে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘জনগণের প্রতিবাদের সুনামি শুরু হয়েছে। আজকের এই সমাবেশ তার প্রমাণ। অনেক চেষ্টা করেছে এটাকে বানচাল করার। ঠেকিয়ে রাখতে পারে নাই। একটা মাত্র আশা মানুষের, পরিবর্তন চাই’।

প্রধান শর্ত শান্তি ও নিরাপত্তা

বুধবার রাজধানীতে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে দেশের দুটি বড় দল সমাবেশ করায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কথার লড়াই চললেও তা অহিংস পর্যায়ে রয়েছে। সব রাজনৈতিক দলই এই একটি বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছে। একই সাথে দেশের বাইরের বিভিন্ন পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে।

ঢাকায় উজরা জেয়া ও ডোনাল্ড লু

গত মঙ্গলবার নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া। তাঁর সঙ্গে আছেন দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু। নয়াদিল্লিতে উজরা জেয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আশা করছে। নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিয়ে দেশটির সরকারের সঙ্গে কথা হবে।

উজরা জেয়া তাঁর ঢাকা সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি। এর বাইরে রাজনীতিক, মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম, নির্বাচনের অংশীজনদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। বুধবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরেও যান উজরা জেয়া ও তাঁর সহকর্মীরা।

এর আগে গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলাকে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে না যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিয়ে অন্য কোনো দেশ যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আমরা সেটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মনে করি না। মার্কিনরা এ ধরনের আলোচনাকে স্বাগত জানায়। কারণ, এটা দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।’

ঘুরছেন ইইউ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে পরিস্থিতি দেখেশুনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ঢাকায় গত মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ইইউ প্রাক্-পর্যবেক্ষণ মিশনের বৈঠকের পর ইইউ প্রতিনিধিদলের প্রধান রিকার্ডো শেলেরি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বৈঠকে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কমিশনের সক্ষমতা ও প্রস্তুতির কথা জানতে চান ইইউ প্রতিনিধিরা।

ইইউ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নির্বাচন কমিশন ছাড়াও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দল, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসসহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে কথা বলছেন। নির্বাচনের সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা কী, তা জানতে চেয়েছেন তাঁরা। বুধবার সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা।

গঙ্গাপাড়ের ঘটি; পদ্মাপাড়ের বাঙাল

শেলী জামান খান

"আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের ঢেউয়ে চেপে
নীলজল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো
আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ধরে
বহু দূর বহু দূর হেঁটে এসেছো"

বন্ধুরা, তোমরা ঠিকই শুনেছো। আমিতো অতলান্তিক পাড়ের সেই দ্বীপবাসিনী। সাগর পাড়েই আমার ঘর। সাগরতটে যোগাসন করি। সাগর জলে স্নান করি। কিন্তু তোমরা যখন বল,

"আমি কখনো যাই নি জলে কখনো ভাসিনি নীলে
কখনো রাখিনি চোখ ডানা মেলা গাংচিলে
আবার যেদিন তুমি সমুদ্র স্নান -এ যাবে
আমাকেও সাথে নিও নেবেতো আমায় বল
নেবেতো আমায়।"

তখন আমারও মন হুঁহুঁ করে ওঠে। বন্ধু বিনা আনন্দে মন বসে না। তাই যেদিন থেকে তুমি তুমি তুমি মিলে সদলবলে সভা করার ডাক এলো সেদিন থেকেই তল্পিতল্পা গুছিয়ে তৈরি হয়ে ছিলাম। দাদাদের সাথে আটলান্টিক সিটির সাগর পারে বঙ্গসম্মেলনে সভা করবো বলে।

এই বঙ্গসম্মেলন দাদাদেরই কীর্তি। তারাই শুরু করেছেন বহু বছর আগে। এটা ছিল ৪৩ তম সম্মেলন। এতদিন বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ সেভাবে ছিল না। কেন ছিল না, তা আমার জানা নেই। অনুমান করি সেভাবে হয়তো বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ করা হয়নি। এর আগের কয়েকটি সম্মেলনে গুটিকতক বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেছে। এই বছরই প্রথম এই সম্মেলন এপার-বাংলা এবং ওপার-বাংলার বাঙালিদের এক ছাদের নিচে নিয়ে এসেছিল। ঘটি এবং বাঙালরা প্রাণের সাথে প্রাণ বেঁধেছিল।

বহুল আকাঙ্খিত ৩ দিনব্যাপী এই সম্মেলন শুরু হয়েছিল গত শুক্রবার, ৩০ জুন সন্ধ্যায়। আটলান্টিক সিটিতে সাগর তীরে জমে উঠেছিল বাঙালি মিলন মেলা!

ওপারের দাদারা আমাদের বাঙ্গাল বলে ডাকেন। আমরা তাদের বলি, ঘটি। এই বিভাজনটা শুরু হয়েছিল মূলত নদীর হিসেবে। পরে তা দানা বাঁধে সীমান্ত নিয়ে। দেশভাগের পরপরই। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ দু'পারের মানুষই বাঙালি। আজীবন একসাথেই থাকা, ওঠাবসা। আবার অমিলও ছিল। অমিল ছিল চলনে, বলনে, খাদ্যে এবং পোশাকে। যেমন, ঝাল বনাম মিষ্টি। কিপ্টা বনাম দরাজ দিল। আমরা মাথা গরম; ওরা ঠান্ডা মাথার লোক ইত্যাদি। কখনও-সখনও এই বিবাদ খানিকটা মান-অভিমানে রূপ নিতো। এইসব রেষারেষি, খুনসুটি ভুলে যেতেও সময় লাগতো না। বাঙালদের প্রিয় শর্ষে-ইলিশ, কচুর লতি, পুঁইশাক ঢুকে পড়েছিল ঘটির হেঁসেলে। অন্যদিকে বাঙালরাও আলুপোস্ত, চিংড়ির মালাইকারী খেতে শিখে গিয়েছিল।

এই বিভাজন নিয়েও সুখেদুখে বাঙালিরা একসাথেই ছিল। কিন্তু বিভাজনটা দেশভাগের পরপর খুব কঠিন, খুব প্রখর সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছিল। এই বাঁক-বিতন্ডায় কতটা তিক্ততা ছিল তা দেশত্যাগী বাঙালিমাত্রই জানেন। এবং হাড়ে হাড়ে অনুভবও করেছিলেন। যদিও এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

তবে বাজারে একটি কথা খুব জোড়েশোরেই চালু আছে। আজও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি দাদারা নিজেদেরকে পূর্ববঙ্গের বাঙালি ভাইদের চেয়ে একটু উঁচুদরের মনে করেন। অথাৎ কিনা ধুতি-বাবুরা নিজেদের সেরা ভাবতে ভালোবাসেন।

তবে তারাতো আমাদেরই দাদা-দিদির দল। দাদারা একটু দাদাগিরিতো করতেই পারেন। সেই বৃটিশভারত কাল থেকেই করে আসছেন কিনা। আমার কথা হল, তা না হয় তারা করুন। তাছাড়া তাদের দেশখানা আমাদের চেয়ে আয়তনেও ঢেড় বড়। বড় ঘরের লোকদের কথাও বড় হবে। ছোটদের কি এত ধরতে আছে?

অখন্ড ভারতবর্ষের আমলেও পূর্ববঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক চাল, নীল-নকশা, ভাঙ্গা-গড়াতো কম হয়নি। সেই তখনও পূর্ববাংলা ছিল অবহেলিত। পূর্ববাংলার পিছিয়ে পড়ার কারনটা ছিল রাজনৈতিক। কারনটা ছিল অবস্থানগত। কলকাতা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল; ঢাকা ছিল ততটাই গুরুত্বহীন। আমাদের বলা হত পলিমাটির গন্ধমাখা নিরেট বাঙাল। আমাদের ভাষা কটকটে নদিয়া-শান্তিপুরী টাইপ নয়। বাঙাল ভাষায় রয়েছে অপিনিহিতির প্রভাব। আমরা পদ্মাপাড়ের মানুষরা বলি, খাইমু, জাইমু। অন্যদিকে গঙ্গাপাড়ের ঘটিরা রাঢ় বাংলায় কথা বলেন, খাচ্ছি দিচ্ছি, যাচ্ছি। তাদের ভাষাটাও খুব কচকচে। আমাদের মত মাটি মাটি গন্ধ নেই তাতে।

পশ্চিমবঙ্গে যত কীর্তিমান মানুষ আছেন, যাদের নিয়ে তারা গর্ব করেন, তারাতো অনেকেই আমাদেরই লোক ছিলেন। এপার থেকে ওপারে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রনাথ থাকলে আমাদের বাঙাল জীবনানন্দ রয়েছেন। রবিবাবু জন্মসূত্রে কলকাত্তাইয়া ঘটি। তবে তাঁর পূর্ব পুরুষরা কিন্তু আমাদের মত বাঙালই ছিলেন। তাই বলা যায়, তোমাতে আমাতে মিলে আমরাই আমরা! এত গর্ব করা কী মানায়?

প্রশ্ন হল, দাদা-দিদিরা, তোমরা ভাল আছতো? কারন "পাক সার জমিন সাদ বাদ" যেমন আমাদের নিজস্ব ছিল না, তেমনি "বন্দে মাতরম" কিন্তু তোমাদেরও নিজস্ব নয়। হিন্দি বা উর্দু এই দুটোই চাপানো উতর! কোনটাই বাঙালিদের নিজস্ব ভাষা নয়। তাই চেয়ে দেখো, এযাত্রায় আমরাই কিন্তু জিতে গেছি। আমরা মাতৃভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি। রক্ত দিয়েছি। নিজের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা এখন নিজের মায়ের ভাষায় প্রাণের গান গাইতে পারি। আমরা দল বেঁধে, গলা ছেড়ে গাই, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

তোমরা তোমাদের দেশে বাংলাটা ঠিক টিকিয়ে রাখতে পারছোতো? দুই নদীর, দুই পাড়ের মানুষের যৌথ চেষ্টা না থাকলে ভাষাটা কিন্তু হারিয়ে যাবে। যাচ্ছে! এসব নিয়ে ভাববার সময় কিন্তু এসে গেছে দাদা।

দুই বঙ্গের মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া, ভিসার গন্ডি থাকলেও বহির্বিশ্বে এসে আমাদের কিন্তু চেষ্টা করতে হবে প্রাণের সাথে প্রাণ মেলাতে। তাইতো গঙ্গা এবং পদ্মার সীমানা পেরিয়ে আমরা বাংলাদেশিরা এবার বিপুল আগ্রহ নিয়ে দলেবলে যোগ দিয়েছিলাম বঙ্গসম্মেলনে। মোদ্দাকথা হলো, ঘটি-বাঙালের সম্পর্ক যতই আদায় কাঁচকলায় থাকুক না কেন, তারা কিন্তু পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারে না। সেই বৃটিশ ভারতের সময় থেকেই দুই পারের বাঙালিরা তাদের সংস্কৃতি, খাদ্য, ভাষা, পোশাকআশাক, ভাবের আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ করে চলেছে পরস্পরকে।

বঙ্গসম্মেলন কেমন হয়েছে? সফল না বিফল হয়েছে, এসব নিয়ে কিছুতো বলাই যায়। বলা উচিত। কারন, এমনতর একটি আয়োজন শতভাগ সফলতার দাবী রাখে বৈকি। কিন্তু আমি শুধু এটুকুই বলবো, যে পরিমান আগ্রহ, আকাংখা এবং উত্তেজনা নিয়ে বঙ্গসম্মেলনে অংশ নিয়েছি, তা পূরণ হয়নি। এ শুধু আমার একার কথা নয়। ইতোমধ্যেই চারিদিকে এই রব উঠে গেছে।

অনুষ্ঠানটি এলোমেলো, অগোছালো এবং খাপছাড়া মনে হয়েছে। পেয়িংগেস্টদের জন্য ব্রেকফাস্ট-লান্চ-ডিনারের ব্যাবস্থা ছিল। কিন্তু খাওয়ার আয়োজন ছিল দৃষ্টিকটুভাবে নিম্নমানের। পরিবেশনেও অনিয়ম, অবহেলা ছিল। অনেকেই সময়মত খাবার পাননি। এই নিয়ে শিল্পী এবং অতিথিদের মধ্যে লক্ষনীয়ভাবে হতাশা ছিল।

জিম হুইল্যান বোর্ডওয়াক হল আমেরিকার ন্যাশনাল হ্যারিটেজ ল্যান্ডমার্ক। এটি ১০ হাজারের বেশি লোকের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এক নান্দনিক স্থাপনা। মিস আমেরিকা প্রেজেন্ট, ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় কনভেনশন, বিটলস দলের কনসার্টও এই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।অথচ সেই একই মঞ্চে সনু নিগাম, জাভেদ আলীর লাইভ অনুষ্ঠান দুটো মনোমত উপভোগ করা যায়নি। কারন অতো বড় হলে সাউন্ড সিস্টেম, আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা কোনটাই ভালো ছিল না। মঞ্চের শিল্পীকে পরিস্কারভাবে দেখাই যায়নি। লাইটের ঝলকানীতে শিল্পীর মুখটাও বোঝা যায়নি।

বাঙালি কিশোর প্রাঞ্জল, সারেগামাপা বিজয়ী অস্মিতা কর, পদ্মপলাশদের গান ভাল লেগেছে। আগত সঙ্গীত শিল্পী জয়তি চক্রবর্তী ইতোমধ্যেই তার ফেইসবুক পেইজের লাইভে এসে বঙ্গসম্মেলনের আয়োজকদের বিরুদ্ধে অব্যাবস্থাপনা এবং অসম্মানের নানা অভিযোগ তুলেছেন।

সাহিত্য আসরের জায়গা হয়েছিল লবির খুবই নিরিবিলি একটি স্থানে। বলা যায় একটি গুপ্ত কক্ষে। সম্মেলনে আগত অনেকে জানতেই পারেননি সেখানে বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেন দুই দেশের এমন অনেক লেখক, কবি, প্রকাশক জড় হয়েছেন। তারা তাদের কথা বলেছেন। কবিতা বা গদ্য থেকে পড়েছেন। খোদ বঙ্গসম্মেলনেই বাংলা সাহিত্যের এমন অবমূল্যায়ন, সাহিত্যিকদের প্রতি এমন অনিহা তাদেরকে বিস্মিত করেছে। ব্যাপারটা ভাববার বিষয়!

অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ওপারের কবি সুবোধ সরকার, কবি ক্যারোলাইন রাইটস, কবি বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়, কবি কৌশিক সেন, কবি রুদ্র শংকর, শিল্পী মৌসুমি হোসেন, লেখক রূপা চক্রবর্তী, প্রকাশক রূপা মজুমদার, সানন্দা পত্রিকার সম্পাদক পায়েল সেনগুপ্ত। এদের সাথে দেখা হয়েছে। আমরা এদের কথা শুনতে পেয়েছি। এটাই ছিল আনন্দের।

সাহিত্য আড্ডায় বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের উপস্থিতি ছিল প্রধান আকর্ষণ। তসলিমা নিজের জীবন, নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। নিজের লেখা কবিতা পড়েছেন।সম্মেলনে তাঁর প্রতি দুই পারের বাঙালিদের সহানুভূতি এবং ভালোবাসা ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সদলবলে উপস্থিতি, সাহিত্য আড্ডায় অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

তবে আনন্দ যে একেবারে হয়নি, তা নয়। কিছু কিছু অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছে অনায়াসেই। অনেক স্বনামধন্য মানুষের উপস্থিতি ছিল। গান ছিল। নাচ ছিল। নাটক ছিল। সাহিত্য আড্ডা ছিল। অনেকেই বন্ধুবান্ধবসহ দল বেঁধে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে। অনেকে এসেছেন পরিবার নিয়ে। তাই সবাই যার যার মত করে নিজস্ব আনন্দ উদযাপন করেছেন।

জিম হুইল্যান হলে অনেক প্রিয় মানুষের সাথে দেখা হয়েছে। বন্ধু বা সতীর্থদের সাথে মধ্যরাতে আটলান্টিক সিটির বোর্ড ওয়াকে হাঁটাহাঁটি করে নৈশভ্রমণ উপভোগ করা গেছে। যদিও একদার জমজমাট এই নগরীতে ক্ষিধের সময় খাওয়ার জায়গার সন্ধান পাওয়া ছিল কঠিন। একদার জৌলুসময় আটলান্টিক সিটি এখন মৃতপ্রায়। তার আগের রূপযৌবন, প্রাচূর্য প্রায় কিছুই নেই।

অনেক ঘাটতি, অপূর্ণতা, অতৃপ্তি এবং অভিযোগ নিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৩ সালের বঙ্গসম্মেলন। বঙ্গসম্মেলনের পরবর্তী রূপরেখা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কর্তাব্যক্তি এবং আয়োজকদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। প্রয়োজনে দুই বাংলার আয়োজকরা একত্র হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিতে আবারও প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমরা বাঙালি এটাই হওয়া উচিত বিশ্বব্যাপী আমাদের একমাত্র পরিচয়। এতে জাতি হিসাবে সারা বিশ্বে বাঙালিদের মর্যাদা বাড়বে। যত দ্রুত 'ঘটি-বাঙাল' ব্যাবধান কমবে ততোই বাঙালিদের জন্য মঙ্গল!

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ও চিন্তার সীমাবদ্ধতা

কাকন রেজা

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বলে আসছি এখান থেকে রাশিয়ার প্রাপ্তি কিছু নেই ধ্বংস ছাড়া। পশ্চিমারা পুতিনকে জড়িয়ে দিয়েছে এই যুদ্ধে। কারণ তারা জানতো রাশিয়ার অর্থনীতির যে অবস্থা তাতে এমন একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে পশ্চিমাদের ধারণার মধ্যে ভারতের কার্যক্রম ছিলো না। তারা রাশাকে এভাবে ব্যাকআপ দেবে এতটা ভাবেনি তারা। পুতিন যে সারা বিশ্বের একনায়কদের ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন, সেটা পশ্চিমাদের মাথায় তখনো শেকড় গেড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু যতই সময় গড়িয়েছে ততই তারা বুঝতে পেরেছে একনায়কদের একত্বটাকে।

আমি এ কথাটা শুরু থেকেই বলছি। তখন দেখেছি অনেকের কনফিউশন। কেউ তো আমাকে পারে তেড়ে মারতে আসে। অনেকেই যারা কনফিউজড ছিলেন, তারাও দেখি এখন পরিষ্কার ভাবে লিখেন আমার কথার পুনরাবৃত্তি।যে পুনরাবৃত্তিতে বলা হয় , ইউক্রেনে রাশিয়ার অনিবার্য পরাজয়ের কথা। হোক পুনরাবৃত্তি আপত্তি নেই। কারণ পুনরাবৃত্তিটাও কাজের। যত বলা হবে ততো মানুষ বুঝতে পারবে। তাদেরও একটা ফ্যান-ফলোয়ার বেইজ রয়েছে, তারা হয়তো বুঝতে পারবে। কিন্তু মুশকিল হলো এখনো অনেকের ঘোর কাটেনি। লাল মলাটের বই পড়াদের ঘোর সহজে কাটে না। এখনো অনেকে বলছেন, রাশিয়ার কিছু হবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে অ্যামেরিকা। চোখের অন্ধত্ব হয়তো দূর করা যায়, কিন্তু চিন্তার অন্ধত্ব দূর করা মুশকিল। একটা প্রাইভেট বাহিনীকে ঠেকাতে যে অবস্থা দাঁড়ালো মস্কোর তাতেও এসব অন্ধদের চিন্তাচক্ষু খোলেনি।

এক সময় হয়তো রাশিয়া আমাদের বন্ধু ছিলো। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব ছিলো ভারতের স্বার্থে, আমাদের প্রতি মমত্ববোধে নয়। তখনকার ভূ-রাজনীতি আর এখনকার ভূ-রাজনীতি এক নয়। এখন ভারত-চীনের বৈরিতা রাশিয়ার মধ্যস্থতায় কমে এসেছে। চিরশত্রু পাকিস্তানের সাথেও অর্থনৈতিক বলয় গড়ে তুলতে অনেকটাই রাজী ভারত, সাথে রয়েছে চীন। ব্রিকস গড়ে উঠেছে সেধারণাতেই। ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নামগুলো দেখুন, ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া। এই দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী? ব্রাজিলের সদ্যসাবেক স্বৈরশাসক বলসোনারোকে ব্রাজিলের রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কোন অকাজটা করতে বাদ রেখেছেন ব্রাজিলের এই স্বৈরশাসক বলতে পারবেন কি? পারবেন না। চীনের প্রেসিডেন্ট আজীবনের। ভারতের মোদিজিকে নিয়ে নাই বললাম। আর রাশিয়া নিয়েই লেখাটা শুরু। সবশেষ যোগ দেয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলতে গেলে, সেদিনও দুর্বৃত্তদের গুলিতে সেখানে নিহত বাংলাদেশীর মুখটা ভেসে ওঠে।আর জার্মান খবরের সংস্থা ডয়চে ভেলে'র প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিলো, 'আগস্টে ব্রিকস-এর সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ', হয়তো দায়িত্বশীলরা ভালো বুঝেই যোগ দিতে যাচ্ছেন। এখনো যেহেতু সম্ভাবনা তাই বাংলাদেশের আলাপটাও থাক। তবে বেলারুশ, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, কিউবা এসব দেশ যদি ব্রিকসে যোগ দেয়, তাহলে অবয়বটা আরো স্পষ্ট হয়। একনায়কদের সম্মিলনের একটা জায়গা হয়।

আবার ফিরি রাশিয়ার আলাপে। বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যমের খবর ও আলাপ শুনলে মনে হয় রাশিয়া যুদ্ধে জিতে বসে আছে। ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বহর দেখে রীতিমত বিস্মিত হই। জানি না, আসলে তারা কাজের (?) অবসরে সারাবিশ্বের ঘটনার দিকে নজর দিতে সময় পান কিনা। যদিও তাদের কাজ খবর নিয়েই, সেজন্যই কাজের সাথে প্রশ্নবোধক চিহ্নটাকে ব্র্যাকেটবন্দি করা। খবর নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের অন্তত ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানটা থাকা উচিত। আমাদের পণ্ডিতদের কথা আলাদা। তারা ফাঁপরবাজি করেই সময় পান না, ভূরাজনীতি নিয়ে ভাবার সময় কখন তাদের। যা দৈববাণী আসে তাই তারা চোখ বুজে বলে যান। তা নিয়েই টকশোতে আলাপ ফাঁদেন, গণমাধ্যমে লিখেন। কদিন আগে কেউ কেউ বললেন, রাশিয়া জ্বালানি বন্ধ করে দিলে ইউরোপ শেষ। কই ইউরোপ কি শেষ? উল্টো তেলের দাম এখন করোনাকালের আগের চেয়েও নেমে গেছে। সৌদি আরব বাধ্য হয়েই তেল উৎপাদন কমিয়েছে, যাতে তেলের দাম কিছুটা বাড়ে। ভাইরে ফাঁপরবাজি আর আয়নাবাজি করে সব সময় টিকে থাক যায় না। বাজিকরি করে ব্যক্তির পেট চলে, কিন্তু দেশ চলতে পারে না।

শেষ করি আমাদের দেশ নিয়ে রাশিয়ার আলাপে। আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যদের নাক গলানোতে নাখোশ তারা। খুব ভালো। কিন্তু আফিগানিস্তানে আগ্রাসন কি ছিলো? মুসলমানদের প্রথম এক্সট্রিমিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো কারা? এখন ইউক্রেনে কী করছে রাশিয়া? জানি, অ্যামেরিকার কথা বলবেন পণ্ডিতকুলপতিগণ। অস্বীকার করছি না, সারাবিশ্বে নানান গ্যাঞ্জামের পেছনে তারা। আমাদের রাজনীতির রুদ্ধশ্বাস অবস্থার শুরুটা তাদের হাত দিয়েই হয়েছিলো। কিন্তু যখন তারা দেখেছে নিজভুল নীতিতে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আধিপত্য হাতছাড়া। দক্ষিণ এশিয়া ভারতের কাছে ছেড়ে দেয়ায় সেটাও গেছে। কোনো একনায়কই তাদের হাতের মুঠোয় থাকেনি। কারণ একনায়কদের কোনো নীতি নেই। একনায়ক মানেই লোভী, দুর্নীতিবাজ, দুর্বৃত্ত, এদের লোভ কোনো নীতি মানে না। সুতরাং অ্যামেরিকা চেষ্টা করছে, তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধারে। রাশিয়া করছে যার উল্টোটা। আর আমাদের কিছু মিডিয়া আর পণ্ডিতদেরও রাশিয়ার মতন 'উল্টো বুঝলিরে রাম' অবস্থা। চিন্তার সীমাবদ্ধতায় যা হয়।

চা খাবেন?

খায়রুল আনাম

‘কি সাহেব, হবে নাকি আর এক কাপ?’

‘গপ্পো যদি শোনান, তাহলে আরো এক কাপ চলতে পারে’।

‘তাই? তাহলে শুনুন। আমার এক পোপেচার বন্ধু আছেন, মানে অধ্যাপক সাহেব। তাঁকে আমি বন্ধুই বলি। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়ে, হোরে-নোরে-শংকরে সবাইকে বলে বেড়ান, ‘ইনি আমার বড় ভাই’। ফর্মুলাটাকে ঠিক মেলাতে পারি না। যাই হোক, আমাদের এই ভাই-বন্ধু সম্পর্কটা এতদিনে বেশ একটা স্টেবল পজিশানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই আমাদের ফোনালাপ, দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। বিশেষ করে শুক্রবার জুম্মার নামাজের জামায়াতের পর। মসজিদের লাগোয়া না হলেও আমাদের বাড়ি সেখান থেকে মাত্র তিন মিনিটের ড্রাইভ। তাই আমাদের বাঙ্গালী ট্রাডিশনটা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি। জুম্মার নামাজের পর বাড়ি ফেরার পথে ওনাকে আমাদের বাড়ি হয়ে এক কাপ চা খেয়ে যাবার জন্য একটা স্ট্যান্ডিং অনুরোধ দিয়ে রাখি। উনিও উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো নামাজের পরে আমাদের বাড়িতে আসেন। আসার পথে মসজিদেই বিক্রী হওয়া কোন একটা স্ন্যাক নিয়ে আসেন, সিঙ্গাড়া অথবা প্যাটিস।

এত উৎসাহ, মমতা নিয়ে যে লোকটা বাড়িতে আসে, তাকে আপ্যায়ন করতে এক মিনিট কালও বিলম্ব করা কি উচিৎ? বিশেষ করে ‘বড়ভাই’ এর মাখনের প্রলেপটা যখন আমার চামড়ার উপর লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই ঘরে ঢুকেই ওনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি, ‘রহমান সাহেব, আজকে কোন চা-টা খাবেন ?’’

‘আরে দিন না, যেগুলো আছে তার মধ্য থেকে একটা হলেই হলো’।

‘আরে ভাই, তা বললে হয় নাকি? আজকে কোনটা পচ্ছন্দ, ঠিক করে ভেবে বলুনতো। আচ্ছা, আমি এক এক করে না হয় নামগুলো বলে যাচ্ছি। কোন কোম্পানী ও তাদের কোন কোন ব্র্যান্ড, তার কথাও বলছি। টি ব্যাগ না লুজ টি? দুধ সমেত না দুধ ছাড়া কেবল রঙ চা? চিনি দিয়ে না চিনি ছাড়া? সাদা চিনি না ব্রাউন সুগার? না কি স্প্লেনডা, ইকুয়্যাল, বা সুইট এন্ড লো? আজকাল ট্রুভিয়া, স্টেভিয়া। লো ক্যাল এসবও বের হয়েছে - র’ এবং রিফাইন্ড দু’ধরণেরই। বাড়িতে মধুও আছে, আগাভে ন্যাচারাল সুয়েটেনারও আছে। কোনটা নেবেন?

তাছাড়া দুধ নিলে, দুধও আছে। তা কি প্রকারের দুধ নেবেন? হোল মিল্ক আছে, ২% মিল্ক ফ্যাট ওয়ালা দুধ আছে, এবং ফ্যাট-ফ্রিও আছে। আবার হাফ অ্যান্ড হাফও আছে। আমার আত্মীয়দের মধ্যে বিচিত্র রকমের সব দুগ্ধপায়ী মানুষ আছে। একজন কারনেশান কোম্পানীর ২% এভাপোরেটেড মিল্ক ব্যবহার করে তো অন্যজন করে ফ্যাট-ফ্রি। একজন দুধ একেবারেই ব্যবহার না করে র’টি বা রঙ চা খায়। অন্যজনের আবার সুইটেন্ড কন্ডেনস্‌ড মিল্ক ছাড়া চলে না। অনেকে তার মধ্যে আবার স্পেনডা মিশিয়ে নেয়। একজন তো ওসব পাট চুকিয়ে দিয়ে কেবল মাত্র কফিমেট ব্যবহার করে। কেউ ব্যবহার করে ফ্যাট ফ্রি ড্রাই মিল্ক। ওটাই নাকি আজকাল বেশ চলছে, লেটেস্ট স্টাইল।

তাই এটা নেই, ওটা নেই বলে বদনাম হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি বাড়িতে সব গুলোই রাখি। কোন ফুলে যে কোন দেবতা সন্তুষ্ট হয় আগে থেকে তো বলা যায় না। তবে আমি নিজে ক্যানের মধ্যের ‘এভাপোরেটেড মিল্ক’ ব্যবহার করি। ভ্যারাইটি আমারও পচ্ছন্দ। এই অজুহাত দিয়ে কোনদিন রেগুলার, কোনদিন ২%, কোনদিন নন-ফ্যাট দুধ দিয়ে চালাই। এ লাইনে দু’তিনটে কোম্পানী আছে। তবে ‘কারনেশান’ ব্র্যান্ডটা আমার ফেভারিট। এগুলো এক একদিন, এক পরিমাণ নিয়ে চা’তে মেশাই। আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন। বলুন, আপনার কোনটা চা টা লাগবে এবং তার সঙ্গে কি কি চাই?’’

‘আবার মুস্কিল ফেললেন। আরে সাহেব, বললাম তো কোন একটা হলেই হলো’।

‘আবার সেই একই কথা বার বার বললে চলবে? অন্তত মোটা দাগে ব্ল্যাক টি না গ্রীন টি, সেটা তো প্রথমে বলতে হবে। শুনুন, শুধু ব্ল্যাক টি-ই আমার কাছে আছে অনেকগুলো কোম্পানীর । লিপটন, ব্রুকবন্ড, তাজমহল, ওয়াঘ বাখরী, কাজী ব্রাদার্স, আর্ল গ্রে, বিগেলো, টেটলি, টোয়াইনিং, তাজো, হাইসন, ফারলিভস, গেশয়েন্ডনার, মারিয়েজ ফ্রেরেস - এসব কোম্পানীর দার্জিলিং, আসাম, সিলেট, শ্রীলংকা, ইয়োগী, লিচি, রুইবস, ও’সুলিভান, ইন্ডিয়ান চায়, কাভা ইত্যাদি হাজার রকমের অ্যারোমা, ফ্লেভার ও টেস্টের চা আছে। কোনটা লাগবে? নাকি ব্ল্যাকটির বদলে গ্রীন টি খাবেন? আজকাল বিগেলো, লিপটন, ব্রুকবন্ড, টেটলীর মতো বেশিরভাগ কোম্পানী গ্রীন টি-ও বানায়। এদের অনেকেই আবার, ব্ল্যাক-টি, গ্রীন-টি ছাড়া হোয়াইট টি-ও বানায়। হোয়াইট টিতেও নাকি দেদার গুণ। মুস্কিল হলো এতে দুধ দেওয়া যায় না।

‘তাহলে ভাই, আপনি এক কাজ করুন। আমাকে বেশ লম্বা একটা কাপে ‘বিগেলো’ কোম্পানীর গ্রীন টি-

ই দিন, দুধ চিনি ছাড়া। ওর মধ্যে লেবুর, মানে লেমন-লাইমের যে ছিটে ফোঁটা নির্য্যাস ও ফ্লেভার দেওয়া থাকে, তাতেই বেশ মজা পাওয়া যায়। আর কিছু লাগে না। গ্রীন টি-র কিন্তু অনেক গুণ, জানেন বোধ হয়’।

‘হ্যাঁ জানি। তা আপনি হঠাৎ গ্রীন টি-র দিকে অমন ঝুঁকলেন কেন? চিনিও না, এমন কি দুধ না? কি ভাই, আপনি কি আসলে চা খাবেন না ওষুধ খাবেন’’?

‘আরে সাহেব, চায়ের আসল রহস্যটাই তো আপনি জানেন না দেখছি। এই যে ব্ল্যাক টি, হোয়াইট টি করছেন, চায়ের আদিতেই তো ছিল গ্রীন টি, যেটা চাইনীজরা আবিষ্কার করেছিল। তার অনেক, অনেক দিন পরে ব্রিটিশরা এর সন্ধান পায়, বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তারাই একসময় এটা ভারতে নিয়ে যায়, বিভিন্ন পাহাড়ী, ঘন বৃষ্টিপাতওয়ালা এলাকায় চাষ করা শুরু করে এবং এই ব্যবসায় দারুণ লাভ করে’।

‘বলেন কি? চায়ের ব্যবসা করে লাভ করা? কি রকম?’

‘শুনুন, পৃথিবীতে যত পানীয় আছে তাদের মধ্যে ব্যবহারের দিক থেকে চায়ের অবস্থান দাঁড়িয়েছে এখন দ্বিতীয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে চায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকাল সেলেব্রিটিদের দিয়ে তো নানা ধরনের চা ও তাদের উপকারিতার কথা বলে বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে রাখছে, যার মধ্যে চা খেয়ে মজা পাওয়ার চেয়ে প্রধান হচ্ছে শরীরের ওজন, হার্ট ডিজিজ ও ব্লাড প্রেশার কমানো। কোন কোন খাবার প্রস্তুতকারক গ্রীন টি ওয়াফল, আর্ল গ্রে জিলাটো ইত্যাদিও বানাচ্ছে। টপ টিভি সেলেব্রিটি ‘ওপরা উইনফ্রে’ তো ‘ওপরা চায়ে টি লাটে’ নামে একধরণের চায়ের মিশ্রণ ‘স্টারবাক্‌স’ কফি চেন-এর মাধ্যমে বিক্রী করছে।

জানেন, একসময় চা শুধু একটা পানীয়ই ছিল না। ওষুধ, মুদ্রা ও বাণিজ্যের নানা স্তরেও তা ব্যবহৃত হতো। আরও শুনুন, চায়ের উৎপত্তি নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ‘আরলিং হো’ ও ‘ভিক্টর মায়ার’-এর গবেষণা অনুযায়ী, সেটা শুরু হয়েছিল প্রায় ৪০০০ বছর আগে, প্রাচীন চীনে। বিশ্বাস করা না গেলেও এবং বাস্তবে প্রমাণিত না হলেও, ঘটনাটি নাকি সত্যি। একদিন চেন ন্যাং নামে এক ব্যক্তি এক গাছের তলায় বসে খাবার জলটা ঈষৎ গরম করে নিচ্ছিলেন। ঐ সময় গাছ থেকে একটি পাতা ঝরে ঐ জলের পাত্রের মধ্যে পড়ে। কৌতুহল বশে, পাতাটা না ফেলে, তিনি পাতার নির্য্যাস ওয়ালা সেই গরম জল পান করেন। উষ্ণ জলের পরিবর্তিত স্বাদটি তাঁর বেশ পচ্ছন্দ হয়। এভাবেই আবিষ্কৃত হয় চা। তখনও ওটা অবশ্য গ্রীন টি বা সবুজ চা-ই ছিল।

ক্রমশ স্বাদওয়ালা এই পানীয়ের ব্যবহার সারা চীন দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে যায়। তখন চা-কে তারা রপ্তানী ব্যবসায়ের সামগ্রী হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। প্রথম দিকে চায়ের ট্রেড করতে চীনারা চা-পাতা বান্ডিল বান্ডিল করে রাশিয়ায় পাঠাতো। কিন্তু সে সময় রাশিয়ানদের চায়ের প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ দেখা যায় নি। খ্রীষ্টিয় ১৫০০ সালের দিকে সিল্ক রুট দিয়ে চীন, পারস্য ও ইসলামিক বিশ্বে চা রপ্তানি করার চেষ্টা করে। প্রথমে ফারসিরা মানে ইরানিয়ানরা তো হেসেই খুন। চা যে মানুষ কেন খায় তা ভেবে তারা কোন কূল কিনারা খুঁজে পায় নি। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করার পর স্বাস্থ্যের দিক থেকে এর উপকারিতা তারা অনুধাবন করে। এভাবেই ইরান এলাকায় চা প্রথম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এসব লক্ষ্য করে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চায়ের ব্যবসায়ে জোরেশোরে নেমে পড়ে। তারা ইন্ডিয়া ও শ্রীলংকার বিভিন্ন অঞ্চলে চা উৎপাদনও শুরু করে এবং এর উপর গবেষণা ও প্রসেসিং করে তারা রঙ এবং উন্নত স্বাদওয়ালা ব্ল্যাক টি বানায়। ঘন দুধ ও চিনি মিশিয়ে তৈরি ব্ল্যাক টি-র ঘ্রাণ যেমন অতীব মনোমুগ্ধকর, তেমন রঙও হয় মনোহর, খেতেও খুব সুস্বাদু। এভাবে এই ব্ল্যাক-টি ভারতীয় উপমহাদেশে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে চা বলতে প্রায় সবাই ব্ল্যাক টি-ই বোঝে। গ্রীন টি, হোয়াইট টি বলে যে কিছু আছে, খুব আল্প লোকেই তার খবর রাখে।

অবশ্য বিলেত ও পাশ্চাত্তের অন্যান্য দেশে র-টি বা রঙ চা-ই বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তুরস্কে ও এশিয়ার অনেক দেশে দুধ না ব্যবহার করে, চা-তে কেবল চিনি মিশিয়ে খাবার পদ্ধতি আছে। আজকাল আবার গ্রীন টি, হোয়াইট টি ছাড়াও বিভিন্ন হারবাল টি বেশ পপুলার হচ্ছে, যে সবের কথা আগেই বলেছি। চা খেয়ে মজা পাবার চেয়ে বরং টনিক হিসেবে একে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের উপকারিতার দিকেই এখন সবার নজর।

“ঠিক আছে ভাই, চা খেতে এসে আজ চা বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ হলো। তবে আসুন, আমরা একটা সমঝোতায় আসি। আপনার এই বড় কাপে র’ ‘বিগেলো গ্রীন টি খেয়ে আমিও দীর্ঘজীবি হই আর দোওয়া করি, ব্ল্যাক টি-তে হাফ এন্ড হাফ দুধ আর ফুল দু’চামস চিনি মিশিয়ে খুব মজা করে খেয়ে আপনিও শতায়ু হোন। তারপর উপরওয়ালার কৃপায় প্রায় একই সময়ে আমরা পটল তুলে ওপারে গিয়ে স্বর্গলাভ করি। আর সেখানে প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াক করার পর যেন আমরা বেহেশতের টি-বার বা কফি-শপে বসে আগের মতো গ্রীন টি ও দুধ-চিনিওয়ালা ব্ল্যাক টি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত খেয়ে যেতে পারি’’।

উপসচিবের ধর্ষণের শাস্তি শুধুই চাকরিচ্যুতি?

সেলিম খান

বাংলা সংস্কৃতিতে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবদানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। একটি পরিবার কতভাবে এই অঙ্গণে নিজেদের অবদান রেখেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। এখানে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ভারতে নিজেদের শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির কথা ব্রিটিশরা অনেক দিন আগেই ভেবেছিল।

আরও ভেবেছিল, এই কাঠামো তৈরিতে শুধু ব্রিটেন থেকে 'সিভিল সারভেন্ট' আমদানি করলে চলবে না, দেশীয়দেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই হিসেবে ১৮৫৩ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম ১০ বছর কোনো ভারতীয় এই পরীক্ষা উতরোতে পারেননি। প্রথম যিনি সফল হলেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের মেজদা, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান। সেটা ১৮৬৩ সাল।

সে বছর যে ৫০ জন আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তাঁদের মধ্যে মেধাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ৪৩তম। তখনকার নিয়মানুযায়ী অক্সফোর্ডে এক বছর কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে কলকাতায় ফিরলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথের এই সাফল্যে কলকাতার সুধী সমাজে আনন্দের লহর বয়ে গেল। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁকে নিয়ে সনেট লিখলেন। কাগজে-কাগজে তাঁর প্রশস্তি রচিত হলো। বেলগাছিয়ায় আয়োজন করা হলো বিরাট নাগরিক সংবর্ধনার। সেখানে উপস্থিতদের অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও। মেধাক্রমে পিছিয়ে থাকার কারণে সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পোস্টিং হলো বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু নাগরিক সংবর্ধনায় উপস্থিত অধিকাংশ তো হাজার হলেও বাঙালি। দাবি উঠলো, তাঁকে বাংলায় নিয়োগ দিতে বড়লাটের কাছে দরবার করার। (ভারতের রাজধানী তখনো কলকাতায়। তাই বড়লাট সেখানেই থাকতেন।) কিন্তু সেই গণদাবি নস্যাৎ করে দিলেন সত্যেন্দ্র নিজেই। বললেন, এই নিয়োগ যৌক্তিক এবং নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে রেলগাড়িতে চড়ে বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) রওনা হলেন।

এর ঠিক ১৪০ বছর পর ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে ত্রিধাবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ১২৮৮ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, যা ২১তম বিসিএস বলেই পরিচিত। নিয়োগপ্রাপ্তদের একজন মেহেদী হাসান, যিনি পদোন্নতি পেয়ে উপসচিব পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই মেহেদী হাসান আজ ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের শিরোনাম হয়েছেন। তবে সেই শিরোনামে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কেউ কোনো স্তুতি খুঁজে পাননি। কারণ, তিনি শিরোনাম হয়েছেন চাকরিচ্যুতির কারণে। তাও যে সে কারণ নয়। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, নারী নিগ্রহের মতো অপরাধে। তাও দেশে নয় বিদেশে বসে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এত সব অপকর্ম করেছেন। এই আলাপে একটু পরে আসি।

ব্রিটিশরা তাদের আমলে নিয়োগ দিত 'সিভিল সার্ভেন্ট'। আমরাই এর বঙ্গীকরণ করতে গিয়ে বানিয়েছি 'সরকারি কর্মকর্তা'। ব্রিটিশরা এই সিভিল সার্ভেন্টদের সেবক হিসেবে নিয়োগ দিলেও তাঁরা বকলমে শাসকই ছিলেন। আমরা ব্রিটিশ তাড়িয়েছি, পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি, কিন্তু এই সিভিল সার্ভেন্টদের মনের ভেতরে থেকে 'শাসক'-কে বিতাড়িত করতে পরিনি। বরং সেই উত্তরাধিকার উত্তরোত্তর আরও পোক্ত হয়েছে। কখনো কখনো রাজনীতিকদের বিকল্পও বটে। এই গলদ দূর করার কথা মুখে বললেও কখনো কোনো কার্যকর ব্যবস্থা কেউ নিয়েছেন, তেমনটা শুনিনি। তবে ভারতীয় সিনেমায় মাঝে মাঝে এমন সরকারি সেবকের দেখা মেলে বটে।

যাক সেসব কথা, মেহেদী হাসানের বিষয়টিতে ফিরে আসি। ২০২১ সালের ৪ আগস্ট দেশ রূপান্তর পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, 'শেষ সম্বল বিক্রি করে তারা পাড়ি জমান মরুর দেশ সৌদি আরবে। দুরুদুরু বুকে বিদেশ যাত্রার সময় বাংলাদেশি নারীদের মনে দানা বাঁধে সৌদি নিয়োগকর্তার লিপ্সার শিকার হওয়ার ভয়। কিন্তু স্বদেশির যৌনলিপ্সার শিকার হচ্ছেন তারা। তাও খোদ দূতাবাসের ভেতরেই। যে দূতাবাস সার্বভৌমত্বের প্রতীক, বিদেশ-বিভূঁইয়ে এক টুকরো বাংলাদেশ, সেখানেই তারা সম্ভ্রম হারিয়ে দেশে ফিরছেন।'

এই স্বদেশি হলেন মেহেদী হাসান। ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি তিনি সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে কাউন্সিলর (শ্রম) পদে নিয়োগ পান। দেশ রূপান্তরে আরও লেখা হয়, 'দূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে যাওয়া অল্পবয়সী গৃহকর্মীদের টার্গেট করতেন তিনি। তাড়াতাড়ি দেশে ফেরত পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতেন। যারা রাজি হতেন না, তাদের সেইফ হোমে রেখেই রাজি করানোর চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন উপলক্ষে উপহার সামগ্রী পাঠাতেন। তারপরও সম্পর্ক স্থাপনে রাজি না হলে জোর করতেন। এসব কাজের জন্য তিনি অফিস-পরবর্তী সময় বেছে নিতেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিনি বিকেল ৫টার পর আশ্রয়ের সন্ধানে যাওয়া নারীদের ডেকে পাঠাতেন। দূতাবাসের থার্ড লেবেলের কর্মকর্তা হয়েও তিনি নিজস্ব একটা নিয়মকানুন তৈরি

চাকরিচ্যুত উপসচিব মেহেদী হাসান।

করেছিলেন। একমাত্র তার অনুমতি ছাড়া কোনো গৃহকর্মী বাংলাদেশে ফিরতে পারবে না-এ ধারণার জন্ম দিয়ে ভীতি সঞ্চার করতেন। তিনি যৌনলিপ্সা চরিতার্থের জন্য অপ্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার প্রথা চালু করেন। তার এসব অনিয়ম প্রমাণ করতে না পারলে চাকরি হারাবেন এ ভয়ে অধীনস্থ কর্মচারীরাও চুপ থাকতেন। কিন্তু তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এক গৃহকর্মীর সাহসে।'

ওই সময় সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. জাভেদ পাটোয়ারির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ঘটনার সত্যতা দ্রুত বেরিয়ে আসে। তিনি অভিযুক্ত মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন। কারণ দূতাবাসের গঠিত তদন্ত কমিটি বলেছে, 'গৃহকর্মীদের ভয় দেখিয়ে, গণহারে অশ্লীল প্রশ্ন করে যৌন নির্যাতন করতেন এবং ধর্ষণের টার্গেট নির্ধারণ করতেন। এসব প্রমাণিত হয়েছে। অশ্লীল প্রশ্ন করা এবং অশালীন আচরণ করা মেহেদীর বিকৃত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মেহেদী তার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য একান্তে সাক্ষাৎকার নিতেন'। কমিটি সরকারের কাছে 'মেহেদীর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপ করার সুপারিশ' করেছে। বলা হয়, 'সরকার যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, সেখানে রক্ষকের দায়িত্বে থাকা একজন কর্মকর্তার এরূপ ভয়ংকর অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা যেতে পারে।'

এত কিছুর পর ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মেহেদী হাসানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরে বিভাগীয় মামলা হয় এবং ওই বছর ১০ মার্চ তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। পরে আরও এক দফা কারণ দর্শানোর নোটিশ

> মেহেদী হাসানের এই শাস্তির বিষয়টি জানার পর দুটি বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এক. বিদেশে বসে ধর্ষণ, যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করেও একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার শাস্তি কি শুধুই চাকরিচ্যুতি হতে পারে? দেশের কী কোনো আইন নেই তাঁকে এই অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করার।

দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর কোনো জবাবই তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যে কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই, ২০২৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে তাঁর চাকরিচ্যুতির কথা জানায়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'তদন্তে মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে দূতাবাসের সেইফহোমে আশ্রিত কতিপয় গৃহকর্মীকে অপ্রয়োজনীয় একান্ত সাক্ষাৎকারের নামে অশ্লীল প্রশ্ন ও আচরণসহ বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা এবং যৌন নির্যাতন (ধর্ষণ) করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। 'প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, 'ফলে মেহেদীর দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের গুরুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ' (সূত্র: বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম)

মেহেদী হাসানের এই শাস্তির বিষয়টি জানার পর দুটি বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এক. বিদেশে বসে ধর্ষণ, যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করেও একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার শাস্তি কি শুধুই চাকরিচ্যুতি হতে পারে? দেশের কী কোনো আইন নেই তাঁকে এই অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করার। ২০১৩ সালের ১১ জুন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল পাস হয় জাতীয় সংসদে। সেই বিলে বলা হয়েছিল, 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটন করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশে সংঘটিত হলে এ আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হত, তাহলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যদি তাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে বহিসমর্পণ করা না যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।' সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য এই বিল পাস করেছিল, এটা সত্য। কিন্তু মেহেদী যা করেছেন সেই অপরাধ কি এরচেয়ে কম? আর বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের দূতাবাস তো সার্বভৌম। তাহলে বাধাটা কোথায়? ধর্ষণ, যৌন হয়রানির মতো ঘটনা প্রাথমিকভাবে প্রমাণের আড়াই বছর পরও কেন চাকরি নিয়ে টানাটানি করা ছাড়া অন্য কোনো মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া করা হলো না? নাকি ভূক্তভোগীরা গরিব, অসহায় বলে রাষ্ট্র সেখানে নির্বিকার থাকা শ্রেয় মনে করেছে? আর কেউ যদি এই অভিযোগ করেন, মেহেদী হাসান সরকারি কর্মকর্তা বলেই শুধু চাকরি হারানোর 'গুরুদণ্ড' পেয়েই পার পেয়ে গেলেন- তাহলে কি তাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে?এখানেই রাষ্ট্রের পরীক্ষা? পরীক্ষা সেই সেবকদের, জনগণের করের পয়সায় যাদের সংসার চলে।

আর ধর্ষণের মতো ঘটনা প্রতিরোধে সরকার এতটাই কঠোর যে, ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর অধ্যাদেশ জারি করে ধর্ষণের মতো অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড করা হয়। পরে তা সংসদে আইন আকারে পাস হয়েছে। ধর্ষণের সাজার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান যখন এই তখন একই অপরাধ করার পরেও একজন সরকারি কর্মকর্তাকে বিচারের কাঠগড়ায় না তুলে কীভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়? এসব যখন হতে থাকে তখন মাঝে মাঝে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখতে হয় যে, আমাদের বোধ শক্তি লোপ পেল কিনা!

দ্বিতীয়ত. মেহেদী হাসানের পরিবার ও স্বজনেরা বিষয়টি কী চোখে দেখছেন? মধ্য বয়সী এই চাকরিচ্যুত সরকারি কর্মকর্তা নিশ্চয় তদন্ত কমিটির মতো পরিবারের সদস্যদের কাছে সব দোষ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁরা কি তা বিশ্বাস করেছেন? মেহেদী হয়তো তাঁর চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারেন, তাতে তাঁর বর্ম আরও শক্ত হবে। কিন্তু সমাজে যাদের সাথে তাঁর মেলামেশা তাঁরা কি আগের মতোই তাঁকে মেনে নিতে পারছেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বলতে হবে এ সমাজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ঘুষসহ সবকিছু মান্যতা পেতে পেতে সেবকেরা এখন শাসকের এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন যে, তাঁদের কোনো অপকর্মই কোনো অপরাধ নয়। সমাজের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া এই ক্ষততে আজ মলম লাগানোর লোকটির খুব দরকার।

সেলিম খান: নির্বাহী সম্পাদক, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

ভূতাত্ত্বিক বিস্ময়: মরক্কোর হারকিউলিসের গুহা

লুনা রাহনুমা

মে মাসের শেষ সপ্তাহে স্কুল বন্ধ থাকে এক সপ্তাহ। আবহাওয়ার দিক থেকে চিন্তা করলে মে মাসের শেষ আর জুনের আরম্ভ, এইসময়টাতে ইউরোপ বেড়ানোর জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক আবহাওয়া থাকে। আমরাও সেই আরামকে কাজে লাগাতে চেয়ে একসপ্তাহের হলিডে বুক করে রেখেছিলাম স্পেনের মালাগা ভ্রমণের জন্য। স্পেন আর উত্তর আফ্রিকার মরোক্কোর মধ্যখানে বিভাজনতৈরী করে ফিতার মতো লেপ্টে থাকা ভুমধ্যসাগর, উড়োজাহাজে করে পাড়ি দিতে লাগে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। মালাগায় বেড়াতেযাওয়া অধিকাংশ টুরিস্টদের মতো আমরাও এই সুযোগটি হাত ছাড়া করতে চাইনি। তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে আমরা ইজিজেটএয়ারের টিকেট কেটে চলে গেলাম মরক্কো। মাত্র একটি রাত আর একটি দিনের ছোট্ট ট্রিপে মরোক্কোর তানজিয়ারে দেখলামচমৎকার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। আজ বলছি তানজিয়ার শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত, হারকিউলিস গুহাদর্শন নিয়ে। এটি একটি আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গুহা।

শুরুতেই বলি এই গুহার নামের উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে। গ্রীক পৌরাণিক বীর হারকিউলিসের নামে এর নামকরণ করাহয়েছে, এইটুকু যেকেউ অনুমান করতে পারবেন। কিংবদন্তির গল্প বলে যে, হারকিউলিস যখন তার ১২টি শ্রম সাধন করছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল তিন মাথাওয়ালা এক দৈত্যকে হত্যা করা। আর সেই দৈত্যটি বাস করত এই গুহায়। সেই দৈত্যকেমারা প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ তার একটি মাথা কেটে ফেললে আরেকটি মাথা গজাতো। মহাবীর হারকিউলিস সফল হনদৈত্যকে মারতে এবং তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন গুহার ভেতরে। মোটামুটি এই হচ্ছে গুহার নামকরণের ইতিহাস।

মরক্কো ভ্রমণে আমাদের সঙ্গে ছিল তানজিয়ারের সরকারি লাইসেন্সধারী ট্যুর গাইড আব্দুল আজিজ। মরোক্কান স্থানীয় নাগরিকআজিজ ভালো ইংরেজি বলেন। তিনি আমাদের চারজনকে নিয়ে একটি বড় গাড়িতে করে হারকিউলিস গুহা দেখাতে ছুটেছেনযখন তখন গাড়িতে বাজছিল চমৎকার কিছু আরবি গান। গানের কথা না বুঝলেও সুরের কারণে আর গায়কীর গুণে গানগুলোআমাদের খুব ভালো লাগছিল। বিশেষ করে আমার বরের নাম মোস্তফা জেনে আজিজ গানের মধ্যে যতবার মোস্তফা শব্দটিআসছিল ততবার হাততালি দিয়ে নেচে উঠছিল গাড়ি কাঁপিয়ে। আর একটু পরপর গানে হাবীবী হাবীবী! সাগরের পাড় ধরে মসৃনচওড়া রাস্তায় মিনিট পনেরো যাবার পর আমাদের গাড়ি গিয়ে থামলো একটি কারপার্কে। আব্দুল আজিজের কথা মতো আমরাচারজন নামলাম গাড়ি থেকে। কিছুটা হাঁটার পর ধুলোর রাস্তা পাড় হয়ে একটা চমৎকার পাথরে

বাঁধাই করা চত্বরে এসেদাঁড়ালাম। সামনে সমুদ্রের সীমানা। একপাশে মসজিদের চূড়ার মতো একটা উঁচু বিল্ডিং। বিল্ডিঙের নিচে একজন মরোক্কানব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল কয়েক রকমের বাদাম নিয়ে। আমাদের কাছে সে বাদাম বিক্রি করতে চাইল। আমরা বললাম, কিনব না।লোকটি আমাদেরকে কিছু বাদাম এমনিতেই খেতে দিল। ঠোঙা থেকে বের করে দেখি কাজু, পেস্তা, পিনাট আর কিসমিসেরসংমিশ্রণ।

পাথরের পাকা চত্বরটি পার হয়ে আমরা আগাতে থাকে একটা পাহাড়ের পাদদেশের দিকে। আব্দুল আজিজ আগেই আমাদেরকাছ থেকে কিছু ইউরো নিয়ে রেখেছিলেন গুহায় ঢোকার টিকেট কিনবেন বলে। তাই আমরা চারজন চারপাশ দেখতে দেখতেগুহার কাছাকাছি আগানোর সময় তিনি দৌড়ে গিয়ে টিকেট কিনে আনেন। আমরা আগাতে থাকি একটা কম আলোর টানেলেরভেতর দিয়ে। পায়ের নিচে পাথরের পথ। পাহাড়ের কালো দেয়ালের গাম্ভীর্য ভেতরটাতে থমথমে অনুভূতি দিয়েছে যেন। গুহারভেতরে দেয়ালের শরীর খাঁজ কাটা। হাজার হাজার বছর ধরে চুনাপাথরের শিলায় সাগরের জল আর বাতাসের ক্ষয়কারীপ্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়েছিল এই গুহাগুলি। আরো

> হারকিউলিসের গুহাটি আংশিক প্রাকৃতিক এবং আংশিক মানবসৃষ্ট। পাথরের পাদদেশের যে রাস্তাটি দিয়ে আমরা গুহার ভেতরেপ্রবেশ করেছিলাম সেই গুহা মুখটি তৈরী করেছে বারবার সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা গুহার ভেতরের দেয়াল থেকে পাথরের চাকাকেটে নিয়ে, আর মিলস্টোনের জন্য পাথর কাটতে গিয়ে মানবসৃষ্ট অংশটি তৈরি করেছে।

খানিকটা আগানোর পর আমাদের সামনে উন্মুক্ত হলো একটি খোলা ঘরেরমতো জায়গা। সাগরের জলের ঠান্ডা বাতাস এসে লাগে আমাদের মুখে। দেখি ডানপাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে কিছুসাধারণ পণ্য সামগ্রী নিয়ে। টুরিস্টরা তার কাছ থেকে সুভিনিয়র কিনছে স্মৃতি হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এই ঘরের আরো একটু সামনে আগাতেই পৌঁছে গেলাম লোহার রেলিং দিয়ে তৈরী করা বেরিকেটের কাছে। এরবেশি আগালেইসমুদ্রে পড়তে হবে আমাদেরকে। রেলিংয়ে ঝুঁকে অন্যান্য টুরিস্টদের মতো আমরাও দেখি হারকিউলিসের গুহার দ্বিতীয় প্রবেশ মুখযেটি সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে। ভূমধ্যসাগরের দিকে মুখ করে থাকা হারকিউলিস গুহার এই মুখটি তৈরী হয়েছে সাগরেরঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে গুহার এই মুখটি আফ্রিকার ম্যাপের আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আব্দুল আজিজ আমাদেরকে এরপর গুহার ভেতরের অন্যান্য ঘরগুলো ঘুরিয়ে দেখায়। সবচেয়ে ভেতরের ঘরটিতে নিয়ে গিয়েবলল এটি হচ্ছে হারকিউলিসের শোবার ঘর। আজিজ বলে, আগে এই ঘরের তিনদিকে দেয়াল ছিল সবার ঘরের প্রাইভেসিরক্ষার খাতিরে, কারণ হারকিউলিস এই ঘরে ঘুমায়। কিন্তু বিদেশী টুরিস্টরা গুহার এই ঘরে এসে কিছুটা আড়াল পেয়ে প্রেমিকপ্রেমিকার মতো একান্তে সময় কাটাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল, তাই পরবর্তীতে বাইরের দিকের দেয়ালটি ভেঙে দেয়া হয়।হারকিউলিসের শোবার ঘরে দেয়ালে মমি আকৃতির বেশ কয়েকটি লম্বালম্বি খাঁজ কাটা ফোকর আছে। আজিজ বলেছে, ওখানেদাঁড়িয়ে হারকিউলিস ঘুমায় মমির মতো। ইচ্ছে করলে আমরাও মমি হতে পারি। এবং সত্যিসত্যি আজিজ আমাদের চারজনকেদুইবারে খাঁজে দাঁড় করিয়ে দুই হাত আড়াআড়ি বুকে রেখে মমি হতে বলে আর আমাদের ছবি তুলে দিয়ে ভিডিও করেছেন।

হারকিউলিসের গুহাটি আংশিক প্রাকৃতিক এবং আংশিক মানবসৃষ্ট। পাথরের পাদদেশের যে রাস্তাটি দিয়ে আমরা গুহার ভেতরেপ্রবেশ করেছিলাম সেই গুহা মুখটি তৈরী করেছে বারবার সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা গুহার ভেতরের দেয়াল থেকে পাথরের চাকাকেটে নিয়ে, আর মিলস্টোনের জন্য পাথর কাটতে গিয়ে মানবসৃষ্ট অংশটি তৈরি করেছে। আর এভাবে ভেতরের দেয়াল কাটতেকাটতে গুহাটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে।

আমরা যখন গুহাটি দেখতে গিয়েছিলাম তখন ছিল মধ্যাহ্ন। বাইরে ঝলমলে রোদ। আর গুহার ভেতরে ঝাপসা আলো। আব্দুলআজিজ বলছিল এই গুহার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে প্রতি সন্ধ্যায় গুহার ভেতরে প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শন ঘটে। সূর্য অস্তযাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গুহাগুলি আশ্চর্যজনক রঙের পরিসরে আলোকিত হয়, যা নাকি দেখতে অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য তৈরী করে।যদিও আমরা সেই সৌন্দর্য্য অবলোকনের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি। গুহার ভেতরে কিছুক্ষন হেঁটে, চারপাশ দেখে, বিশেষ করে দেয়াল আর উপরের ছাদগুলো দেখার মতো অদ্ভুত বিস্ময়কর লেগেছে আমার কাছে। অন্যরকম এক পরিবেশ।প্রকৃতির কাছাকাছি নয়, যেন প্রকৃতির ঠিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলাম আমরা কিছুক্ষণের জন্য। বেশ কিছু ছবি তুলে আরভিডিও করে বেরিয়ে আসি হারকিউলিসের গুহার ভেতর থেকে।

বাড়ি ফিরে আমি হারকিউলিসের গুহা সম্পর্কে ভালো করে জানার জন্য বেশ কিছু জার্নাল পড়েছি। জেনেছি অন্যান্য আরোঅনেক ধরণের তথ্য। যেমন ঐতিহাসিকভাবে ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, হারকিউলিসের এই গুহার ভেতরে নিওলিথিক বা নিউ স্টোনএজ এর মানুষের বসবাস ছিল। আর গুহাটি পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করার আগে এটি পতিতালয়ছিল। ১৯২০ সালে, গুহাটি আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৫২ সালে একে একটি জাতীয় ঐতিহ্যবাহীস্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮২ সালে, গুহাতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়।

মরক্কোর তানজিয়ার অথবা কাছাকাছি এলাকায় কেউ বেড়াতে গেলে দেখে আসতে পারেন হারকিউলিসের গুহা। যদিও গুহায়ঢুকতে দর্শনার্থীদেরকে টিকেট কাটতে হয়, তবে টিকেটের মূল্য সুলভ। যতদূর মনে পরে, জনপ্রতি দুই ইউরো। ছয় বছরের নিচেবাচ্চারা ফ্রি। গুহার ভেতরে সময় কাটাতে পারেন যতক্ষণ ইচ্ছে!

গতি

এইচ বি রিতা

জীবন নদীর জলে প্রবাহমান এক জোয়ার-ভাটা। নদী পাড় হতে এখানে সবাইকে নৌকা বাইতে হয়। বাইতে গিয়ে কেউ ডুবে যায়। কেউ নদীর গতি অতিক্রম করে ঝড় ঝাপটায় গন্তব্যে পৌঁছায়। জীবন সবসময় সূর্যালোক এবং রংধনু দ্বারা সজ্জিত হয় না। প্রাপ্তি, সৌন্দর্য এবং আনন্দের সাথে জীবনে সংগ্রাম, বিপত্তি, অপূর্ণতা থাকবেই। মূলত, জীবন সম্পর্কে আমরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও বিশ্বাসের সমষ্টি দ্বারা কি শিখি বা শিখতে চাই, কীভাবে সামনে এগুতে চাই, তা-ই আসল ব্যাপার।

চল্লিশোর্ধ সালেহা আজ দেরীতে হলেও সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এখন যখন কেউ তার সাজসজ্জায় মুখ বাঁকা করে তাকায়, সে ঠিকই হাসি বিনিময়ে
সেই
প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি
এড়িয়ে যেতে পারে। প্রাতিবেশীদের কেউ একদিন বলেছিল, এতো সেজেগুজে ছবি তোলো, দেখলে বুঝায় যায় না তোমার স্বামী ছেড়ে চলে গেছে! মনে হয় তার চলে যাওয়ায় তুমি ভালোই আছো।

-কেন? স্বামী চলে গেছে বলে সাজতে পারব না? হাসতে পারবো না?

-তা বলিনি।

-কী বলতে চাচ্ছেন তবে? আগের মতো দেখতে চান? ভালো থাকার চেষ্টা করছি, দেখতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে!

সালেহার কথায় দম ছিল। প্রতিবেশী বুঝে গিয়েছিল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

মা'ও বলেছিল, দেখো, মানুষের কথা তো এড়ানো যায় না। কত কথা হয়! না হয় একটু বাইরে না গেলে!

কেন মা? এতোদিন যে মরার মতো ঘরে পড়ে ছিলাম, হতাশা উদ্বেগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন কী কেউ আমাকে নিয়ে ভেবেছিল? সাহায্য করেছিল? আজ কেন তাদের কথা আমাকে ভাবতে হবে?

সালেহার মা'ও সেদিন আর কথা বাড়ায়নি। শুধু মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, ভালো থাকো মা। সাবধানে থেকো।

দুই বছর আগে সালেহার স্বামী ছেড়ে চলে যায় দুটো সন্তান সহ তাকে একা ফেলে। সালেহা তখন একদম একা। ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছিল। লোকালয়ের ফিসফিস কান এড়ায়নি তার। কেউ

বলেছিল পরকীয়ার কারণেই স্বামী ছেড়ে গেছে। কেউ বলেছিল, উগ্র উচ্ছৃঙ্খল নারী হয়তো, তাই সংসার টেকেনি। স্বামী ছেড়ে যাওয়ার সকল অপবাদ, দায়ভার যেন তার-ই। পুরুষ যেন কারণেই ছেড়ে যায়। হ্যাঁ! ছেড়ে যাওয়ার কারণ তো থাকেই। তবে সে কারণে কেবল নারীকেই কেন প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়? পরকীয়ার প্রশ্ন যখন আসে, সেটা তো অপর পক্ষ থেকেও ঘটতে পারে!

মনে পড়ে আজ সালেহার, কি যে ভীষণ ভয় নিয়ে তাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল সেদিন! বস বলেছিল, 'হুয়াটস্ রং?' সালেহা কেবল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলেছিল, 'আই নিড ব্রেক!'

বসের সন্দেহ কাটেনি সেদিন। খোঁজ নিয়েছিল ফোন কলে। সাহস দিয়েছিল, তবু চাকরিতে ফিরে যেতে পারেনি সালেহা। বাইরে বের হতো না। নানাজনের নানা কথায় কেমন গুটিয়ে থাকতো। কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগতো না। লিখতে ভালো লাগতো না। সাজ, পরিচ্ছন্ন পোশাক তাকে আর টানতো না। শুধু চুপচাপ বসে থাকা হয়ে উঠেছিল তার নিত্য অভ্যাস। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। জীবন চলে নিজ গতিতে। ঘর ভাড়া, বিলগুলো বাকি পড়েছিল। বাচ্চাদের খরচ! চলতি পথের সবটাই যেনো থেমে যাচ্ছিল!

ঘুম হতো না। রাতভর জেগে থাকা আর অন্ধকারে জানালার পর্দা সরিয়ে রাতের আকাশ, রাতের শহরকে দেখা হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র কাজ। বাচ্চারা চুপ করে মা'কে দেখতো। গোল গোল চোখগুলোকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে সালেহার ভালো লাগতো না। তারপর একদিন ডাক্তার ওষুধ ধরিয়ে দিলেন ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটির।

সংসার ভাঙা মানেই যেনো নারীর জীবনের চলমান যা কিছু, সবকিছুতেই সীমানা গেড়ে দেয়া! সমাজ দ্বারা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ জারি করা। সংসার ভাঙা মানেই সেই নারী সেজেগুজে ছবি তুলতে পারবে না, পার্টিতে যেতে পারবে না, বন্ধু রাখতে পারবে না। সে কেবল দিনরাত বিষণ্ণতা নিয়ে কাঁদবে, অন্যের অনুকম্পায় বেঁচে থাকবে। নিজেকে সকল ব্যক্তি, সামাজিক বন্ধন থেকে সরিয়ে নেবে! এমনটাই আশা করা হয় সমাজে। আর সমাজই বা কেন! সমাজ বলতে তো এই আমি, তুমি, আমরা-ই!

নানা কথা সালেহার মগজে বিড়বিড় করে। তবু সে থেমে থাকে না। যে পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে বিগত দুটো বছর, সে পথের কথা, ঘটনা মনে পড়লেই রাগ বেড়ে যায় তার। নতুন করে শুরু করা এই পথের যাত্রাও তার একা, তবু সে এগিয়ে যেতে চায় সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে।

জানালার ওপাশ থেকে ঘেউ ঘেউ শব্দ আসছে। পর্দা সরাতেই ওপাশ থেকে নিমাই কাকাকে চোখে পড়লো। পাশে নীল শাড়িতে এক নারী, ঘোমটা টানা। একা মানুষ ছিলেন এতদিন, আজ সাথে তিনি কে!

-নিমাই কাকা!

-জি মা।

-এতরাতে কোথা থেকে ফিরলেন কাকা? ইনি.....

-ইনি তোমার কাকিমা। একা একা আর চলতে পারিনা গো মা। বয়স হইসে...!

-জি কাকা। ভালো কাজ করেছেন। শুভরাত্রি কাকা।

-শুভরাত্রি মা।

সালেহার প্রতিবেশী নিমাই ঘোষ, বয়স আনুমানিক ৬৫-এর কাছাকাছি। এই খুপরি ঘরে আছেন তিনি প্রায় ১১ বছর। মাছের ব্যবসা করেন। সালেহাকে ভীষণ স্নেহ করেন তিনি। তাই কাকা বলেই ডাকে তাকে সালেহা। মিরপুর শ্যাওড়া পাড়ার এই খুপরি ঘরে কম বাড়াতে থাকেন তিনি। বাড়ির মালিকও এক বিধবা মহিলা, দুই সন্তান নিয়ে ভাড়া দিয়েই সংসার টেনে নেন। তবু ভাড়াতে কিছুটা বিবেচনা করেই ভারাটিয়াদের রাখেন তিনি। নরম মনের বাড়ির মালিক হিসাবে ভাড়াটিয়াদের কাছে বেশ খ্যাতি তার। তাই হয়তো ছোট পরিসরে মুদির দোকান ব্যবসায়ি, গার্মেন্টিস শ্রমিক, রিকশাচালকরাই এখানে ভাড়াতে থাকেন বছরের পর বছর।

আজ এতগুলো বছর পর নিমাই কাকাকে সঙ্গিনীর সাথে দেখে বেশ ভালো লাগছে সালেহার।

মানুষ কখনোই একা থাকতে পারে না। একটা আশ্রয় দরকার হয়। শেষ সময়ে কারো হাত ধরে বিদায় নিতে কে না চায়!

কুকুরগুলো তখনো রাস্তায় ঘেউ ঘেউ করছে। তারা কি কথা বলছে? নাকি জানান দিচ্ছে এই শহরের বাসিন্দা তারাও?

হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এমন বৃষ্টি দেখে কোন কৃষক হয়তো এই মুহূর্তে খুশি মনে গাইতেন, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে!' বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছে সালেহা-গন্ধটা শুঁকে ভাবতে লাগলো, এর কি নাম দেয়া যায়!

বৃষ্টির সাথে বাতাসের তীব্রতা বাড়ছে। আজ কি তবে ঝড় হবে! নাহ নাহ! ঝড় একদম পছন্দ না সালেহার। ঝড়ের চাইতে বৃষ্টিই বেশি ভালো লাগে তার। ঝড়ের আগ্রাসনে প্রকৃতিকে লড়াই করতে হয়। বিশাল গাছগুলো মাথা নুইয়ে অসহায়ের মতো শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে। জড়ের উন্মাদনায় ঘরের চাল উড়ে যায়, লোকেরা অসহায় হয়ে পড়ে। ঝড়ের এই তাণ্ডব সালেহার একদম ভালো লাগে না। বরং বৃষ্টিই ভালো লাগে। বৃষ্টির আওয়াজে একটা ছন্দ থাকে, একটা ছন্দপতনের সুর থাকে। বিশেষ করে ঘরের চালে বৃষ্টির টুপ টুপ শব্দ, গাছেদের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা, ভীষণ ভালো লাগে তার।

জানালার পর্দাটা এবার টেনে দিল সালেহা। পাশের খাটে বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। তাকেও ঘুমাতে হবে। কাল ছুটি, বন্ধুর বাড়ি দাওয়াত পড়েছে দুপুরে।

নিউইয়র্ক বইমেলায় জসিম মল্লিকের দুটি নতুন বই

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৩ একুশের গ্রন্থমেলায় জসিম মল্লিকের দুটি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি উপন্যাস, আমি একবার বৃষ্টিকে ছুঁয়েছিলাম এবং অন্যটি স্মৃতিকথা রাতের আঁধারে নীল। বইদুটি নিউইয়র্ক বইমেলায় ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশের স্টলে পাওয়া যাবে। এছাড়াও জসিম মল্লিকের অন্যান্য বইও মেলায় পাওয়া যাবে। নিউইয়র্ক বইমেলা ১৪ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। স্থান জ্যামাইকা পারফমির্ং আর্ট সেন্টার।

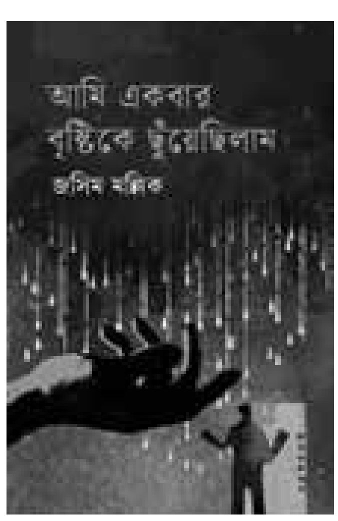

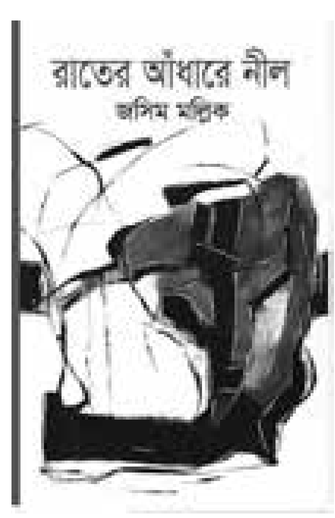

উপন্যাস

আমি একবার বৃষ্টিকে ছুঁয়েছিলাম

আমি একবার বৃষ্টিকে ছুঁয়েছিলাম এক তরুণের গল্প। মেধাবী, স্মার্ট এক তরুণ ঢাকা আসার পর যেসব ঘটনার মুখোমুখী হয় তারই কাহিনী বির্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। পুরো কাহিনী জুড়ে রয়েছে বিচিত্র সব ঘটনার ঘনঘটা। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে তরুণের। তার নাম অভিক। সে কানাডা থেকে বাংলাদেশে এসেছে জরুরী প্রয়োজনে। সাহসী, সুদশন এবং অনেষ্ট এক তরুণ। ঢাকায় পা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সে এক ঘুর্নিপাকের মধ্যে পড়ে যায়। এক রিয়েলটরের হাত থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের অভিযানে নেমে পড়ে। কিন্তু এই শহরের কিছুই বুঝতে পারে না। উল্টো অভিককে সাইজ করার সব চেষ্টা করতে থাকে রিয়ালটর। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতে থাকে এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার। যেটা করেছিল অভিকের বাবাকে। অভিক মোটেও তাতে বিচলিত না। সে প্রতিজ্ঞা করে রিয়েলটরকে দেখে নেবে। যত ক্ষমতাবানই হোক অভিক হাল ছাড়বে না। এর মধ্যে জিনিয়া নামে এক ধনাঢ্য মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। সেই ত্রাতা হিসাবে আবির্ভুত হয়। কিভাবে অভিককে উদ্ধার করেছিল জিনিয়া? এর মধ্যে সোনিয়া নামে আর এক মেয়ে জাড়িয়ে পড়ে অভিকের সাথে। শুরু হয় জিনিয়া আর সোনিয়াকে নিয়ে এক মধুর টানাপেড়েন। এসব নিয়ে টানটান গল্প আমি একবার বৃষ্টিকে ছুঁয়েছিলাম। অত্যন্ত মানবিকভাবে ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন লেখক। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো দারুণ রোমান্টিক উপন্যাস আমি একবার বৃষ্টিকে ছুঁয়েছিলাম।

রাতের আঁধারে নীল

রাতের আঁধারে নীল স্মৃতি গদ্যের বই। জসিম মল্লিকের এটি নবম স্মৃতিগদ্যের বই। এর আগের বইগুলো হচ্ছে এলবেলে এবং হৃদয়ে প্রেমের দিন- প্রকাশ করেছে কথাপ্রকাশ। আমার মা প্রকাশ করেছে রিদম প্রকাশনা সংস্থা। স্মৃতির নির্জণতা, থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে, ভালবাসার চাষাবাদ, স্বপ্ন কাজল মাখা , মায়া ভরা এই সংসারে এবং শুধু আকাশ জানে- প্রকাশ করেছে অনন্যা। আনন্দের কথা হচ্ছে বইগুলো যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। একজন লেখকের সবচেয়ে বড় স্বার্থকতা যে পাঠকরা বইগুলো গ্রহণ করেছেন। লেখকের মধ্যে এক ধরণের সরলতা আছে, সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লেখেন। তিনি অকপটে গল্প বলতে পারেন। নিজের কথা বলতে পারেন। নিজেকে ভাঙচুর করতে পারেন। এমন কিছু অনুভূতি আছে, কষ্ট আছে বা আনন্দ যা সবার সাথে মিলে যায়। যা অন্যকে ছুঁয়ে যায়। জসিম সেই কথাই বলতে পারেন। মানুষের মনোজাগতিক বিষয় ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা আশচর্য্য মুন্সীয়ানায় তুলে আনেন। যেনো লেখক পাঠকের মুখোমুখি বসে গল্প করছেন। এছাড়া এমন কিছু ঘটনা ও অতীত স্মৃতি রয়েছে যা পাঠক হৃদয়কে আপ্লুত করে, আন্দোলিত করে। ভাবার সুযোগ দেয় অনেককিছু। প্রতিটি লেখাতেই রয়েছে ভালবাসার জয়গান। ভালবাসাই সব। ঘৃণা কিছুই দিতে পারে না।

লেখক পরিচিতি

জীবন যে এক আশ্চর্য্য গল্প, বয়ান; জসিম মল্লিক তার নিপুণ কারিগর। যে জীবনকে নিবারন করা যায় না, অনিবার্য; জসিম সেই কাহিনীই তুলে ধরেন। গভীর বোধ, বেদনা আর বিহবলতা না থাকলে জীবনকে কতটুকুই বা বোঝা যায়। বোঝে মানুষ? হয়তো তা বুঝতেই জসিম ছুটে যান বরিশাল থেকে টরন্টো, মরক্কো থেকে মেক্সিকো, দুবাই থেকে ডালাস, আবার টোকিও থেকে মিলানো। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ডানা ঝাপটানো পাখির মতোন। এই বয়ে চলা, উড়ে চলাই তাকে ঋদ্ধ করেছে, জীবনের বোধ ও গভীরতায় করেছে সমৃদ্ধ। তাই হতাশাকে প্রশ্রয় দেন না তিনি। জসিমের লেখায় ও যাপনে তাই ফুটে উঠে। কেননা জসিম জানেন, জীবন মানেই ব্যর্থতা না, সেখানে সফলতাও আছে, শুধু ব্যর্থ বলে কোন জীবন নেই। তা তিনি বিশ্বাসও করেন না। তাই জসিমের চরিত্ররা হারতে হারতে জিতে যায়, জিততে জিততে হেরে যায়। কিন্তু সেই হেরে যাওয়াটা সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর উজানে মৃত্যুর মতো। পাওলো কোয়েলহোর আবার তল থেকে উঠে আসার মতো, হারাকু মুরাকামির ভাঙচুর ভাঙচুর শব্দের মধ্যেও জয়ের প্রবল স্বপ্ন। জসিম মল্লিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। ১৯৮৩ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় যোগ দেন। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। ইতিমধ্যে ৪০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন অনেক উপন্যাস, গল্প, নিবন্ধ ও স্মৃতিকথার বই। ভৌগলিক রেখা আর সীমানায় বিশ্বাস করেন না বলেই হয়তো জসিম মানুষকে আশ্চর্য্য ছুঁতে পারেন। জসিম মল্লিক বাংলা একাডেমি, জাতীয় প্রেসক্লাব এবং বরিশাল ক্লাবের জীবন সদস্য। সাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ২০২২ পেয়েছেন। মুক্তিযদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী। জন্ম বরিশাল শহরে ১৯৯৬১ সালে। ২০০৩ সাল থেকে স্বপরিবারে কানাডার টরন্টো শহরে বাস করছেন। ছেলে অর্ক, মেয়ে অরিত্রি ও স্ত্রী জেসমিনকে নিয়ে বসবাস। দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বিরামহীন লিখে যাচ্ছেন।

ড. নূরুন নবীর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তিনটি বই

উত্তর আমেরিকা অফিস

ড.নূরুন নবীর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তিনটি বই প্রকাশ হয়েছে এবছর একুশের বইমেলায়। আমেরিকায় আমার যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদশে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকদের যত বিভাজন, মার্কিন এবং ব্রিটিশ গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। প্রকাশ হয়েছে অনন্যা প্রকাশনী থেকে। প্রচ্ছদ করেছেন ধ্রুব এষ।

আমেরিকায় আমার যুদ্ধ- বইটি হালকা ধূসর, নীল, লালের ব্রাশস্ট্রোকে প্রচ্ছদ করা। লড়াই, যুদ্ধ, স্বাধীনতা, অন্তরদৃষ্টি, কল্পনা, আস্থা, আনুগত্য, আন্তরিকতা, স্থিতিশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার সিম্বোলিক রঙগুলো নিয়ে চমৎকার একটি প্রচ্ছদ।

ড.নূরুন নবী বইটির ভূমিকায় শুরুতে লিখেছেন, "পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিকে পরিণত হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য বাড়তেই থাকে।

ড.নূরুন নবী, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সকল সংকটকালে দেশের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি এই গ্রন্থে নিজের কথাও বলেন। কি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সাহায্য করেছেন, তাও বলেন।

স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যুদ্ধাপারাধীদের বিচার, বিএনপি-জামাত আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস, গণজাগরণ মঞ্চ, ত্বত্তাবধায়ক সরকার, শর্মিলা বোস-এর মিথ্যাচার এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারেরসকল ব্যাখ্যা বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন বইটিতে।

স্বাধীন বাংলাদশে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকদের যত বিভাজন-সাদা, হালকা ধূসর রঙা জলছাপের

প্রচ্ছদে রচিত বইটির ভূমিকায় ড.নূরুন নবী লিখেছেন, একটি স্বাধীন দেশে কীভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন, দ্রুততম সময়ে রাষ্ট্রের কাঠামোর মূল ভিত্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন এবং প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুনর্গঠনকরেন... ইত্যাদি।

চুয়াত্তরের সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাবে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের অনাহারে মৃত্যুবরণ, দেশি বিদেশি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি আঘাত হানার অপচেষ্টা, বঙ্গবন্ধুর জনগণের জীবনের মনোনয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বাকশালের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করা, কিভাবে দেশকে একটি মিনি পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা করা হয়, বঙ্গবন্ধু তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তি, অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি দেখে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন এবং নিরাশ হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সরকার পরিবর্তন করার যে ষড়যন্ত্র ছিল, তাও রয়েছে বইটিতে।

মার্কিন এবং ব্রিটিশ গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বইটিতে ড. নূরুন নবীর সাথে ড. দিলওয়ার আরিফ এর নাম রয়েছে। এই বইটির গবেষণায় নিউইয়র্ক টাইমস এবং টাইমসের(লন্ডন) মত দুটি প্রভাবশালী মার্কিন এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে ফ্রেম করা হয়েছিল তুলে ধরা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এই গবেষণা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফ্রেমিং সম্পর্কিত প্রথম গবেষণাই নয়, এটি এ বিষয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা।

সুতরাং, এই সমীক্ষাটি আন্তর্জাতিক এবং বিশেষত যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রণ মাধ্যম সমূহের যুদ্ধ সম্পর্কে ভূমিকা বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়া এই গবেষণা ফ্রেমিং সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রেএবং সংবাদপত্রসমূহ কীভাবে তাদের রিপোর্টগুলিতে যুদ্ধকে ফ্রেম করে তা আরও বিস্তৃতভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখে।"

দুর্দান্ত গবেষণামূলক এই বই তিনটি নিশ্চিত আশা রাখি পাঠককুলের কাছে একটি ইতিহাস হিসাবে সংরক্ষিত হবে। আমরা এবংআমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা অনেক তথ্য প্রদান করবে। ড.নূরুন নবী কে অভিনন্দন।

ড. নূরুন নবী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণরসায়ন বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি, জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টোরাল। ৭০ দশকে ঢাকা বিশ্বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রথম সিনেটের সদস্য তিনি। ১৯৮০ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস।

একটি ডাঁশ মাছি এবং আমি

জাকিয়া শিমু

আমি দেশের একটি প্রধান দৈনিকের বার্তা সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কলাম লেখক। এমুহূর্তে সরকার-সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারাবাহিক কলাম লিখছি। কিন্তু গতকালের পত্রিকায় যে পর্বটি অবধারিত ছিল তা আজঅবধি শুরুই করতে পারিনি। একটি মাছি ! সামান্য একটি মাছির যন্ত্রণায় আমার কলম চলছে না। ব্যাপারটা হাস্যকর তো বটেই কিন্তু ঘটনা সত্য !

আমি আকাশের গা-ঘেঁষা একুশতলার উপর একটি অভিজাত ফ্ল্যাটে বাস করি। গত দু'বছর আগে সরকারের বিশেষ প্রীতিভাজন হিসেবে আমি এটি উপঢৌকনস্বরূপ পাই। আমার এলাকাটি সরকারের বিশেষশ্রেনির বাসভূমি বিধায় এখানে মশা মাছি তো দূরে থাক একটা পিঁপড়া খুঁজে পাওয়া মুশকিলের কথা। সেখানে এমন একটা ডাঁশ মাছি কোথা থেকে উদয় হলো ভাবনার বিষয় বটে ! শুধুমাত্র এই একটিই মাছি, তাও ঠিক লিখতে বসলে এসে হাজির হয়। আমি যখন কলামটি নিয়ে লিখতে বসি, মাছি আমার পাওয়ার চশমার ভিতর ঢুকে চোখের উপর বসে থাকে। আমার মনোযোগ কেড়েই ক্ষান্ত হয় না এর যন্ত্রণায় আমি একসময় লেখারটেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে চলে আসতে বাধ্য হই। এবং তখন তাকে আর খুঁজে পাই না, সে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কী আজব ব্যাপার ! কিন্তু রিপোর্টটি যে করেই হউক আজকে প্রেসে দিতেই হবে।

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগসহ অন্যান্য সোর্সের সমস্ত প্রমানাদি আমার কাছে রয়েছে। আমার কাজ- এসব প্রমানিত-সত্যকে পাশকাটিয়ে একটি কপাট-মিথ্যা এবং সর্বাগ্রগণ্য রিপোর্ট দাড় করানো। কলামটি পড়ে যাতে সরকার-সমর্থ জনমত তৈরি হয় এবং আদালতে কেস-টির মোড় ঘুরিয়ে দিতে বিশেষ সুবিধা হয়। আমি অবশ্য একাজে যথেষ্ট পারঙ্গম।

এপর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বেশকিছু সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে আমার লেখালেখি তার যথার্থ প্রমান রেখেছে। এজন্য অবশ্য সরকার থেকে আমি এবং আমার পত্রিকা একটু বেশিই পেয়েছি। আমি দো-কামরার ভাড়া বাসা থেকে একলহমায় এমন বিলাসবহুল অট্টালিকায় উঠে এসেছি। ঝকমকে টয়োটা ক্যামরি আমাকে বাস-রিকশার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে সেই কবেই রেহাই দিয়েছে। এসব বিবেচনায় রেখে কলামটি যে আজকের মধ্যে প্রেসে যেতে হবে কিন্তু বাধা একটাই, ওই সেই মাছি!

আমার ধারাবাহিক কলামটি এমুহূর্তে টলায়মান সরকারের জন্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামনে ইলেকশন, এমন একটা অন্তিম-সময়ে এমন উটকো ঝামেলা সরকারের ভাবমূর্তির জন্যে অত্যন্ত বিব্রতকর। ওদিকে এই ইস্যুতে বিরোধীপক্ষ রাস্তায় নেমেছে। দেশের সচেতন সমাজ এবং নারীবাদীরাও তাদের সাথে দেদারসে হাত মিলাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমেও গা এলিয়ে বসে নেই, বিষয়টি বেশ pগুরুত্ব নিয়ে প্রচার করছে। এবং দেশের সাধারণ জনগণ এমন হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রতিদিনের আপডেটে নজর রাখছে।

বিষয়ের মূলহোতা অবশ্য সরকারের বিশেষ তাঁবেদার, মবিন চৌধুরী। মবিন চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সরকারি দলীয় সাংসদ। মবিন চৌধুরীর স্ত্রী তার বাসার অন্তঃসত্ত্বা গৃহপরিচালিকাকে কৌশলে হত্যা করেছেন। আমার কাছে যেসব রিপোর্ট আছে তাতে অবশ্য দায়ী বিশিষ্ট ভদ্রবেশী মবিন চৌধুরী। মেয়েটির সাথে তিনি অনৈতিক কাজ নিয়মিত করতেন যদিও তাদের ড্রাইভারকে ফাঁসানোর প্রমানাদি কোর্টে দাখিল করা হয়েছে। আমার লেখা কলামও ড্রাইভারকে ফাঁসানোর পক্ষেই বলছে !

আমার ধারাবাহিক কলামটি গত দু'দিন প্রকাশ না হতে বিপক্ষদল এটাকে তাদের পক্ষে বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে প্রচার করছে। অবধারিতভাবে সরকারের উঁচুস্তর হতে অনবরত ফোন পেতে থাকি। তারা আমার নীরব অবস্থানে ভিন্নসুত্র খুঁজতে গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা নিয়েছে। এবং সে-বিভাগের লোকবল দিবারাত্র আমার বাসার চারিপাশে ঘুরঘুর করছে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে পত্রিকায় কলাম দিতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিণতি নতুন করে আমার স্মরণে দিয়েছে। অবশ্য আমি তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ দেখাতে পারি নাই যদিও এদের নৃশংসতা আমার কাছে অজানিত নয়।

এমন একটা অস্থির পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে আমি লেখাটা শেষ করতে মরিয়া হয়ে ওঠি কিন্তু মাছিটির অত্যাচারে তা সম্ভব হয় না। অপেক্ষা করি। শুশুকের পিঠে ভর করে রাত্রি আসে এবং তা গভীর হয়, নিজেকে গুছিয়ে আনি। ঘর নিছিদ্র করে কাগজপত্র মেলে কলামটি আবার লিখতে বসে যাই। আমার হাতে সময় আছে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ! যে করেই হউক বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে লেখাটি দাড় করাতেই হবে।

যেই লেখাটি শুরু করেছি, ভনভন আওয়াজে কোথা থেকে উড়ে এসে মাছিটি আমার কপালের ওপর বসল। আমি কঠিনভাবে আমার কপালে হাত দিয়ে আঘাত করে একে পিষে মারতে উদ্ধত হলে তা হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। হাতের কাছে একটি ইলেকট্রিক ব্যাট যোগার করে রেখেছি। সেটা দিয়েও কোনভাবেই একে শায়েস্তা করতে পারি না। এভাবে বেশ কতক্ষণের ছুটোছুটিতে আমি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি হয়তো মাছিটিও। সেটা একসময় দেয়ালের গায়ে আরাম করে বসে থাকে। আমি এ-সুযোগে মাছিটির ওপর আলগোছে ব্যাটটি রাখতে তা ইলেকটিক শকে মারা পড়ে।

মাছিটি খুন করার সাথে সাথে আমার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়। আমার চোখজোড়া পলাশফুলের মতো লাল টকটকে হয়ে ফুলে ওঠে। একসময় বিছানায় বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়ি। ব্যথা ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমি অতিরিক্ত ডোজের ব্যথার ওষুধ খেয়ে তন্দ্রাছন্ন হয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু চোখ বন্ধ হতে আমি মাছিটিকে আবার দেখতে পাই। এবার সে আমার মস্তিষ্কের খোঁদলে জায়গা করে নিয়েছে।

মাছিটি আমার চোখের সামনে তেঁতুলবীচির মতো অসম চৌকোণা কতোগুলো চোখ নিয়ে ভনভন আওয়াজে উড়ছে। চোখগুলো অশরীরী, আমাকে ভয়ঙ্কর ভয় ধরিয়ে দেয়। সবপ্নের ভেতর আমি চিৎকার করে লাফিয়ে বিছানায় ওঠে বসি। কিন্তু কিছুতেই মন থেকে সেই বীভৎস চোখগুলোকে সরাতে পারি না। আমি ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি কিন্তু ঘুম হয় না। বুঝতে পারি বদ্ধউন্মাদ হয়ে যাচ্ছি।

এরপর সামান্য হলেও নিজের মধ্যে ফিরতে শুরু করি। মাথাটা বেশ হালকা-বোধ হয়, চিন্তা-চেতন ধীরে হলেও ফিরতে শুরু করে। শরীরজুড়ে ব্যাথার সেই প্রলয়ের নিস্তার মিলেছে তা টের পাই। চুপচাপ বিছানায় বসে আমার সাথে ঘটে যাওয়া পুরো-বিষয়ে নতুন করে চোখ ফিরাই। এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করি।

বিছানা ছেড়ে ধীরেপায়ে লেখার টেবিলে এসে বসি। টেবিলে আমার ল্যাপটপের কী-গুলো বুড়িয়ে যাওয়া লাউয়ের বীচির মতো চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার হাত আলগোছে কিবোর্ড ছুঁয়ে গেলে,দ্রুতলয়ে তা বৈশাখী প্রলয়ের মতো ছুটতে শুরু করে। মনে হয় যেন আমার হাতে অদৃশ্যের কোন শক্তি ভর করেছে। খুব অল্প সময়ে আমি আমার জীবনে প্রথম একটি সত্যকলাম লিখে শেষ করি। পূর্বের কলামগুলোর সমস্ত তথ্যাদি কপাট মিথ্যে ! কীভাবে এবং কাদের প্ররোচনায় সেসব আমি কৌশলে বিশ্বাসযোগ্য করে সাজিয়ে ছিলাম সেসবের বিস্তারিত লিখে আরও একটি কলাম শেষ করি।

ততক্ষণে প্রকৃতিতে ভোরের লঘু-আঁধার কেটে দিবসের অস্পষ্ট আলো ফুটতে শুরু করেছে।

আমি সবেমাত্র লেখা কলাম দু'টো সম্মূখে ভয়ঙ্কর পরিণতি জেনেও তড়িঘড়ি করে আমার পত্রিকাসহ দেশের প্রায় সকল পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিলাম।

লালু

রফিকুল নাজিম

লালু শুয়ে আছে মাটিতে। চারদিকে মানুষের জটলা। সবাই মনোযোগ দিয়ে লালুকে দেখছে। কী নাদুস-নুদুস! ক'মাস আগেও লালু এতোটা স্বাস্থ্যবান ছিল না। লালুকে একনজর দেখতে লোকজন ছুটে আসছে রইছ উদ্দিনের বাড়িতে। কেউ লাইভ করছে। কেউ টিকটক। কোনো কোনো চ্যানেলের সাংবাদিক তো লাইভ সম্প্রচার করছে। লালুর সকাল থেকে ঘুমাতে যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রইছ উদ্দিন সাক্ষাৎকার দিতে দিতে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত। শরীর ও মুখ আর চলছে না। ঘরের দাওয়ায় বসে মাটিতে আঁকিবুঁকি করছে রইছ। রইছের বউ গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছে আসমানের দিকে। চোখে তার খাঁ খাঁ শূন্যতা।

লালুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আছিয়া। লালুর খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুর সঙ্গী এই আছিয়া। আছিয়াকে দেখলেই লালুর অস্থিরতা বেড়ে যায়। আছিয়া লালুর কাছে আসলে লালু মুখ বাড়িয়ে দেয়। আছিয়ার আদর পেলে সে দু-চোখ বুজে রাখে। আজ থেকে লালুকে আর সে আদর করতে পারবে না। আছিয়া মরার বিলাপ করছে। লালুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আছিয়ার কান্না দেখছে উপস্থিত জনতা। লালুর জন্য আছিয়ার কান্না দেখে কারো কারো চোখে নোনা জলের ঢেউ ওঠছে। আহা রে অবলা প্রাণী! নিজে তো মরলো, রইছকেও মেরে গেল।

আগামী পরশু ঈদ। তিনদিন আগে লালুকে দেখে আরিফ জোয়ার্দারের মনে ধরেছে। তাই সে লালুর দাম নিয়েও খুব একটা দরকষাকষি করেননি। লালুর গায়ের রঙ দারুণ। লাল আর কালোর মিশেল। যেন তেলে মাখা শরীর। হাত দিয়ে ধরতে গেলে হাত পিছলে যায়। সত্তর হাজার টাকায় রফাদফা হয় লালুর। পঞ্চাশ হাজার টাকা রইছের হাতে দিয়ে জোয়ার্দার সাহেব বলেছিলেন, 'রইছ, তোমার বাকি বিশ হাজার টাকা লালুকে নেয়ার দিন পরিশোধ করবো। তবে একটা কথা - 'রইছ, লালুকে তোমার কাছেই রাখতে হবে। আমি ঈদের আগেরদিন বিকেলে এসে নিয়ে যামু। ঠিক আছে?'

রইছ মনে মনে দারুণ খুশি। প্রস্তাবটা শুনে আছিয়া সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। আরো কয়েকদিন সে লালুকে কাছে পাবে। আদর করতে পারবে। দেখভাল করতে পারবে। লালুর গলা জড়িয়ে ধরে থাকতে পারবে। খুশিতে টগবগ করা ঘোড়ার মত আউলা ঝাউলা ওড়ছে আছিয়ার মন। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে লালুর জন্য মরার বিলাপ করছিলো। লালুও এখন হাম্বা হাম্বা ডাকছে। আছিয়াকে মনে হয় কাছে ডাকছে। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেও লালু নির্লিপ্ত মনে দাঁড়িয়ে ছিল জামগাছতলায়। কোনো ডাকাডাকি করেনি। চোখের কোণ চুইয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে জল মায়ার। সেই জল ভালোবাসার।

জামগাছে নিচে এসে থামে আরিফ জোয়ার্দার। তিনি মৃত লালুর দিকে তাকিয়ে আছেন। কী যেন ভাবছেন! জোয়ার্দারকে দেখে রইছ ঘরের দাওয়া থেকে ওঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে জোয়ার্দারের সামনে এসে দাঁড়ায়। সালাম করে। রইছ দু'হাত কচলাতে

থাকে। আমতা আমতা করতে থাকে।

লুঙ্গির কোঁচড় থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে। রইছ জোয়ার্দারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে

- হুজুর, এই নেন এইখানে তেতাল্লিশ হাজার ট্যাহা আছে। বাহি সাত হাজার ট্যাহা আমি খরচ কইরালাইছি। আমি বুঝতে পারি নাই হুজুর- লালু যে আমারে গাঙের জলে ভাসাইয়া চইলা যাইবো!

রাগে লাল হয়ে গেছে জোয়ার্দারের চোখমুখ। আগুনের ফুলকি ছুটছে চোখের তারায়। জোয়ার্দারের চোখের দিকে তাকিয়ে রহিছের কলিজার পানি উধাও হয়ে গেছে। তার গলা ধরে আসে। জলোচ্ছ্বাসের আগে নদীর জলের উপরিভাগ যেমন টলটলা শান্ত থাকে, ঠিক তেমন করে শান্ত হয়ে গেছে রহিছ। যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে বুনো জলোচ্ছ্বাস। লণ্ডভণ্ড করে দিতে মায়ার জমিন, সোনালী শস্য এবং সঞ্চিত গোলার ধান। জোয়ার্দারের কণ্ঠে আগুনের গোলা। বারুদের মত ফুটছে। উপস্থিত গ্রামবাসী সবাই সেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঠিকঠাক বুঝতে পারছে বলে মনে হয়। কেউ কেউ ফিসফিস করে বলছে- আজ রহিছের কোনো রক্ষে নাই। জোয়ার্দারের ট্যাহা খরচ কইরা ফেলা চাট্টিখানি কথা না।

কিছুটা নীরবতা ভেঙে জোয়ার্দার হুংকার ছাড়ে...

- রহিছ, বাকি ট্যাকা দিয়া তুই কী করছোত? আমারে খুইল্লা ক দেহি।

- হুজুর গো, আমি ভাবছিলাম- লালু মনে হয় আমারে ঋণ থেইকা মুক্তি দিয়া গেছে। না গো, হুজুর, লালু আমারে গাঙে ভাসাইয়া দিয়া গেছে।

- সাত হাজার ট্যাহার তুই কী করছোত- আগে এই কথা ক। ইতিহাস শোনার সময় নাই আমার।

- হুজুর, তুলশিপুর বাজারের বিনয় পালের দোকানের বাকির পাঁচ হাজার সাতশ ট্যাহা দিছি। লালুর লাইগ্যা খইল ভূষি আনছিলাম। আর বাকি ট্যাহা দিয়া ঈদের বাজার সদাই করছি। একটা ফারোমের মুরগি, এক প্যাকেট সেমাইও কিনছি। হুজুর, আরেকটা কাম করছি- মাইয়াডার লাইগ্যা একটা লাল জামা কিনছি। হুজুর মাইয়াডারে যে কথা দিছিলাম! হুজুর গো আমারে আপনে মাফ কইরা দেন। দয়া কইরা একটু সময় দেন- আমি আপনের ট্যাহা শোধ কইরা দিমু।

কটমট করছে জোয়ার্দার দাঁত। রহিছের দিকে দ্রুত পায়ে কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যায় জোয়ার্দার। রহিছকে জড়িয়ে ধরে। উপস্থিত সবাই অবাক। জোয়ার্দার কী করছে এসব!

- তুই আমার এই চিনলি রে, রহিছ! আমি এত্তো খারাপ মানুষ। লালু রে ত আমি কিনছি কুরবানির লাইগ্যা। আল্লাহ আমার নিয়ত জানে। কুরবানি নিশ্চয়ই আল্লাহ কবুল করছেন- তাই লালুর এই পরিণতি। এই নে বকেয়া বিশ হাজার টেকা। রাখ ত। ঋণ পরিশোধ কর আগে। তবে একটা শর্ত আছে- আগামী কুরবানির গরুটা কিন্তু তুই আমাকে দিবি। বল।

রহিছের চোখ থেকে টলটল করে জল পড়ছে। আছিয়া ও তার মা জড়াজড়ি করে কাঁদছে। জোয়ার্দারকে পুরো গ্রামবাসী যে রূপে দেখে অভ্যস্ত, আজ তার ঠিক বিপরীত রূপ দেখে অবাক। বিচার শালিসে এই জোয়ার্দার হয়ে যায় অন্য মানুষ। কঠোরতর। পাষাণ। কোনো ছাড় দেন না। অথচ আজ জোয়ার্দারের চোখেও জল পড়ছে। চোখের জল মুছতে মুছতে জোয়ার্দার আছিয়াকে ইশারায় ডাকে। আছিয়া তার সামনে আসতেই জোয়ার্দার পাঁচশো টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বলে- 'আছিয়া, ঈদের দিন সাজুগুজু করার জন্য আলতা লিপস্টিক কিনিছ। আর শোন- এইবার আমরা বেকতে একলগে ঈদ করমু। মনে থাকব? মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় আছিয়া।

জামগাছের পাতার ফাঁক গলে রহিছ উদ্দিনের দু'চোখ শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন কাউকে খুঁজছে। হয়তো কিছু অব্যক্ত কথা বলতে চায় সে....।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America, Inc.
বার্ষিক
বনভোজন
২০২৩
Place: Flushing Meadows Corona Park
Flushing, Queens.
১৬ জুলাই, রোববার
July 16, SUNDAY
আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র
নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকেট
৬৫" টিভি
স্বর্নালংকার,
ল্যাপটপ
আকর্ষনীয় ১০টি পুরস্কার
সুধী,
আসছে ১৬ জুলাই রোজ রবিবার চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন ছায়াঘেরা কুইন্সের ফ্লাশিং ম্যাডোস করোনা পার্কের স্নিগ্ধ শ্যামল মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনি / আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।
অনুরোধক্রমেঃ-
আবুল কাসেম (চট্টলা)
আহ্বায়ক
৩৪৭-২৮৩-৪২০৪
মীর কাদের রাসেল
সদস্য সচিব
৬৪৬-৬৬০-০২৮৭
কোন রেজিষ্ট্রেশন ফি নাই
১২ জুলাই - এর মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
মোহাম্মদ সেলিম
প্রধান সমন্বয়কারী
৩৪৭-৪১৬-০৬৩২
মোহাম্মদ ইকবাল ভূইয়া
সমন্বয়কারী
৩৪৭-৬৫১-৭৯০৩
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মনির আহমেদ (৭১৮) ৪১৫-২৫২৮, মেহবুবুর রহমান বাদল (৩৪৭) ৯৪৩-৬৪৬১, মাকসুদুল হক চৌধুরী (৯১৭) ৮৫৪-৪১৪৪, মোহাম্মদ আবু তাহের (৯১৭) ৭৭৫-৪১৭৮, তারিকুল হায়দার চৌধুরী (৭১৮) ৬০৭-৯০০২, নুরুল আনোয়ার (৭১৮) ৩০৬-৭২৮৮, আহসান হাবিব (৬৪৬) ২৮৪-৩০০৮, মোজ্জাদির বিল্লাহ (৯১৭) ৮৮২-৭০৬৬, সুমন উদ্দিন (৩৪৭) ৫৯৬-৯২২৩ মোহাম্মদ জে. আবেদিন (৯১৭) ৪৬৫-৮৪২০, মোহাম্মদ হারুন (৫১৬) ৪০৫-৪৪৩৮।
খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বিঃদ্রঃ বনভোজন স্থলে সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্যপদ গ্রহন করার সুযোগ রয়েছে।
সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্যপদ গ্রহণের শেষ তারিখ ২৩ জুলাই, ২০২৩, রবিবার
Train Direction : Via 7 Train to Mets-Willets Point
Then Walk from Mets-Willets Point to destination location
Car Direction : Exit 11 from Van Wick EXPWay South.
Exit 12A from Van Wick EXPWay North (Follow Sign for Meadow Lake)
আয়োজনেঃ অন্তবর্তীকালীন কমিটি

সন্দ্বীপ গণউন্নয়ন পরিষদের বনভোজন

এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীরা আমার পরিবারের একাংশ মাত্র। আমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ কয়েকজনও এখানে রয়েছেন। দীর্ঘদিন পরে তাদের দেখে আমি খুশী হয়েছি। সন্দ্বীপের বিভিন্ন বয়সী মানুষ রয়েছেন আমার পথচলার প্রেরণার মূলে। এদের মধ্যে যারা সুদুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে বাংলাদেশি সংস্কৃতির সবচেয়ে ভালো দিকগুলো উন্মোচিত করছে, তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা। তারাই পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পরিবার ও সমাজ গঠন করছে। এটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ।

সমিতি যদি একটার জায়গায় দশটাও থাকে, তাতে সমাজের অগ্রগতি বরং বাড়ে। কারণ, সংগঠন সমাজবদ্ধ থাকার একটি প্রক্রিয়া। এক জাতের পাখি একসঙ্গে ওড়ে। এক মনের মানুষ এক সঙ্গে থাকে। সমাজে অনেক ধরণের ধারা থাকে। এক ধরণের মানুষ অপরাধ করাকে নিজের অধিকার মনে করে। এমন ধারাও আছে ,যারা অপরাধ এড়িয়ে সমাজের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলে।

ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে ড. আবু জাফর মাহমুদ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর ড. আবু জাফর মাহমুদ।

বনভোজনে খাবারের একাংশ। ড. আবু জাফর মাহমুদের সঙ্গে সন্দ্বীপের বিশিষ্টজনেরা।

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয়বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

নৃত্যকলা

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
13 July 2023, Thursday, Issue 330
১৩ জুলাই ২০২৩, ২৯ আষাঢ় ১৪৩০, ২৫ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ এড

যুবকদের নিরাপত্তায় ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল। আমাদের অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। যদি আমরা সেগুলোর উৎস খুঁজি এবং মোকাবেলা করি—তবে তা আরো কার্যকর হবে এবং সহজে মোকাবেলা করা যাবে। তরুণদের মধ্যে বন্দুক সহিংসতা সেই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বনভোজনের আমেজ ওয়াশিংটন জুড়ে

যুক্তরাষ্ট্র

বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে দুই মাস ধরে চলে নানা উৎসব। উৎসবের মধ্যে অন্যতম বনভোজন।

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

সামার মানে অবকাশ, সামার মানে নেই বাড়তি চাপ, সামার মানেই উৎসবের আমেজ। যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি অধ্যষিত রাষ্ট্রগুলিতে দুই মাস ধরে চলে নানা উৎসব। উৎসবের মধ্যে অন্যতম বনভোজন।

৮ জুলাই শনিবার বাগডিসির আয়োজনে ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং এ হয়ে গেলো দিন ব্যাপী বনভোজন। নানা বয়েসের মানুষের উপস্থিতি বলে দেয় ব্যস্ততার মাঝে আনন্দের বারিধারা। সকালের নাস্তা, দুপুরের বাঙালি খাবার এবং বিকেলের নাস্তার সাথে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। ক্ষনিকের এই আনন্দে মানুষ ভুলে যায় ব্যস্ত জীবনের কঠোর বাস্তবতা।

একই দিনে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম বনভোজনের আয়োজন করেন। স্থানীয় একটি পার্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবার নিয়ে বনভোজনে ছিল দেশীয় আমেজ। মজাদার বাংলা খাবার,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

টক অব দ্য উইকে পাখি

ঢাকা থিয়েটারের একজন কর্মী হিসাবে আমি গর্বিত

সোহানা নাজনীন

দীর্ঘ সময় ধরে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, এস এম সুলাইমান, সৈয়দ জামিল আহমেদ, হুমায়ুন ফরীদি, আফজাল হোসেন, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল্লাহ আল মামুন, সুবর্না মুস্তাফা, মামুনুর রশীদ সহ অসংখ্য প্রতিভাবান পরিচালকের নির্দেশনায় মঞ্চ এবং টেলিভিশনে কাজ করেছি। আমার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের সাথে কাজ করার। তাঁদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শিখেছি, অভিজ্ঞ হয়েছি। আজকে যতোটা কাজ করছি কিংবা জানি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয় মেহজাবীন মেহাকে

দুই দুইটি সম্মাননা একসাথে পেলেন মেহজাবীন মেহা

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঝমকালো আয়োজনে নিউইয়কে গত ২৫ জুন রোববার ঢালিউড মিউজিক্যাল এওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হয় মেহজাবীন মেহা। জেমস, তাহসান, মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী , জায়েদ খান সহ বাংলাদেশ থেকে আগত আরো অনেক শিল্পির নাচ, গান ও পারফমেন্সে মুখরিত ছিলো পুরো অনুষ্ঠান । ঢালিউড এওয়ার্ড নিয়ে মেহা বলেন ,"এত বিশাল আয়োজনে পুরস্কার পাব

মেহজাবীন মেহা

কল্পনাও করি নাই এবং অবশ্যই এত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

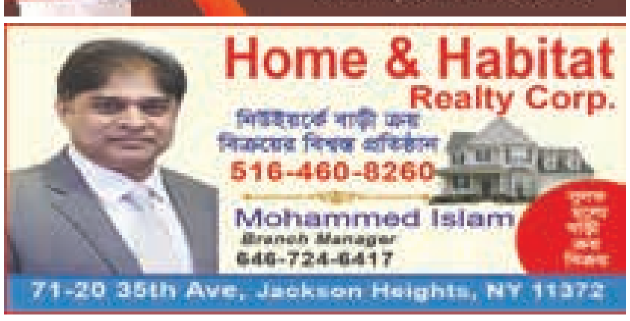

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com